উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

JSW Energy

১,৬০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস

উজ্জ্বল উপস্থিতি:

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপস্থিত থাকবেন:

সজ্জন জিন্দল, চেয়ারম্যান - জেএসডব্লিউ গ্রুপ

পার্থ জিন্দল, এমডি - জেএসডব্লিউ সিমেন্ট ও জেএসডব্লিউ পেইন্টস

ডঃ মনোজ পন্থ, আইএএস, চিফ সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শালবনি। ২১ এপ্রিল, ২০২৫। দুপুর ২টো

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উজ্জ্বল, স্বনির্ভর এবং স্থায়ী ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের দীর্ঘদিনের শপথকে আবার স্মরণ করছে জেএসডব্লিউ এনার্জি।

শালবনিতে ১,৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে একটি যুগান্তকারী অংশীদারিত্বে হাত মিলিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সুরক্ষা এবং শিল্প-আকাঙ্ক্ষার একটি ভিত্তিপ্রস্তর এই প্রকল্প।

এটি শুধু একটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রই নয়, একটি প্রতিশ্রুতিও।

অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার, সম্ভাবনা তৈরি করার এবং অঞ্চল জুড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন চালানোর প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্প।

Scan for Live Webcast

ফ্যাটি লিভার

রোধে ভরসা স্বাস্থ্যকর খাবার

১৯ এপ্রিল পেরিয়ে এলাম বিশ্ব লিভার দিবস। উদ্দেশ্য, লিভারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি লিভারের রোগ প্রতিরোধে যত্ন নিতে উৎসাহিত করা। এবছরের থিম 'খাবারই ওষুধ', অর্থাৎ লিভার ভালো রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধে পুষ্টির ভূমিকা অনস্বীকার্য। মনে রাখবেন, আপনার প্রেসক্রিপশনে কী আছে তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্লেটে কী আছে। লিখেছেন শিলিগুড়ির নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট **ডাঃ নাদিম পারভেজ**

লিভারকে বলা হয় পাওয়ারহাউস, কারণ এটি শরীরকে ডিটক্সিফাই করে, পুষ্টি প্রক্রিয়াকরণে এবং বিপাকের হার নিয়ন্ত্রণ করে। তবুও লিভারের রোগ যেমন ফ্যাটি লিভার, ভাইরাল হেপাটাইটিস, সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসার ক্রমে বাড়ছে। আর এসবের জন্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন দায়ী।

বাস্তবে ফ্যাটি লিভার অতি পরিচিত সমস্যা এবং বিশ্বজুড়ে লিভার সিরোসিসের অন্যতম বড় কারণ, বিশেষ করে ভারতে। যেভাবে ব্যাপক হারে ওবিসিটি, ডায়াবিটিস বাড়ছে, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে মানুষজন অভ্যস্ত হচ্ছেন এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, তাতে ফ্যাটি লিভার যেন একটা ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। মোদ্দা কথা, এটি লাইফস্টাইল ডিজিজ, তাই প্রতিরোধযোগ্যও।

যা খাবেন

- ফল, সবজি, শুঁটি জাতীয় খাবার, গোটা শস্য এবং প্রোটিন
- স্বাস্থ্যকর চর্বি পেতে বাদাম, বীজ, জলপাই তেল ও মাছ খান

যা খাবেন না

- চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার তালিকা থেকে বাদ দিন
- মদ্যপান ও চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন

এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন- সুস্থ লিভারের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধারে এবং ফ্যাটি লিভার ডিজিজ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্বাস্থ্যকর খাবার শুধু শরীরকে পুষ্ট করে না, সক্রিয়ভাবে লিভারকেও রক্ষা করে। 'খাবারই ওষুধ'- এটা শুধু থিম নয়, এটা একটা জীবনধারা। কম মাত্রা দিয়ে শুরু করুন, বুঝেশুনে খান এবং প্রতিটা কামড়ে আপনার লিভারকে সম্মান করুন।

আইবিএস

মোকাবিলার উপায়

১৯ এপ্রিল ছিল ওয়ার্ল্ড ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম দিবস (আইবিএস)। এটি এমন এক অবস্থা যাতে পেটে অস্বস্তি হয়। এক্ষেত্রে দু'রকম সমস্যা হতে পারে- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া কিংবা উভয়ই হতে পারে। তবে এই সমস্যার পুরোপুরি কোনও সমাধান নেই। একে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য লক্ষণ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। লিখেছেন জেনারেল ফিজিশিয়ান (ডায়াবিটিস) **ডাঃ এস এ মল্লিক**

আইবিএস কী

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, যেখানে আপনার বৃহৎ অন্ত্রে অনিয়ম ঘটে। এটি কোনও মারাত্মক রোগ না হলেও দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ অসুবিধা করতে পারে।

লক্ষণ

- পেট ব্যথা বা অস্বস্তি
- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া (দুটোই ঘুরে ঘুরে হতে পারে)
- পেটে গ্যাস বা ফাঁপা ভাব
- মলত্যাগের পরে আরাম বোধ
- অতিরিক্ত গ্যাস

কারণ

আইবিএসের নির্দিষ্ট কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে কিছু সাধারণ কারণ হতে পারে -

- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ
- হরমোনের ওঠানামা
- খাদ্যতালিকার গণ্ডগোল
- অল্প ঘুম বা বিশ্রামের অভাব
- অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

নিয়ন্ত্রণের ঘরোয়া উপায়

- **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি :** বেশি মশলা ও ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। লো ফোডম্যাপ ডায়েট অনুসরণ করুন অর্থাৎ বিশেষ কিছু কার্বোহাইড্রেট এড়ানো দরকার। বেশি করে ফাইবার খান (যদি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়)। ডায়ারিয়ার ক্ষেত্রে দুধ, কফি ও কৃত্রিম মিষ্টি এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট ভাগে খাবার খান, বেশি খেলে সমস্যা বাড়ে।
- **পর্যাপ্ত জল পান করুন :** দিনে অন্তত ২.৫-৩ লিটার জল খান। এছাড়া সুপ, ডাবের জল, ফলের রস সহায়ক।
- **মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন :** যোগ, মেডিটেশন বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন। দৈনিক ৩০ মিনিট হাঁটা অভ্যাস করুন। মন ভালো রাখুন। পছন্দের গান শুনুন, বই পড়ুন বা কাজ করুন।
- **ঘুম এবং বিশ্রাম অপরিহার্য :** প্রতিদিন অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাতে দেরি করে খাওয়া বা ঘুমানো এড়িয়ে চলুন।
- **প্রোবায়োটিক খাবার খান :** দই, ঘরে তৈরি আচার ইত্যাদি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটিরিয়া বাড়ায়। প্রয়োজনে প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্টও নেওয়া যেতে পারে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

- ওজন হঠাৎ কমে গেলে
- রক্ত মেশানো মলত্যাগ হলে
- অতিরিক্ত দুর্বলতা বা অ্যানিমিয়া হলে
- ঘনঘন বমি হলে

মনে রাখবেন

আইবিএস সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য না হলেও, ঘরোয়া পদ্ধতিতে এটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্বাস্থ্যকর জীবনধারা, সঠিক খাবার এবং মানসিক প্রশান্তিই আইবিএসের সবচেয়ে বড় ওষুধ। নিয়ম মেনে চললে আপনি নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারবেন।

বয়স্কদের পড়ে যাওয়া এড়াতে যা করবেন

চেনাজানা বয়স্ক মানুষের হঠাৎ পড়ে যাওয়ার খবর প্রায়ই শোনা যায়, বিশেষ করে বাথরুমে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি পড়ে গেলে বিপদ অনেক। মাথায় আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হতে পারে। ভেঙে যেতে পারে হাত-পা। আঘাত লাগতে পারে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও। তার ওপর বয়স্কদের ভেঙে যাওয়া হাড় সহজে জোড়া লাগতে চায় না। ব্যথাবেদনায় ভুগতে হয় অনেক বেশি। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে অপরের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যোগ হয় আবারও পড়ে যাওয়ার ভয়। এই অবস্থায় যা করবেন -

- ঘরের ভেতরে যেন যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকে। রাতে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে এদিক-ওদিক গেলেও যেন বয়স্ক মানুষটা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁর নাগালের মধ্যেই জল রাখুন, যাতে রাতে ঘুম ভাঙলে সহজেই নিজে নিয়ে খেতে পারেন। উঠে কোথাও যেতে না হয়।
- জল, তেল, অন্যান্য তরল কিংবা পাউডার জাতীয় জিনিস অল্প পরিমাণে মেঝেতে পড়ে থাকলেও কিন্তু বিপদ ঘটতে পারে চোখের নিমেষে। তাই সতর্ক থাকুন।
- বাথরুমের মেঝে শুকনো রাখুন। বাথরুমের দেওয়ালে বেশ কিছু হাতল লাগিয়ে নিতে পারেন যাতে কমোড থেকে ওঠার সময় কিংবা পা ধোয়ার পরে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি হাতল ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন।
- ঘরের কোথাও যেন এমন কিছু পড়ে না থাকে, যাতে বাধা পেয়ে একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। শিশুর ছোট্ট একটা খেলনার কারণেও কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে পারেন। শোয়া বা বসা অবস্থা থেকে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে ওঠার জন্য উৎসাহ দিন।
- বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হালকা মাথা ঘোরানোর কথা বললে অবহেলা করবেন না। চোখে সমস্যা থাকলেও তিনি পড়ে যেতে পারেন। বাইরে গেলে কানের সমস্যার কারণেও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। এ ধরনের সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করান।
- হাঁটার জন্য প্রয়োজনে লাঠি কিংবা ওয়াকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর সঙ্গে সবসময় কেউ থাকলে অবশ্যই ভালো। বিশেষ করে বাথরুমে যাওয়ার সময় কেউ একজন সঙ্গে থাকা উচিত।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বাথরুমে ছোট্ট টুল রাখতে পারেন। তাঁদের জন্য সঠিক মাপের জুতো ও স্যান্ডেল রাখতে হবে। জুতো-স্যান্ডেলের তলা যেন পিচ্ছিল হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- পায়ের নখ সুন্দরভাবে কেটে দিন। পায়ে ব্যথা, জড়তা, ক্ষত বা অন্য সমস্যা হলে চিকিৎসা করান।
- শরীরচর্চাতে উৎসাহ দিন। তবে সেটা যেন বয়স এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বহুবিধ শারীরিক সমস্যার জন্যই একজন মানুষ পড়ে যেতে পারেন। যেমন ডায়াবিটিস বা রক্তচাপের ওঠানামা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি। চিকিৎসকের কাছে গেলে এসব সমস্যা ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসা করানোও সহজ হয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আইপিএলে ৬৭ নম্বর হাফ সেঞ্চুরি বিরাটের
» ১২

পাকিস্তানে আক্রান্ত হিন্দু মন্ত্রী

পাকিস্তানে আক্রান্ত হলেন সেদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু মন্ত্রী খেলদাস কোহিস্তানি। তাঁর কনভয়কে লক্ষ্য করে আলু ও টমেটো ছোড়া হয়। তবে মন্ত্রীর কোনও ক্ষতি হয়নি।
» ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

দু'দিনের সফরে বস্টন গেলেন রাহুল
» ৮

শিলিগুড়ি ৭ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 21 April 2025 Monday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 331

সিপিএমের বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে রবিবার ব্রিগেডে সমাবেশ। -পিটিআই

মেলা ঘিরে দ্বন্দ্ব

গৌতমের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মেয়র পারিষদ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : মহানন্দার চরে বৈশাখীমেলা বসানো নিয়ে তৃণমূলের অন্তঃকলহ প্রকাশ্যে চলে এল। গত বছর দলের এক মেয়র পারিষদের নেতৃত্বে এই মেলার অনুমতি চাওয়া হলে সরাসরি মেয়র অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এবার মেয়র-ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীকে মেলার অনুমতি দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে শাসকদলের অন্দরে। অবশ্য মেয়র গৌতম দেবের দাবি, 'মেলার উদ্যোক্তারা অনুমতি চেয়েছেন। তাঁদের বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছে। সেইসব শর্ত পালন করতে পারলে অনুমতি দেওয়া হবে। তবে কোনওভাবেই এক মাসের বেশি মেলা করা যাবে না।' গত বছর মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি কেন, সেই প্রশ্নে মেয়রের জবাব, 'বিষয়টি দেখতে হবে।' আবার স্থানীয় কাউন্সিলার কমল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'এখানে কোনও কর্মসূচি হলে উদ্যোক্তারা আমার কাছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) নেন। কিন্তু এবার বৈশাখীমেলা কমিটি আমার কাছে এনওসি চায়নি। আমি ঠিক করেছি, আর কাউকেই এখানে কোনও কর্মসূচি করার জন্য এনওসি দেব না। কেননা ওটা নদীর চর।'

দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্য সেন পার্কের পিছনে মহানন্দার চরে পৌষমেলা হয়ে আসছে। সেখানে মাঝেমধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টও হয়। ২০২৩ সালে ওই মাঠেই প্রথম বৈশাখীমেলা বসে। সেবার মহানন্দা নদীর চরের এই মেলা ভালো ব্যবসা করেছিল। ফলে গত বছরও মেলা করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু গতবার মেলার অনুমতি মেলেনি। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের মাধ্যমে মেয়রের কাছে এই মেলার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সেবার মেলার পিছনে দিলীপেরও আর্থিক লগ্নির ইচ্ছা ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু মেয়র সরাসরি সেই আবেদন বাতিল করে দিয়েছিলেন। ফলে মোবাইল নম্বর দিয়ে স্টল বুকিং ও স্পনসরশিপের জন্য আবেদন পর্যন্ত করা হয়েছে। আর এতেই চটেছেন দলের একাংশ। যদিও মেয়রের দাবি, 'এখনও মেলা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং, নির্দিষ্ট সময় মেনে মেলা করা সহ সব শর্ত পূরণের অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পরই অনুমতি দেওয়া হবে।'

যা বলার সবাইকে ডেকে বলব।' বৈশাখীমেলা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে যে কোন্দল শুরু হয়েছে, তা দিলীপের ভাবভঙ্গিতেই স্পষ্ট।

শহরের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের প্রশ্ন, গত বছর যদি মেলার অনুমতি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এবার কেন অনুমতি দেওয়া হল? মেয়র কি নিজের কাছের লোক

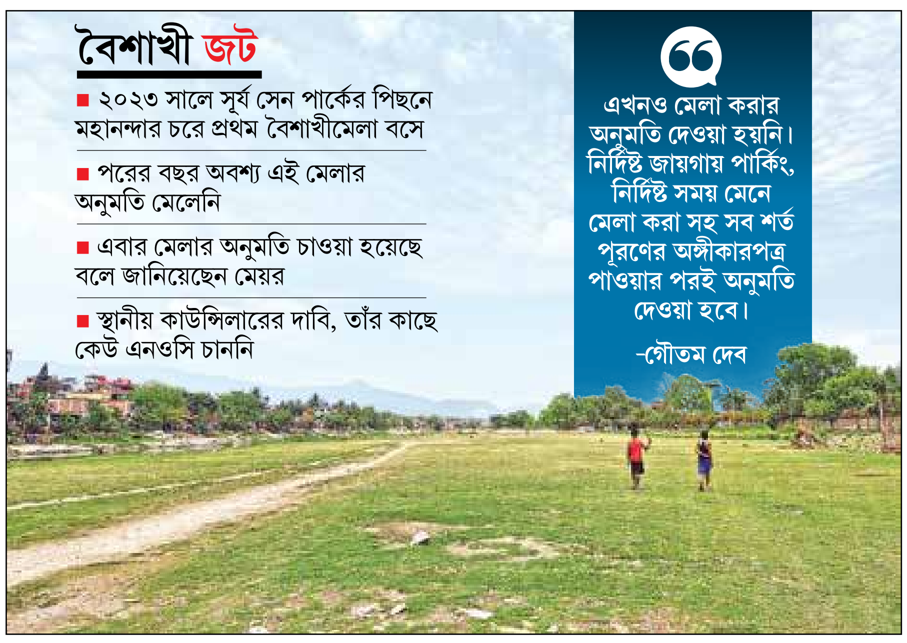

বৈশাখী জট

- ২০২৩ সালে সূর্য সেন পার্কের পিছনে মহানন্দার চরে প্রথম বৈশাখীমেলা বসে
- পরের বছর অবশ্য এই মেলার অনুমতি মেলেনি
- এবার মেলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র
- স্থানীয় কাউন্সিলারের দাবি, তাঁর কাছে কেউ এনওসি চাননি

> এখনও মেলা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং, নির্দিষ্ট সময় মেনে মেলা করা সহ সব শর্ত পূরণের অঙ্গীকারপত্র পাওয়ার পরই অনুমতি দেওয়া হবে।
>
> -গৌতম দেব

মহানন্দার পাড়ে এই জায়গাতেই বৈশাখীমেলা করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল মেলার উদ্যোক্তাদের। কিন্তু এবার মেয়র-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা বিপ্লব সরকার এই মেলার অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি যে মিলছেই তা ধরে নিয়ে মেলার প্রচারও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রচারপত্রে ওই তৃণমূল নেতার নাম,

এই মেলা নিয়ে এখন তেলেবেগুনে জ্বলছেন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। বৈশাখীমেলার প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁর চোখেমুখে বিরক্তির স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। তাঁর কথায়, 'এখনই কিছু বলব না। আগে মেলাটা শুরু হোক, তারপরেই বলে বিপ্লবকে মেলা করার অনুমতি দিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

মেয়র অবশ্য বলছেন, এখনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাহলে উদ্যোক্তারা কীভাবে প্রচার শুরু করে দিলেন, সেই প্রশ্নও দলের অন্দরে উঠছে।

সময়ের কথা

জাত বড়, চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই

জয়দীপ সরকার

আজ ২১ এপ্রিল, উত্তরবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসের ৭৪ বছর। যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিনটির প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের শুরু হতেই পারত আজ, যদিও মূল ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সে উদ্যোগ নেই। আসলে ভোটের অঙ্কে দিনটি আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দিনটিকে স্মরণে রেখে শঙ্খ ঘোষ 'যমুনাবতী' লিখেছিলেন। গত ৭৪ বছরে মূলধারার বাঙালি বৌদ্ধিক সমাজও সেভাবে এই দিনটিকে ইতিহাসে জায়গা দেয়নি।

ইন্টারনেটে কোনও সার্চ ইঞ্জিনে যদি টাইপ করি 'খাদ্য আন্দোলন', তাহলে যে দিনটি দেখায় তা হল, ১৯৫৯ সালের ৩১ অগাস্ট, যে আন্দোলনের প্রথম শহিদ নুরুল ইসলাম। কিন্তু তারও আট বছর আগে, ১৯৫১ সালে আজকের দিনেই স্বাধীন ভারতের প্রথম খাদ্য আন্দোলনে পঞ্চশহিদকে বরণ করেছিল রাজনগর কোচবিহারের রাজপথ।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত ভারত যখন স্বাধীন হয়, করদ রাজ্য কোচবিহার দুই খণ্ড থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং কোচবিহার ভারতভুক্ত হয়। কিন্তু কোচবিহার থেকে দিনাজপুর তখন এক গভীর সমস্যায়। দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন উত্তরের এই দুই ভূখণ্ডে। কোচবিহারের সমস্যাটা আরও একটু বেশি ছিল। কারণ, পূর্বতন করদ রাজ্যের জন্য নতুন দেশটার

এরপর দশের পাতায়

লড়াইয়ের ডাকে বহু প্রশ্ন ব্রিগেডে

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : হুংকার অনেক। তৃণমূলের উইকেট ফেলার লক্ষ্য ঘোষণায় হাততালির ঝড় বইল সিপিএমের ব্রিগেডে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ১৪ তলা থেকে দুর্নীতিবাজদের টেনে নামানোর ডাক দিলেন। অতীতে দলের ভোটব্যাংক কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে যেতে ব্রিগেড থেকে নির্দেশ গেল। যদিও ২০ মে শ্রমিক ধর্মঘট ছাড়া আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি ঘোষণা হল না। কোন পথে তৃণমূলের উইকেট ফেলা হবে, তা যেন অস্পষ্ট থেকে গেল।

ভিন্ন ছবি

- মঞ্চে নেই সেলিম ছাড়া রাজ্য সিপিএমের অন্য শীর্ষ নেতারা
- বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বসে থাকলেন দর্শকদের মধ্যে
- সভা শুরু হওয়ার পর দেখা গেল না মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে
- প্রান্তিক শ্রেণির আন্দোলনের প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার মঞ্চে

দলের কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর, বস্তি সংগঠনগুলির ডাকে রবিবারের ব্রিগেড থেকে সিপিএম গ্রামে ফেরায় জোর দিল। 'গ্রামে চলো' সদ্য গ্রহণ করেছে বিজেপি। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস গ্রামে 'অঞ্চলে আঁচল' কর্মসূচি করে চলেছে। অতীতে নকশালপন্থীরাও 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র ডাক দিতেন। সেই একই আহ্বান দেওয়া হল সিপিএম কর্মীদের উদ্দেশে। গত দেড় দশকে আন্দোলন ও সংগঠন পুনরুদ্ধারের কৌশল ঠিক করে উঠতে পারেনি সিপিএম। রবিবারের ব্রিগেডও সেই গোলকধাঁধার উত্তর দিতে পারল না যেন।

সমাবেশের লাভ বলতে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বন্যা টুডুকে তুলে ধরা। হুগলির গুড়াপের এই নেত্রীর আগুনঝরা ভাষণের উত্তাপ ছড়িয়েছে ব্রিগেডে। মেঠো উচ্চারণে তাঁর কথায়, 'ওরা বলে খেলা হবে। আমরাও খেলব। ব্যাটে খেলব, বলেও খেলব। ছাব্বিশের নির্বাচনে আমরা দেখিয়ে দেব। উইকেট ফেলে দেব।' রবিবারের সভায় সেলিম ছাড়া অন্য পাঁচ বক্তার কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক, কেউ খেতমজুর, কেউ বস্তি আন্দোলনের নেতা।

ষষ্ঠ বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সাম্প্রদায়িক হিংসা ঠেকাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, আন্দোলনের বদলে যেন মামলা, অভিযোগ জানানোতেই বেশি জোর দিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াবে, পুলিশ সেখানে মামলা না করলে আমরাই রাজ্যের সব থানায় এফআইআর করব। লড়াই মন্দির, মসজিদ ঘিরে নয়।'

বন্যা টুডুর ভাষণের সপ্রশংস উল্লেখ করে সেলিম বলেন, 'বন্যা বলেছে, উইকেট ফেলে দেবেন। ফুটবলের ভাষায় বলতে গেলে, একটু নেমে খেলতে হবে। যাতে চোদ্দো তলা থেকে চোরগুলিকে টেনে নামাতে পারি। ছাব্বিশের লড়াই শুরু হোক এখান থেকে।' বন্যা অবশ্য ভোটের চেয়ে পথের আন্দোলনে জোর দেন। তাঁর ভাষায়, 'অনেকে বলেন, ব্রিগেডে এত লোক, ভোটবাক্স তো শূন্য। আসলে ভোটবাক্স আর রুটিরুজির লড়াই আলাদা।'

তৃণমূল তো বটেই, বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু ব্রিগেডের এই সমাবেশ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'ব্রিগেডে লোক হয়েছিল নাকি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাঠের দশভাগের একভাগও ভরাতে পারেনি।

এরপর দশের পাতায়

তালা ভেঙে 'দাদাগিরি' কাউন্সিলারের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : দোকান ঘর ছাড়া নিয়ে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে ঝামেলা। আর সেই ঝামেলায় 'দাদাগিরি' কাউন্সিলারের। দলবল নিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা সামগ্রী ভাড়াটিয়ার বাড়ির সামনে রেখে এলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় কাউন্সিলার তৃণমূলের অমর আনন্দ দাসের দাবি, 'ভাড়াটিয়াকে ডেকে সামনেই সবকিছু করা হয়েছে।' প্রশ্ন উঠছে, তাহলে দোকানের তালা ভাঙা হল কেন? কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'দোকানের চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তালা ভাঙা হয়েছে।'

ভাড়াটে-মালিক বিবাদে আইন হাতে

গোটা ঘটনায় আশঙ্কিত ওই দোকানের ভাড়াটিয়া টোটোন সরকারের বক্তব্য, 'ওরা দোকানের তালা ভেঙে মালপত্র বের করার জন্য জড়ো হওয়ার পর আমি নিজেই ওখানে যাই। ওরা আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলল না। দোকানের তালা ভেঙে সব মালপত্র বাইরে নিয়ে এল। কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কার্যত আমার দিকে তেড়ে এলেন। আমি বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসি।'

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, কাউন্সিলার কি এভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে দোকানের তালা ভাঙতে পারেন? তার জন্য তো প্রয়োজনে পুলিশ আছে, আইন আছে! বাড়ির মালিক তাঁর ঘনিষ্ঠ বলেই কি কাউন্সিলারের এত সক্রিয়তা, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। এনিয়ে টিপ্পনী কাটতে ছাড়েননি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তাঁর কথায়, 'উনি শাসকদলের কাউন্সিলার। তাই হয়তো ওঁর আইন হাতে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

লাঠিচার্জ কাণ্ডে সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলা

» চারের পাতায়

বৃষ্টি-হড়পায় বিপর্যস্ত কাশ্মীর

» আটের পাতায়

বুনোর ভয়ে কাঁটা দুই বাগান

» দশের পাতায়

মুর্শিদাবাদের ঘটনায় যোগ উত্তরবঙ্গের

অশান্তিতে ফালাকাটার ভিডিও

নিউজ ব্যুরো

২০ এপ্রিল : অশান্তি পাকানোর 'যথাযথ উদ্যোগ' থাকলে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। তেমনই কোথাকার ছবি কোন প্রসঙ্গে 'ব্যবহার' করা হবে, বলা যায় না সেটাও। গত মাসখানেকের মধ্যে গঙ্গার দুই পারের দুই এলাকায় অশান্তি পাকিয়ে উঠেছিল। মালদার মোথাবাড়িতে ইদের আগে। মুর্শিদাবাদে ইদের পরে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ নিয়ে যে গণ্ডগোলের শুরু মুর্শিদাবাদে, সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। সেখানে বাবা-ছেলেকে খুনের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত সদ্য ধরা পড়েছে উত্তর দিনাজপুর থেকে। আর মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের। কীভাবে? মুর্শিদাবাদে অশান্তির আগুনে ঘি ঢালতে একাধিক ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তার মধ্যে একটি ভিডিও আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার।

ফালাকাটার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। তাও সেখানকার ভিডিও বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদের বলে। এভাবে গুজব ছড়ানোর বিষয়টি ধরেছে ক্যুইন্ট নামক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যারা এধরনের ভুয়ো খবর যাচাই করার কাজ করে। কী রয়েছে সেই ভিডিওতে? তাতে দেখানো হয়েছে, দুজন বিহারের হিন্দু বাসিন্দা মাথায় ফেজ টুপি পরে রয়েছেন। তাঁদের আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে, এটা মুর্শিদাবাদের ভিডিও। দাবি করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদে ছদ্মবেশে লোক ঢোকানো হয়েছে বিহার থেকে। যদিও তথ্যানুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, সেটা আসলে মার্চ মাসে ফালাকাটায় ঘটেছে।

ফালাকাটায় কী ঘটেছিল? বিহারের বাসিন্দা দুই হিন্দু ব্যক্তি, ফেজ টুপি পরা-এসব 'তথ্য' ঠিকই রয়েছে। তবে সেই দুজন আদতে দিনমজুর।

এরপর দশের পাতায়

বাবা-ছেলে খুনে চোপড়ায় ধৃত তরুণ

কালাগছ এলাকায় এই বাড়িতে কাজ নিয়েছিল জিয়াউল।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় এবার নাম জড়িয়ে গেল উত্তর দিনাজপুরের। সমশেরগঞ্জের জাফরাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের অন্যতম অভিযুক্ত জিয়াউল শেখকে চোপড়ার কালাগছ এলাকা থেকে শনিবার পাকড়াও করা হয়েছে। স্থানীয় চোপড়া থানার পুলিশ এই ঘটনায় মুখ খুলতে নারাজ। তবে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় একটি বিবৃতি দিয়ে এখবর জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে বলা হচ্ছে, এলাকায় এসটিএফ টিম এসেছিল। তবে কোনওরকম গ্রেপ্তারির বিষয়ে স্থানীয় থানায় কিছুই জানানো হয়নি। খুনের ঘটনায় চোপড়ার নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর রবিবার দিনভর এনিয়ে চর্চা চলে চোপড়ায়। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এর আগে চোপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। তাহলে কি খুনের ঘটনার পর গা-ঢাকা দিতেই চোপড়ার চেনা জায়গায় এসে উঠেছিল? প্রশ্নের জবাব মিলছে না। ধৃত জিয়াউল সামশেরগঞ্জের সুলিতলা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার তাকে জঙ্গিপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কালাগছ এলাকায় তাকে খুব একটা কেউ চিনতেন না। তাই সেখানকার লোকজন প্রথমে কিছু বুঝতেও পারেননি। তবে যে এলাকায় জিয়াউল আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানকার কেউ আবার এব্যাপারে কিছু বলতে পারছেন না, বা চাইছেন না।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানা গিয়েছে, দু'দিন আগেই নাকি কালাগছ এলাকায় এসে উঠেছিল জিয়াউল। এখানে কাজেও যোগ দিয়েছিল। এই জায়গা তার চেনা। কয়েকবছর আগে এখানেই ঘরভাড়া নিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করত জিয়াউল। কালাগছ মাছ বাজারের অদূরে পরিচিত ফেরিওয়ালাদের ডেরায় উঠেছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার অনেকেই এই এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

দু'দিনের মধ্যে কাজও খুঁজে নিয়েছিল। ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে ভাঙাচোরা লোহার সামগ্রী কেনার ব্যবসা করেন সেখানকার এক ব্যক্তি। সেই ব্যবসায়ী জিয়াউলকে কাজ দেন। ওই ব্যবসায়ীর ছেলে রোহিত আলি বলছেন, 'শনিবার দুটি গাড়িতে করে কাঁচাকালী এলাকা থেকে ভাঙাচোরা জিনিসপত্র নিয়ে ওরা ফিরছিল।

এরপর দশের পাতায়

কুড়ানি শিশুকে পেতে থানায় দম্পতিরা

কেউ চায় না কেউ পায় না

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : দুপুর তখন একটা। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোনের ওপারে এক মহিলার গলার আওয়াজ। বললেন, 'ওই শিশুটি কি ভালো আছে? আমাদের ওই শিশুটিকে দেবেন?' মহিলার কথা শোনার পর আইসি তাঁকে বললেন, 'শিশুটি সবার আশীর্বাদে ভালো আছে। তবে ওকে নেওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সেটা আমাদের হাতে নেই।' একথা শুনে স্বস্তির পাশাপাশি হতাশার সুর ওই মহিলার গলায়, 'আমি ওই অভাগা শিশুটিকে নিতে চাই। আমাকে যেখানে বলবেন, চলে আসব।'

ওই মহিলা অবশ্য নিজের নাম প্রকাশ্যে আনতে চাননি, তবে শুধু ইন্টারনেট সার্চ করে আইসি'র ফোন নম্বর বের করে ফোন করাই নয়, শিশুর খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে দম্পতিরা ছুটে আসছেন প্রধাননগর থানায়। তাঁদের একটাই অনুরোধ, মাল্লাগুড়িতে উদ্ধার হওয়া সেই সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁরা নিতে চান। আর তাঁদের বুঝিয়ে ফেরাতেই কার্যত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে থানার পুলিশকর্মীদের একাংশকে। যা দেখে পুলিশকর্মীদের অনেকেই বলছেন, হয়তো ওই শিশু তার পরিবারের কাছে কন্যা হওয়ার কারণে অপছন্দের ছিল, কিন্তু কত পরিবারের কাছে ওই শিশুই এখন আদরের আপনজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবিবার বাগডোগরা থেকে প্রধাননগর থানায় এসেছিলেন এক দম্পতি। ওই দম্পতির কোনও সন্তান নেই। থানার জিডি রুমে এসে তাঁরা খোঁজখবর করছিলেন, 'ওই শিশুটিকে কীভাবে পাওয়া যেতে পারে? কোনও ফর্মে কী সই করতে হবে?' জিডি-র অফিসার তখন ওই দম্পতিকে বোঝাতে ব্যস্ত, 'এভাবে

কোনও শিশুকে নেওয়া যায় না। সরকারি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।' ওই দম্পতিকে এরপর প্রশ্ন করতেই কিছুটা আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন, 'সত্যি আমরা এখনও কোন সমাজে বাস করছি। হয়তো কন্যাসন্তান হওয়ার কারণেই জন্মের পর ওই শিশুর ঠাঁই হয়েছিল আস্তাকুঁড়ে। ওকে আমরা নতুন একটা সুন্দর জীবন দিতে চাই।'

ঘটনা জানার পরেই পরিবারের সবার সঙ্গে কথা বলে ওই কন্যাশিশুকে বাড়িতে আনার ব্যাপারে স্থির করে নিয়েছিলেন বিপ্লব দাস। থানা থেকে বেরোনোর সময় কিছুটা তাঁর হতাশা, 'ঘটনাটা জানার পর থেকেই মনটা খুব অস্থির। হাসপাতালে কেমন রয়েছে জানি না। ভাবতেও কষ্ট হয়, শিশুটার অবস্থার কথা। ওর যা চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে, আমরা পরিবারগতভাবে করতে প্রস্তুত। ওকে আমরা ভালো রাখতে চাই।'

ওইদিন বস্তা থেকে শিশুটিকে তোলার পর নিষ্পাপ মুখটার কথা ভুলতেই পারছেন না রোশনি খাতুন। রোশনিই ভবঘুরের বস্তা থেকে শিশুটিকে বের করেছিলেন। বলছিলেন, 'সুযোগ পেলেই একবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চলে যাচ্ছি। বাইরে থেকেই শিশুটিকে দেখে আসছি। আমারও মেয়ে সন্তান রয়েছে। একটা মেয়ের কষ্ট আমিও বুঝি।' আসলে, ওই সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের মুখ দেখে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নার্সরাও যে এখন আবেগতাড়িত। প্রধাননগর থানার আইসির কথায়, ''ভবঘুরের কাছ থেকে উদ্ধার করার পর এখন ওই শিশু বেঁচে রয়েছে। এর থেকে আনন্দের তো কিছু হতে পারে না। কোনও অভিযোগ না আসায় পরিবার শিশুটিকে ফেলে দিয়েছে বলেই আমরা মনে করছি, এটা যেমন খারাপ দিক, এত মানুষ ওই 'লক্ষ্মী'-র দায়িত্ব নিতে চাইছে, এটা সমাজের ভালো দিক।'' প্রশাসনের কথায়, ওই শিশুর পরিবার শেষপর্যন্ত না এলে জেলা পোর্টালে ওই শিশুর যাবতীয় তথ্য আপলোড হবে। তারপর নির্দিষ্ট নিয়ম হিসেবে, লালনপালনের দায়িত্ব আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত দখলের ছক বিজিপিএমের

বিমলের 'ঘর ভাঙলেন' অনীত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : এবার বিমল গুরুংয়ের ঘরে 'থাবা বসালেন' অনীত থাপা। পাহাড়ে বিমলের পার্টি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখলে থাকা রঙ্গিত-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য রবিবার অনীতের ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চায় (বিজিপিএম) যোগ দিয়েছেন। ফলে এই ছয় আসনের গ্রাম পঞ্চায়েতে মোর্চা এবং বিজিপিএমের তিনটি করে আসন। অনাস্থা এনে দ্রুত পঞ্চায়েত বোর্ড দখলের ছক কষছে বিজিপিএম।

যদিও ভয় দেখিয়ে দল ভাঙা হয়েছে বলে দাবি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। তাঁর বক্তব্য, 'মোটা টাকা দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে আমাদের দল ভাঙানো হচ্ছে। জনগণের রায়কে মাথা পেতে নিতে ভয় পাচ্ছেন অনীত। মানুষই এর জবাব দেবেন।' অনীতের পালটা মন্তব্য, 'আমরা কাউকে জোর করে দলে নিয়ে আসিনি। উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ আমাদের সঙ্গে আসছেন।'

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাহাড়ে সিংহভাগ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির দখল যায় বিজিপিএমের হাতে। বিজেপি, মোর্চা সহ অন্য দলগুলি মিলিতভাবে কালিম্পং এবং মিরিকে দু'তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করলেও পরে সেগুলি শাসকদলের হাতে চলে আসে। দার্জিলিংয়ে বিমল গুরুংয়ের নিজের এলাকা রঙ্গিত-১ গ্রাম পঞ্চায়েতটি মোর্চার দখলে যায়। এখানকার ছ'টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জিতে বোর্ড গড়ে মোর্চা। বিজিপিএম একটিতে জয়ী হয়। এদিন মোর্চার দুই সদস্য রেশমা রাই এবং ইন্দ্রকলা সুব্বা বিজিপিএমে যোগ দেন। রেশমা বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কোনও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন না। এলাকার কাজে কোনও অর্থবরাদ্দ দিচ্ছেন না। বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন আগে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুংয়ের কাছে নালিশ জানানো হয়। কিন্তু বিমলও কোনও পদক্ষেপ করেননি। তাই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে বাধ্য হয়ে দলবদল করতে হল।'

আর একজন জনপ্রতিনিধির সমর্থন পেলেই এই বোর্ডের দখল নিতে পারবে বিজিপিএম। দলীয় সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মোর্চা থেকে আরও একজন শীঘ্রই দলে যোগ দিতে পারেন। তারপরেই বর্তমান প্রধানকে সরাতে অনাস্থা আনবে অনীতের দল।

বিজিপিএমের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'মোর্চা দল ধরে রাখতে ব্যর্থ। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন করতে পারছে না। তাই সদস্যরা উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন।'

যোগদানের মুহূর্ত। -সংবাদচিত্র

দলবদল

- রঙ্গিত-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য রবিবার দলবদল করেছেন
- বিমল গুরুংয়ের দল ছেড়ে তাঁরা অনীত থাপার পতাকা হাতে নিলেন
- ছয় আসনের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিমল এবং অনীত এখন সমান-সমান
- ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে দল ভাঙা হয়েছে বলে দাবি বিমলের দলের
- উন্নয়নের স্বার্থেই এই দলবদল, বক্তব্য অনীতের

শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি নিয়ে প্রশ্নের মুখে বন দপ্তর

হাতির লাগামহীন হানাদারি

খোকন সাহা ও তমালিকা দে

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির হানা নতুন ঘটনা নয়। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা হোক বা তরাইয়ের বাগডোগরা, ছবিটা একই। কেন লোকালয়ে ঢুকছে গজরাজ? পরিবেশপ্রেমীদের বক্তব্য, মূলত খাবারের খোঁজেই হানা দেয় হাতির পাল। অনেক সময় ঘরবাড়িও ভাঙচুর করে। এক্ষেত্রে অবশ্য বনকর্মীদের একাংশ কাঠগড়ায় তুলছেন মালজুরিয়ান ও লোনার (একাকী) হাতিদের। এরা দলছুট হয়। শুক্রবার রাতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢোকে এরকমই একটি দলছুট মাকনা। শনিবার রাতে অন্য একটি মাকনা ঢোকে সুকনা রেঞ্জের মিলন মোড়ে। সেই রাতেই শালুগাড়ার ফাঁপড়িতে হানা দেয় আরেকটি হাতি। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ক্ষোভ জমছে স্থানীয়দের মধ্যে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি বন দপ্তর ঠিকমতো নজরদারি চালাচ্ছে না?

যদিও কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা হাতির গতিবিধিতে নজর রাখছি। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি জানান, মাঝেমধ্যে খাবারের খোঁজে নিঃসঙ্গ হাতি লোকালয়ে ঢোকে। এদিন সকালে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। সকালে বুনোটিকে গুলমার জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সারুগাড়ার রেঞ্জ অফিসার স্বপনকুমার রায়ের কথায়, 'শালুগাড়া আর্মি ক্যাম্প লাগোয়া এলাকায় দুটো হাতিকে প্রায়ই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তবে আমরা নজর রাখছি।'

দুই বছরে বাগডোগরা এবং সংলগ্ন অংশে একাধিকবার দেখা মিলেছে দলছুট হাতির। গত বছর সেপ্টেম্বরে একটি দাঁতাল বাগডোগরা-পানিঘাটা সড়কে চলে আসে। বন্ধ থাকে যান চলাচল। অক্টোবরে একটি দলছুট শাবক নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। পরে বনকর্মীরা তাকে ধরে গরুমারায় পাঠান। নভেম্বরে বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে দাপিয়ে বেড়ায় গজরাজ। ডিসেম্বরে 'আকাশপাতাল' নামে একটি দাঁতাল গোঁসাইপুরের নতুনপাড়ায় একজনকে মেরে ফেলে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দলছুট মাকনা টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পট তছনছ করে। পাশাপাশি চৌপুকুরিয়ার বানুরছাট গ্রামের ৫টি বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এছাড়া মুলাদাঁত নামে আরেকটি দাঁতাল আপার বাগডোগরার স্ট্যালিননগর, গদাধরপল্লিতে আতঙ্ক ধরিয়েছিল। আলফা নামে অন্য একটি দলছুট উত্তরকন্যা, মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গাপানি ক্যানসার হাসপাতাল হয়ে চলে এসেছিল বাগডোগরায়।

গুলমা ফরেস্টে হাতিটিকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার বন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে গজরাজ। এর পেছনে উঠে আসছে বেশ কয়েকটি কারণ। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, জঙ্গল কেটে বসতি, বনে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব, সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার কারণে হাতি লোকালয়ে চলে আসছে। আবার একাংশ প্রবীণ বনকর্মী জানাচ্ছেন, মূলত মালজুরিয়ান বা লোনার হাতিই লোকালয়ে ঢুকে 'ঝামেলা' পাকাচ্ছে। অবাধ্যতার কারণে দল থেকে খেদানো হাতিদের বলা হয় 'মালজুরিয়ান'। সবক'টিই মর্দা। এই 'বখাটে' হাতিরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসী। এর পাশাপাশি রয়েছে লোনার হাতি। এরা দলছুট হয়। লোকালয়ে এসে 'মস্তানি' করে। 'অপারেশন' চালায় একাকী।

এবিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহার বক্তব্য, 'সিংহভাগ জায়গায় দেখা গিয়েছে, একা মর্দা হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবার না থাকা এবং চলাচলের করিডরে বসতি গড়ে ওঠায় সমস্যা বেড়েছে।'

সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের ঋকজ্যোতি সিংহ রায় বলছেন, 'নজরদারি বাড়াতে হবে। ট্র্যাপ ক্যামেরা, সিসিটিভি ক্যামেরায় হাতির গতিবিধিতে নজর রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় হানাদারি ঠেকানো সম্ভব নয়।'

যদিও কার্সিয়াংয়ের এডিএফওর বক্তব্য, 'বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসে কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। আরও ৩৮টি সিসিটিভি বসানো হবে।' তাঁর সংযোজন, 'পানিঘাটা এবং বামনপুকরি রেঞ্জে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। হাতি বের হলেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবেন বনকর্মীরা।'

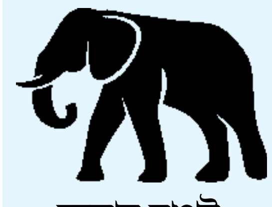

বুনোর দাপট

সেপ্টেম্বর, ২০২৪
বাগডোগরা পানিঘাটা সড়কে

অক্টোবর, ২০২৪
নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে

নভেম্বর, ২০২৪
বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে

ডিসেম্বর, ২০২৪
গোঁসাইপুরে একজনের মৃত্যু

এছাড়াও টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম, চৌপুকুরিয়ায়, আপার বাগডোগরার স্ট্যালিননগর, গদাধরপল্লি উত্তরকন্যা, মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গাপানি ক্যানসার হাসপাতালে

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝুঁকির পারাপার।। *জলপাইগুড়ির দোমুখা থেকে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।*

পূর্ব চয়নপাড়ায় পানীয় জলের হাহাকার তীব্র

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : পূর্ব চয়নপাড়ায় জলের সমস্যা এখনও মেটেনি। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকা দিয়ে পাইপলাইন যাওয়ায় সোলার ট্যাংক বসানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত বহু পরিবার। এখানকার পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিমা রায় সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনিও চাইছেন, সোলার ট্যাংক বসুক। জনস্বাস্থ্য করিগরি দপ্তর (পিএইচই) কাজ শুরু করলে সমস্যা মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে সোলার ট্যাংক বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রতিমার বক্তব্য, 'পাইপলাইনের জন্য সোলার ট্যাংক বসানোর জায়গা হয়নি। পিএইচই কাজ শুরু করলে এলাকায় জলের ব্যবস্থা করা যাবে। ওপরমহল কাজ শুরু করতে বলেছে। পিএইচই'র আধিকারিকদের সঙ্গে মাসখানেক আগে কথা হয়। শীঘ্রই কাজ শুরু করবে।'

রোজ পানীয় জল আনতে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে যান স্থানীয় বাসিন্দা লতিকা বর্মন। বলছিলেন, 'আমার মতো অনেকে অন্য জায়গা থেকে জল নিয়ে আসে। জল কিনেও খায় অনেকে। প্রায় ১৮ বছর এই এলাকায় আছি। প্রথম থেকেই এই সমস্যা দেখে আসছি।'

আরেক বাসিন্দা হেমন্ত রায় বলেন, 'আগের পঞ্চায়েত সদস্য মেটাতে পারেননি। এখনকার পঞ্চায়েত সদস্যও বিষয়টি জানেন। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। আমার পক্ষে রোজ জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই আশপাশের এলাকায় গিয়ে দিনে দু'বেলা জল নিয়ে আসি।'

পূর্ব চয়নপাড়া থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে কাঠিয়াবাবার আশ্রম। সেখানে একটি সোলার ট্যাংক রয়েছে। অনেকে সেখান থেকেও জল নিয়ে আসেন। যতদিন না পিএইচই কাজ করছে, ততদিন সেখান থেকে সবাইকে জল আনার পরামর্শ দিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্য।

পূর্ব চয়নপাড়ায় পানীয় জলের সমস্যায় বিপাকে সাধারণ।

শহিদের মূর্তিকে ঘিরে সৌন্দর্যায়ন

বাগডোগরা, ২০ এপ্রিল : এখন ইজরায়েল-প্রবাসী হলেও চন্দন সিটোলার মন থেকে বাগডোগরা মুছে যায়নি এখনও। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের এলাকায় জঞ্জাল দেখে আর থাকতে পারেননি। সেই জায়গার সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগ নিলেন সেই তরুণ। এমন ঘটনার সাক্ষী থাকলেন বাগডোগরার পানিঘাটা মোড়ের বাসিন্দারা।

চন্দন বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব সিনহা ও বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এলাকার সৌন্দর্যায়ন করার জন্য। রবিবার ওই এলাকার বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসের সীমানা পাঁচিলের সৌন্দর্যায়ন করে তার পাশে মিনি পার্ক ও সেলফি জোনের উদ্বোধন করা হল। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের সহযোগিতায় ওই দেওয়ালে বিভিন্ন মনীষীর ছবি আঁকা হয়। এই স্থানে রয়েছে শহিদ জওয়ান সুভাষ থাপার মূর্তি। মূর্তিটির চারপাশে আবর্জনা ফেলা হত। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই দৃশ্য দেখে এগিয়ে আসেন চন্দন। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কার্সিয়াং বন দপ্তরের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়, বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায়, রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া প্রমুখ।

রাস্তা সংস্কার

চোপড়া, ২০ এপ্রিল : হাতিঘিসা মোড় থেকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাগছ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস করলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। নারায়ণপুর বাজারে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম প্রমুখ। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ৬ কোটির বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে।

মুখ থুবড়ে নদীর জলে সেচ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ এপ্রিল : নয়ের দশকে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে একাধিক নদীর ধারে কোটি কোটি টাকা খরচ করে রিভার লিফটিং ইরিগেশন (আরএলআই) প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে, ততই প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। অতিরিক্ত জ্বালানি তেল এবং বিদ্যুতের খরচ বহন করতে না পারায় কৃষকরা এই প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

ফলে বর্তমানে কোথাও মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কোথাও আবার চুরি হয়ে গিয়েছে পাইপ। কোটি কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। মাঝেমধ্যে প্রশাসনের আধিকারিকরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে প্রকল্প পরিদর্শনে যান বটে, কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান এখনও পর্যন্ত হয়নি।

সেচ দপ্তরের পাম্পহাউসগুলোর এই অবস্থার বিষয়টি নাকি জানেন না হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাথরিন তামাং। তাঁর বক্তব্য, 'প্রকল্প পুনরায় চালু করার জন্য আমায় কেউ আবেদন জানায়নি। তাছাড়া কোথায় এই প্রকল্পের জিনিসপত্র চুরি হয়েছে, তা নিয়েও কোনও অভিযোগ আসেনি আমার কাছে।' তবে বিষয়টি তিনি ব্লক প্রশাসনকে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিলারামজোতের বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেছেন, 'প্রকল্পগুলি ব্যয়বহুল। জলের জন্য একবার মেশিন চালু করলে প্রচুর ডিজেল, বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কৃষকদের পক্ষে সেই খরচ বহন করা একেবারে অসম্ভব। তাই অনেক কৃষক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।' তবে এই প্রকল্পগুলি মেরামতের বিষয়টি ব্লকের প্রশাসনিক মিটিংয়ে তুলে ধরবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন সজনী।

নকশালবাড়িতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাম্প।

> প্রকল্পগুলি ব্যয়বহুল। জলের জন্য একবার মেশিন চালু করলে প্রচুর ডিজেল, বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কৃষকদের পক্ষে সেই খরচ বহন করা একেবারে অসম্ভব। তাই অনেক কৃষক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।
>
> **সজনী সুব্বা** *সহ সভাপতি, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি*

> আমার এলাকায় এই প্রকল্প ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ। ফলে অনেকে চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বলেছি। কিন্তু তাঁরা খরচের ভয়ে কিছু করছেন না।
>
> **সুরেশ রাই** *কৃষক, কিলারামজোতের বাসিন্দা*

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবদেল্লাজোতে মানঝা নদীর তীরে দুটি আরএলআই প্রকল্প বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। চিহারুজোতে বামনঝোরা নদীতেও দুটি প্রকল্প বন্ধ। মঙ্গলসিং, জমিদারগুড়িতেও একই সমস্যা। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কিলারামজোত, কেটুগাবুরজোতেও প্রকল্প বন্ধ। জল পাচ্ছেন না চাষিরা।

এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক। তাঁর কথা, 'আরএলআই প্রকল্প যতদিন চালু ছিল, কৃষকরা বছরে তিনবার চাষ করতেন। বর্তমান প্রশাসন এগুলো মেরামতে নজর দিচ্ছে না। ফলে প্রকল্প এখন বন্ধ।' নকশালবাড়িতে বাতাবাড়ি, মানঝা, চেঙ্গা, বামনঝোরা, খেমচি নদীতে আরএলআই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। সবমিলিয়ে ১৩টি প্রকল্প রয়েছে। পাইপের মাধ্যমে কৃষিজমিতে জল সরবরাহ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রকল্পের। একসময় এর মাধ্যমে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে তিনবার চাষ হত। কিন্তু সেসব এখন অতীত।

কিলারামজোতের কৃষক সুরেশ রাই বলছিলেন, 'আমার এলাকায় এই প্রকল্প ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ। ফলে অনেকে চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বলেছি। কিন্তু তাঁরা খরচের ভয়ে কিছু করছেন না।'

তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে চুরি

নকশালবাড়ি, ২০ এপ্রিল : শাসকদলের এক নেত্রীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি। আলমারি ভেঙে একটি সোনার মালা, চারটি কানের দুল, চারটি আংটি ছাড়াও চারটি রুপোর মালা ও একটি ব্রেসলেট চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি ব্লকে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাবাড়িতে। বাড়িটি বড় মণিরামজোতের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা তাপসী সিংহের। গত শুক্রবার শিব মন্দিরে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। রবিবার সকালে বাড়ি ফিরে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়। ঘরে ঢুকে দেখেন, আলমারি ভাঙা। ঘর লন্ডভন্ড। তাপসী বলেন, 'মোট ৪ লক্ষ টাকার গয়না খোয়া গিয়েছে।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধৃত আরও এক

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : পেলকুজোতের একটি খালি বাড়িতে চুরির অভিযোগে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছিল রাস্তা নির্মাণের কাজে যুক্ত দুই শ্রমিককে। তাদের জেরা করে শনিবার রাতে বিহার থেকে ধরা হয়েছে আরও একজনকে। প্রথমে ধরা পড়েছিল রাজেশ সাহা ও বিকাশ পাসোয়ান। শনিবার রাতে ধৃত ব্যক্তির নাম কার্তিকচন্দ্র পোদ্দার। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক ধৃত তিনজনকে রবিবার জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্বোধন

রাজগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্ধুনগর ডিএন হাইস্কুলে রবিবার জরিফন নেছা ফুটবল অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হল। ছিলেন সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী জীবনানন্দ, দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার ও বিজ্ঞান মঞ্চের স্বপন দাস।

নিখোঁজ বাবা, নাবালিকার কাঁধে সংসারের ভার

মালবাজার, ২০ এপ্রিল : মাল শহরের দু'নম্বর ওয়ার্ডের কুমারপাড়ার বছর ৪৪-এর দীপক ওরাওঁ গত ২০ দিন হল ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ। মাথার উপর থেকে ছাদ সরে যাওয়ায় বিশেষভাবে সক্ষম বোন, তিন বছরের ভাই এবং ৬২ বছরের ঠাকুমার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে দীপকের বড় মেয়ে ১৩ বছরের সুস্মিতা ওরাওঁ।

দীপক চেন্নাইয়ে কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে ঘর থেকে বের হলে পরিবারের সকলে খুশিই হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এবার একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসবে। কিন্তু ২০ দিন হয়ে যাওয়ার পরও কোনও খবর না পেয়ে দীপকের বড় মেয়ে সুস্মিতা বুকে কান্না চেপে পরিবারকে আগলে রাখে। কোনও সময় রাস্তা তৈরির কাজে যুক্ত হয়ে, আবার কোনও সময় লোকের বাড়িতে কাজ করে যা পায় তা দিয়েই বিশেষভাবে সক্ষম বোন, তিন বছরের ভাই ও বৃদ্ধ ঠাকুমার খাবার জোটে।

এলাকার দুজন শিক্ষিকা শিখা ঘোষ ও মৌমিতা বিশ্বাস বিষয়টি জানিয়ে বলেন, মহাকালপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ভালো ছাত্রী ছিল সুস্মিতা। তার মা বেঁচে থাকাকালীন সে হাইস্কুলে ভর্তি হয়। তার ছোট ভাই এবং বিশেষভাবে সক্ষম বোনকেও আমরাই পড়াতাম। ক'দিন ধরে পড়তে না আসায় আমরা খোঁজ করতে এসে ওদের ব্যাপারটা জানতে পারি। তাঁরা জানান, তাঁরাও ওদের সহযোগিতা করেছেন। আর সুস্মিতাকে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কিন্তু সে ভাইবোন আর ঠাকুমার কথা ভেবে কাজ ছাড়তে পারছে না।

পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, সংকটে গ্রামীণ হাসপাতাল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২০ এপ্রিল : খাতায়-কলমে গ্রামীণ হাসপাতাল। যার ওপর নির্ভরশীল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লক্ষ লক্ষ মানুষ। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক থাকার কথা। কিন্তু রোগীদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই ডাক্তারের দেখা মিলছে না। মিলবেই বা কেমন করে, যেখানে ন্যূনতম ছয়জন চিকিৎসক প্রয়োজন, সেখানে চারজনকে দিয়েই চলছে হাসপাতাল। জরুরি বিভাগে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় রোগী, পরিজনকে। অসুস্থ শিশু মায়ের কোলে কেঁদে ভাসায়। এই অবস্থার পরিবর্তন চাইছেন সকলেই।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন ফাঁসিদেওয়ার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শাহিনুর ইসলাম। তিনি বলেছেন, 'আগেও হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ছিল না। এখনও কম। সমস্যা হয়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি জানে। তা সত্ত্বেও চিকিৎসকরা রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করেন।' কেন চিকিৎসক নিয়োগ হচ্ছে না? প্রতিক্রিয়া জানতে দার্জিলিংয়ের সিএমওএইচ তুলসী প্রামাণিককে এদিন বিকেলে ৫.৩৭ মিনিটে ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে ৫.৪১ মিনিটে তাঁকে মেসেজও করা হয়। তার কোনও জবাব দেননি।

এদিকে, চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার সিংহভাগ মানুষেরই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর সাধ্য নেই। তাই তাঁদের একমাত্র ভরসা এই সরকারি গ্রামীণ হাসপাতাল। অথচ সেখানেই ঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছেন না বাগানবাসী। এখানে মাত্র চারজন চিকিৎসক অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগ উভয় সামলাচ্ছেন। জরুরি বিভাগে রোগী এলেও তাঁরাই দেখেন। শিশু এবং স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে নেই।

ভোগান্তি রোগীদের

- ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক থাকার কথা
- রোগীদের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই ডাক্তারের দেখা মিলছে না
- ন্যূনতম ছয়জন চিকিৎসক প্রয়োজন
- সেই জায়গায় মাত্র চারজন রয়েছে হাসপাতালে
- সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন ফাঁসিদেওয়ার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক
- কেন চিকিৎসক নিয়োগ হচ্ছে না, সিএমওএইচ ফোন না তোলায় জানা যায়নি

স্থানীয় বাসিন্দা অনিল ঘোষ বলছিলেন, 'দিনের বেশিরভাগ সময় জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের দেখা মেলে না। মরণাপন্ন রোগীকে হাসপাতালে অপেক্ষা করতে হয়। বাধ্য হয়ে নার্স প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। গুরুতর বিষয় হলে রোগীদের চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।' আরেক বাসিন্দা মহম্মদ রজামুল মনে করেন, এখানে ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগে চিকিৎসক প্রয়োজন। না হলে যে কোনও বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

শুধু গ্রামীণ হাসপাতাল নয়, একইরকম পরিস্থিতি বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও। সেখানে বিধাননগর ছাড়াও বিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে রোগী আসেন। এখানকার ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দত্ত সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথা, 'এভাবে চলতে থাকলে পরিষেবা দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। দৈনিক ৪০০-৫০০ জন রোগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। আমরা বারবার চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানিয়েছি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে। এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধান হয়নি।'

এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শাহিনুরের প্রতিক্রিয়া, 'বিধাননগরে দুজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন অল্টারনেটিভ মেডিকেল অফিসার রয়েছেন। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়লে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব।'

Learners to Leaders
Nurtured by ALLEN
Result: JEE Main 2025
ALLEN JEE Main 2025 results validated by
Official result validator
EY
AIR 1 PERFECT 300/300 SCORE
OM PRAKASH BEHERA
3-year classroom course
AIR 10 Overall 100 %ile
SAKSHAM JINDAL
3-year classroom course
AIR 11 Overall 100 %ile
ARNAV SINGH
6-year classroom course
11 Students in Top 25 AIR
20 State Toppers
33 Students in Top 100 AIR
AIR 13 Overall 100 %ile
ARCHISMAN NANDY
1-year classroom course
AIR 16 Overall 100 %ile
RAJIT GUPTA
7-year classroom course
AIR 17 Overall 100 %ile
MOHAMMAD ANAS
6-year classroom course
AIR 22 Overall 100 %ile
LAKSHYA SHARMA
6-year classroom course
AIR 26 Vaibhav Vatsal 1-year classroom course
AIR 34 Kalp H Shah 2-year classroom course
AIR 35 Vedansh Garg 2-year classroom course
AIR 49 Yashaswi Jain 6-year classroom course
AIR 50 Dishaanth Basu 1-year classroom course
AIR 51 Aritro Ray 1-year Online Live Course
AIR 55 Dhruba Jyoti Panja 1-year classroom course
AIR 60 Samudra Sarkar 4-year classroom course
AIR 63 Vivaan Bhatia 7-year classroom course
AIR 65 Devesh Bhaiya 7-year classroom course
AIR 72 Akshat Kr. Chaurasia 2-year classroom course
AIR 74 Shiv Velnad 3-year classroom course
AIR 76 Garv 3-year classroom course
AIR 85 Udit Jaiswal 2-year classroom course
AIR 87 Aagam Shah 6-year classroom course
AIR 88 Darshil Dayma 2-year classroom course
AIR 91 Jay Agarwal 2-year classroom course
AIR 92 Thrayambhakesh H 3-year classroom course
AIR 99 Shourya Agrawal 2-year classroom course
As per result compiled till 19 April 2025 (07:00 PM)
Online Test Series & DLP Course Champions
AIR 1 Overall 100 %ile Devdutta Majhi 1-year Online Test Series
AIR 7 Overall 100 %ile Aayush Chaudhari 6-Months Online Test Series
AIR 15 Overall 100 %ile Harssh A Gupta 1-year Online Test Series
AIR 23 Overall 100 %ile Harsh Jha 1-year Online Test Series
AIR 40 Aryan Mishra 2-year DLP
AIR 61 Sohan K. Chelekar 1-year Online Test Series
AIR 76 Yash Kumar 1-year Online Test Series
ALLEN Siliguri Champions
AIR 967 Mayank Khoria 2-year classroom course
AIR 1148 Pritish Nandy 3-year classroom course
AIR 1564 Vatsal Varenya 2-year classroom course
AIR 1999 Pranshu Goyal 2-year classroom course
AIR 2340 Sayurjya Mondal 3-year classroom course
AIR 3278 Armaan Saha 3-year classroom course
AIR 4078 Aaronya Chakraborty 2-year classroom course
AIR 8194 Jaydeep Paul 2-year classroom course
AIR 9278 Saptarshi Ghosh 2-year classroom course
AIR 10233 Aditya Pan 2-year classroom course
AIR 10266 Raj Sah 2-year classroom course
AIR 12166 Khwaish Goyal 2-year classroom course
AIR 14416 Abhirup Mahato 2-year classroom course
AIR 17216 Aditya Gupta 2-year classroom course
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.) | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 23 APRIL ONWARDS
For test dates & course start dates visit website or nearest center.
SIGN-UP FOR ASAT (Scholarship Test)
TEST DATES: 27 April & 04 May
GET UP TO 90 % SCHOLARSHIP*
For Direct Admission — Visit Your Nearest ALLEN Center.
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN
ALLEN Siliguri
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN Kota Center
0744-3556677
allen.ac.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses. DLP: Distance Learning Program.

নাম জড়াল বিজেপির ৯০ জনের

লাঠিচার্জ কাণ্ডে সুকান্তর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশের

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২০ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বালুরঘাটে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভে অশান্তির জেরে সুকান্ত মজুমদার সহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করল পুলিশ। তাতে পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও বিজেপির দুই বিধায়ক বুধরাই টুডু আর সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের নামও রয়েছে ওই মামলায়।

অন্যদিকে, পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথায় চোট পেয়েছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার। গতকালই সিটি স্ক্যানে তাঁর মাথায় রক্ত জমাট বাঁধার বিষয়টি নজরে আসে। এরপর রবিবার দুপুরে বিজেপি নেতাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের বিরুদ্ধেও পালটা অভিযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, নিয়োগে দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে বালুরঘাটে প্রতিবাদ সভা আর এসডিও অফিস চলো কর্মসূচি ছিল বিজেপির। সেই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শনিবার বিকেলে বালুরঘাট ডিএম অফিস চত্বরে।

বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। অভিযোগ, পুলিশের সেই লাঠির আঘাতে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। এদিকে বিজেপির তরফে পালটা পুলিশি হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হন। একজন সিভিক কর্মীর মাথা ফেটে যায়। আহত বিজেপি কর্মীদের চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত পুলিশকর্মীদেরও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, 'গতকাল আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ছিল। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বাঁশের ব্যারিকেডের উপর বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালায়নি। বরং পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের মাথায় আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। ২০২৬ সালের ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা যায়।'

আর রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের বক্তব্য, 'গতকাল বালুরঘাটে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিনা কারণে পুলিশের উপর হামলা চালাতে দেখলাম বিজেপিকে।' আর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় প্রায় ৯০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।'

শনিবারের বিক্ষোভে কোনও পুলিশকর্মীর উপর হামলা চালানো হয়নি। পুলিশের মারে আমাদের জেলা সাধারণ সম্পাদকের আঘাত লেগেছে। আমরাও এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।

সুকান্ত মজুমদার

দাবি-পালটা দাবি

- শনিবার বিজেপির বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ
- পালটা পুলিশের উপর হামলা, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ
- বিজেপির দাবি, আগামী বিধানসভায় ফায়দা তুলতে তাদের কর্মীদের ফাঁসানো হচ্ছে

বন্ধ যাতায়াত, স্বস্তিতে ওরা

শুভজিৎ দত্ত

আপন মনে শান্ত পরিবেশে।। মূর্তি জঙ্গল হয়ে খুনিয়া মোড়-ধূপঝোরা সড়ক।

নাগরাকাটা, ২০ এপ্রিল : শান্তি খোঁজে ওরাও। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে যাওয়া রাস্তা, মানুষের উপস্থিতি বন্যপ্রাণীদের সেই শান্তি কেড়ে নেয়। যদি ওই রাস্তা কয়েক বছর বন্ধ থাকে? দু'দণ্ড স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারে হাতি, ময়ূর, সম্বর, চিতল হরিণরা। সড়কের আশপাশ ওদের প্রিয় বিচরণভূমি হয়ে ওঠে।

নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে মূর্তির জঙ্গল হয়ে ধূপঝোরা পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্ধ। ধূপঝোরায় মূর্তি সেতু সংস্কারের কারণে যান চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটেও ওই রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ব্যারিকেড টপকে কেউ ওই রাস্তায় গেলেও বনকর্মীদের কড়া নজরদারিতে ফিরে আসতে হবে তাকে। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ, হর্নের আওয়াজ থেকে রেহাই পেয়ে মূর্তির জঙ্গল ফের হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীদের নিভৃত আশ্রয়। শান্ত বন থেকে ভেসে আসছে ময়ূরের কেকা, ঝিঁঝি পোকা, ডাহুক, বৌ-কথা-কওদের সুরেলা ডাক কিংবা পাহাড়ি ময়নার কলতান।

চালসার রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা বলছেন, 'এটাও এক ধরনের হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার গল্প। মানুষের বিচরণে ওই জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণীরা দূরে সরে যাচ্ছিল। সেতু সংস্কারের কারণে ওই রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ থাকায় বন্যপ্রাণীরা শান্তি খুঁজে পেয়েছে। ফিরে এসেছে মূর্তির জঙ্গলে। আমরা নজর রাখছি।'

ধূপঝোরায় পুরোনো মূর্তি সেতু ভেঙে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০২২-এর শেষলগ্নে। পূর্ত (সড়ক) দপ্তর জানিয়েছে, সেতুর সুপার স্ট্রাকচার এখন সম্পূর্ণ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষে নির্মাণকাজ শেষ হবে। অর্থাৎ টানা ৩ বছর ধরে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ামুক্ত থাকবে শাল, চিলৌনির ওই জঙ্গল। বন্যপ্রাণীদের পাশাপাশি ফিরছে সবুজ। গাছে গাছে পাখির বাসা। রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে হরিণ, ময়ূরদের।

মূর্তিতে যাওয়ার ওই রাস্তার দুই প্রান্তেই বন দপ্তর ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। হাতির এতটাই অবাধ যাতায়াত যে, সেই ব্যারিকেড মাঝেমাধ্যেই ভেঙে পড়ছে। জলঢাকা সড়কসেতু পেরিয়েই মূর্তিতে যাওয়ার আগে ব্যারিকেডের পাশেই চন্দ্রচূড় ওয়াচটাওয়ার। সেখান থেকে কিছুটা এগোলে গরুমারা নর্থ রেঞ্জের ওয়াচটাওয়ার। মূর্তি জঙ্গলের কিছুটা চালসা ও কিছুটা গরুমারার অংশ। এখন ওই জঙ্গলে মানুষের অস্তিত্ব বলতে শুধু প্রহরারত বনকর্মীরা।

কিছুটা দূরেই বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের অফিস। মূর্তি জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে আসায় উচ্ছ্বসিত খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজল দে ও অন্যরা। সজল বলেন, 'সভ্যতার প্রয়োজনে হয়তো পরিকাঠামো তৈরি হয়। তবে জঙ্গলকে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া থেকে অল্প নিস্তার দিলে ফের জঙ্গলের পুরোনো রূপ ফিরে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ মূর্তির বর্তমান ছবি।' পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মালবাজারের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ মণ্ডল জানিয়েছেন, কাজের সূত্রে ওই রাস্তায় তিনি যাতায়াত করছেন। গাছগুলি একে ওপরকে জড়িয়ে আছে। ময়ূরের দলকে পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকতেও দেখেছেন অসংখ্যবার। রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে হাতির মল। বন, বন্যপ্রাণী ও ঝরাপাতায় সুন্দর মূর্তি জঙ্গল।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'প্রকৃতিকে বিশ্রাম দিলে সে আমাদের শান্তি দেবে। সেই কথার প্রমাণ করোনার সময়েই পাওয়া গিয়েছে।'

উপরি আয়ের আশায় ঘুড়ির কারিগর স্বপন

অমিতকুমার রায়

ভাওলাগঞ্জ এলাকায় গভীর মনোযোগে ঘুড়ি তৈরি করছেন স্বপন মণ্ডল।

হলদিবাড়ি, ২০ এপ্রিল : আর কয়েক বছর আগে হলে শহর, মফসসল কিংবা গ্রামের যে কোনও শিশু বা কিশোরের কাছে ভাওলাগঞ্জের একটি বাড়ি কোনও স্বপ্নের দেশ হতে পারত। রঙিন কাগজের ভিড়ে দোকানের মালিক স্বপন মণ্ডল যেন সেই স্বপ্নের জাদুকর। তাঁর বাড়িতে পা রাখলেই চোখে পড়ে নিজের পিঁড়িটিতে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে স্বপন ঘুড়িতে ছাউনি দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগেই দুজন ক্রেতা চিল ঘুড়ির জন্য অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। সেই কাজ শেষ করতে এখন তিনি ব্যস্ত। ক্রেতার চাহিদামতো ঘুড়ি বানানোয় তাই হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাওলাগঞ্জ এলাকার স্বপনের দম ফেলার ফুরসত নেই। একটু ফাঁকা হতেই অবশ্য নিজের হাতে বানানো ঘুড়ি আকাশে উড়িয়েও দেখালেন স্বপন। মুহূর্তে সেই ঘুড়ি কয়েকশো ফুট উঁচুতে পাখির মতো খোলা আকাশে ভাসতে থাকল। তখন নিজের সফল সৃষ্টি দেখে তাঁর নিজেরই যেন দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। প্রতিদিনের কঠিন দুনিয়ায় খালি ঘুড়ি বিক্রি করে স্বপনের পেট চলে না। সেক্ষেত্রে তাঁর আসল সম্বল সাইকেল রিপেয়ারিং। বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানও রয়েছে। তবে ঘুড়ির টান তিনি ছাড়তে পারেন না।

কারিগর স্বপনের কথায়, 'এখন ঘুড়ি বিক্রি অনেক কম। রোজ মাত্র দুই থেকে তিনটি করে ঘুড়ি বিক্রি হয়। কোনও দিন চার-পাঁচটাও। ঘুড়িভেদে দাম ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা। সাইকেল সারানোর ফাঁকে ঘুড়ি বিক্রির টাকাটি আমার সংসারের জন্য কিছু উপরি আয়।' ছোটবেলা থেকেই স্বপন নিজের হাতে ঘুড়ি তৈরি করতেন। সেগুলি নিয়ে বাড়ির পাশের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড়েও মেতে থাকতেন। তবে অভাব বড় বালাই। সংসারের দৈন্যদশায় ঘুড়ির নিয়ে খেলার স্বপ্ন ভোকাট্টা হয়েছিল। তবে স্বপন হাল ছাড়েননি। ছোটবেলার খেলাই এখন তাঁর উপার্জনের মাধ্যম। বাঁশ, কাগজ, আঠা, পলিথিন ইত্যাদি সহযোগে ঢাউস ঘুড়ি, ঢুলি ঘুড়ি, চিল ঘুড়ি, ঢাক, চন্দ্র, ঝাঁপ, ডাক, বাক্স, প্রজাপ্রতি সহ নানা ঘুড়ি বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর মতে, মূলত বৈশাখ মাস থেকেই গ্রামাঞ্চলে ঘুড়ির মরশুম শুরু হয়। আগামী মাস দুয়েক মুক্ত আকাশে তার রাজত্ব থাকবে। বাতাসের তালে আপন ঢংয়ে ঘুড়ির মেলা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ভোকাট্টা করার মজা।

আবার ঘুড়ির সুতোয় কাচের গুঁড়ো, আঠা ইত্যাদি মিশ্রিত বিশেষ মিশ্রণ মাখিয়ে রোদে শুকোনো হয়। তাকে মাঞ্জা দেওয়া বলে। হলদিবাড়ি শহর থেকে ঘুড়ি কিনতে আসা জয়দীপ দে বলেন, 'স্বপন অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন প্রকার ঘুড়ি বানিয়ে বিক্রি করেন। ওঁর ঘুড়িগুলিও সুন্দর।' জয়দীপের মতো দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই ঘুড়ির খোঁজে স্বপনের বাড়ি এসে হানা দেন। সাইকেল সারাই মূল পেশা হলেও সখে ঘুড়ি বানিয়ে কিছুটা বাড়তি উপার্জনের আশায় রোজ ঘুড়ি বানান স্বপন।

শালমারায় আটক বাংলাদেশি নাবালক

দিনহাটা, ২০ এপ্রিল : দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারায় এক বছর পনেরোর বাংলাদেশি কিশোরকে শনিবার রাতে পুলিশ আটক করেছে। ওই রাতে শালমারা বাজার এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই কিশোর। তাকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এলাকাবাসী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই কিশোর বাংলাদেশি বলে নিজের পরিচয় দেয়। সে জানায় ভুল করে সীমান্তের খোলা অংশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপরই স্থানীয়রা দীঘলটারি সীমান্ত চৌকি ও সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। ওই রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীর নাম রিফাত হাসান। সে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারির উত্তর ছাট গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা। সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শা বললেন, 'ওই নাবালককে রবিবার কোচবিহারের জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। তাকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।'

রাজ্য হ্যান্ডবল টিমে মাথাভাঙ্গার ছেলে

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ এপ্রিল : রবিবার থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের আকবারপুরে ৪৭তম জুনিয়ার জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা। আর সেখানে বাংলা দলের হয়ে হ্যান্ডবলে সুযোগ পেয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতার দ্বারিকামারির রাজু বর্মন। রাজু বর্তমানে ফালাকাটা কলেজের প্রথম সিমেস্টারের ছাত্র।

রাজুর কথা বলতে গিয়ে কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক তথা রাজুর প্রশিক্ষক সহদেব বিশ্বাস বলেন, 'রাজু স্কুলে যখন পড়াশোনা করত তখন থেকেই সে ভালো হ্যান্ডবল খেলত। বাংলা দলের হয়ে সে উত্তরপ্রদেশে খেলার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ পাওয়ায় আমরা খুশি। আমি ওর সাফল্য কামনা করছি।' এই খবরে গর্বিত রাজুর দাদা, দিদি, বন্ধুবান্ধব সহ সকলে।

আজ টিভিতে

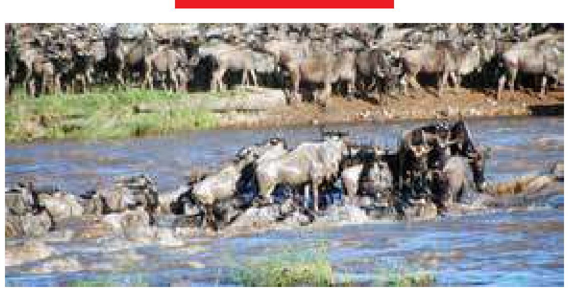

ওয়াইল্ড আফ্রিকা : রিভার্স অফ লাইফ
রাত ৯.২১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মায়ের বন্ধন, ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ দেবতা, বিকেল ৪.১৫ সঙ্গী, সন্ধে ৭.১৫ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.১৫ আঘাত, ১.০০ বৌদি ডট কম

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৫.০০ মজনু, সন্ধে ৭.৩০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.১৫ লাঠি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আকালের সন্ধানে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০৭ বিবাহ, বিকেল ৩.৩৫ মঙ্গলাবরম, সন্ধে ৬.১৯ রাউডি নম্বর ওয়ান, রাত ৮.৩০ ভালিমাই, ১১.৪১ ব্ল্যাক

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.০২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ২.৫৪ ধড়ক, বিকেল ৫.৩৯ শিবা-দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ জুদাই

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৬ উড়তা পঞ্জাব, দুপুর ২.০৪ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকেল ৪.৩৩ বদলাপুর-ডোন্ট মিস দ্য বিগিনিং, সন্ধে ৬.৪২ বঙ্গিস্তান, রাত ৯.০০ বীরে দি ওয়েডিং, ১১.০৭ ডক্টর জি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.১৪ ম্যায় অওর চার্লস, ২.১৫ খিচড়ি, বিকেল ৪.১৫ ভবেশ জোশি সুপারহিরো, সন্ধে ৬.৫৫ চান্স পে ডান্স, রাত ৯.০০ লুটকেস, ১১.১৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা

রমেডি নাউ : বেলা ১১.১০ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, দুপুর ১২.৪৭ দ্য ইন্টার্নশিপ, ২.৪৪ ফায়ারহাউস ডগ, সন্ধে ৬.৩১ লিটল ম্যানহ্যাটন, রাত ১০.২৬ ইয়োরস, মাইন অ্যান্ড আওয়ার্স, রাত ১১.৫২ লভ ইজ ইন দ্য এয়ার

মজনু বিকেল ৫.০০
জলসা মুভিজ

লুটকেস রাত ৯.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

বঙ্গিস্তান সন্ধে ৬.৪২
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

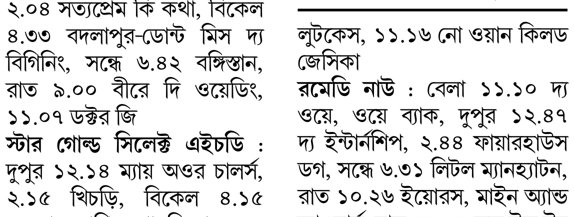

ইনসাইড দ্য ফ্যাক্টরি রাত ১০.৪১ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে রণদীপ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

৪ কিমি সাইকেল চালিয়ে অনুশীলনে

আলিপুরদুয়ার, ২০ এপ্রিল : ফুটবলই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ফুটবল ছাড়া কিছুই বোঝেন না। সেই ফুটবলে উন্নতি করার জন্য একাদশ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেননি। তিনি ১৯ বছর বয়সি রণদীপ বর্মন। আলিপুরদুয়ারের পূর্ব ভোলারডাবরির মাশানপাটের ওই তরুণ ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। শনিবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে দলের হয়ে মাঠে নামেন।

এর আগে বাংলা দলে শুভম রায়, আদিত্য থাপারা সুযোগ পান। এবার সেখানে নাম জুড়ল রণদীপের। ফোনে রণদীপ বললেন, 'খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। তারপর ১২ বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলা শুরু বলে জানালেন রণদীপ। পাড়ায় খেলতে খেলতে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। করোনার সময় কয়েকদিনের জন্য বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করেন। পরে ফেরেন পুরোনো অ্যাকাডেমিতেই।

এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জেলা লিগ, অনূর্ধ্ব-১৭ জেলা দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন ওই তরুণ। অনূর্ধ্ব-২০ বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার আগে প্রথমে আলিপুরদুয়ারের পর জলপাইগুড়িতে ট্রায়াল হয়। এরপর কলকাতায় মাসখানেক ট্রায়ালের পর ১৮ জনের বাংলা দলে সুযোগ পান।

প্রতিদিন বাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে সাইকেল চালিয়ে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। রোনাল্ডোর পাশাপাশি নেইমার, সুনীল ছেত্রী, কোলাসোদের খেলা রণদীপের খুবই পছন্দের। এরপর দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন রয়েছে তরুণের।

আলিপুরদুয়ারের ক্লাব জংশনের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে রণদীপ অনুশীলন করেন। অ্যাকাডেমির সচিব শুভেন্দু চৌধুরী রণদীপের এমন সাফল্যে খুশি এবং গর্বিত। তাঁর কথায়, 'এর আগেও অনেকে এখান থেকে সুযোগ পেয়েছে। আর রণদীপের ফুটবল জীবন সবে শুরু। ওকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।' রণদীপের বাবা রঞ্জিত বর্মন পেশায় কৃষক। ছেলের কথা বলতে গিয়ে তিনিও আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। বললেন, 'রণদীপ পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় এতদূর গিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ও অনেকদূর এগোবে। ফুটবলের প্রতি ওর ভালোবাসা এতটাই যে, অনেকবার না খেয়েই খেলতে চলে গিয়েছিল। আমরা সবসময় ওর পাশে রয়েছি।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ জানান, খুবই আনন্দের খবর। রণদীপের সাফল্যে অন্য ফুটবল খেলোয়াড়রা উৎসাহ পাবে।

খুবই ভালো লাগছে বাংলার হয়ে খেলতে নেমে। লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার আনন্দ অন্যরকমের হয়। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

-রণদীপ বর্মন

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য স্মার্ট এবং কম্পিউটার জানা রিসেপশনিস্ট চাই। (মহিলা/পুরুষ) বেতন-12,000/-. M-9434479413. (C/116175)

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Chimney ও Water Purifier-এর জন্য Service Technician প্রয়োজন। Salary - 10,500 + Incentive Extra ও অন্যান্য সুবিধা। WhatsApp - 9635393135 / 8670330060, Call - 1800212000123. (M/M)

শিলিগুড়িতে Duty কাজ করার জন্য গার্ড চাই। থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। বেতন 12000 টাকা, M-9733365752, 8170837161. (C/116066)

অফিস এবং ফিল্ড-এর কাজের জন্য ম্যানেজার লাগবে উচ্চমাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ। স্যালারি ১০ থেকে ১২ হাজার। বয়স - ২৪ থেকে ৩৫ বছর। বাইক থাকা আবশ্যক। 8597190106. (C/116067)

শপিং মল ও ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য। বেতন 12,500/- + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। (M) 8945925318. (C/116067)

VACANCY

A reputed residential School at Siliguri requires **'Campus Administrator'**. The candidate should have MBA degree and experience in the relevant field. Salary & pay package as per industry standard. Apply with updated CV to **hr@sittechno.org** within 22.04.2025. Helpline - 9932362646. (C/116063)

TEACHER WANTED

Azim National School, Kishanganj (CBSE) requires a TGT (Phy / Chem) for Secondary Level. Call +919430646481. (C/116067)

অ্যাফিডেভিট

I, Ruposhri Das, W/o Mustafur Rahaman, R/o - Bhutkidanga Para, P.S. - Rajganj, Dist. - Jalpaiguri declared that I have embraced Muslim religion and renounced Hindu religion and changed my name to Nasrin Parvin vide affidavit no. 6184 dt. 09.04.2025 before Ex. Magistrate Jalpaiguri. (C/116180)

Affidavit

I Smt. Mithu Dutta, 41 years old from Kamakhyaguri 736202, Declare that Mithu Dutta and Mithu Dutta (Kundu) is the same and one identical person. I signed this affidavit the 16th day of April 2025 at Alipurduar JM Court. (P/S)

বিক্রয়

কমার্সিয়াল বিল্ডিং চারতলা বিক্রয়, জর্জ মোবার্ট রোড, নিকটে হোটেল এমব্যাসির গলিতে। M-9832095960. (C/116173)

ডিজেল জেনারেটর সেট, কিরলোস্কার, 82.5/62.5/40 KVA বিক্রয় হবে, যোগাযোগ - 9832695950 শিলিগুড়ি। (C/116068)

হারানো-প্রাপ্তি

SRS Advisory (P) Ltd. HDFC Bank আইডি কার্ড নং-240611286302949 গত 15.04.25 তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, তাহলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন : M-9749380028. (C/116174)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **বৃষ :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করে সমস্যায় পড়বেন। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। **মিথুন :** অল্পেই খুশি থাকুন। পুরোনো দিনের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **কর্কট :** রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। **কন্যা :** সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে বড় ঝামেলা হতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। **তুলা :** পশু দংশনে সমস্যা। অফিসে বিরোধিতার মুখে পড়তে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** রাজনৈতিক নেতা সংযত হয়ে কথাবার্তা বলুন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **ধনু :** পেটের অসুখে দুর্ভোগ। মেয়ের চাকরির খবরে আনন্দ। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র হাতে আসবে। পরিবার নিয়ে দারুণ কাটবে। **কুম্ভ :** নতুন ব্যবসার সূত্রপাত। প্রেমের ঝামেলা কাটবে। **মীন :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল, ২০২৫, ৭ বহাগ, সংবৎ ৮ বৈশাখ বদি, ২২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৬, অঃ ৫।৫৭। সোমবার, অষ্টমী দিবা ১।৪৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৮।৬। সাধ্যযোগ রাত্রি ৬।৫৪। কৌলবকরণ দিবা ১।৪৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৮।৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১। ৪৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫১ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৮।২৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১০।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ১।৪৯ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫১ মধ্যে পুংরত্নধারণ বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ, দিবা ৮।২৬ গতে ১।৪৯ মধ্যে কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
Aakashians rise high in
JEE (MAIN) 2025
Guided by Experts.
Proven in Results.
Aakash INVICTUS
Advanced JEE Prep Program
OUR NATIONAL CHAMPIONS
AIR 6 UTTAR PRADESH TOPPER Shreyas Lohiya AICP* 100 %ile in Overall
AIR 7 UTTAR PRADESH TOPPER Kushagra Baingaha CLASSROOM 100 %ile in Overall
AIR 15 TELANGANA TOPPER Harssh A Gupta CLASSROOM 100 %ile in Overall
AIR 23 DELHI (NCT) TOPPER Harsh Jha AICP* 100 %ile in Overall
AIR 28 Devya Rustagi AICP* 100 %ile in Physics & Maths
AIR 29 HARYANA TOPPER Amogh Bansal AICP*
AIR 42 Sarvesh Anand S CLASSROOM 100 %ile in Maths
AIR 48 Krishna Agrawal CLASSROOM 100 %ile in Physics
AIR 50 Dishaanth Basu AICP*
AIR 76 Yash Kumar CLASSROOM 100 %ile in Physics
AIR 79 Aditya Kumar AICP* 100 %ile in Physics
AIR 92 Gururaj S Sajjan CLASSROOM
and many more...
*Aakash Invictus Contact Program
Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.
YOUR IIT Dream DESERVES The Best
Learn from top-class JEE faculties
Best-in-class delivery platform
AI-powered personalized learning
TAKE THE
INVICTUS TEST
For Students Studying in Class 8th to 12th & 12th Appeared / Passed
Register at: invictus.aakash.ac.in/invictus (Registration FEE: INR 100)
ADMISSIONS OPEN
Scan code to locate the nearest branch
Our Centres in West Bengal: Asansol: 9230012318 Bankura: (03242) 350800 Bansdroni: (033) 66432626 Barrackpore: (033) 66342300 Berhampore: 8800013151 Burdwan: 91471 85222 Central Kolkata: (033) 66469999 Durgapur: 7605058646 Howrah: (033) 68239500 Kharagpur: (03222) 661400 Malda: 8584823046 North Kolkata (Med. Wing): (033) 40579100 North Kolkata (Engg. Wing): (033) 40579126 South Kolkata (Med. Wing): (033) 66342400 South Kolkata (Engg. Wing): (033) 66342431/32 Siliguri: 7596013322 Tamluk: 8800013151
CALL (TOLL-FREE): 8800013151
VISIT: aakash.ac.in
Scan the QR Code to Download Aakash App
GET IT ON Google Play
Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩১ সংখ্যা, সোমবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩২

চর্চায় সংঘের রোষ

বঙ্গ বিজেপি সভাপতির দৌড়ে অন্যদের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ ছিলেন। রাজ্য বিজেপিতে এযাবৎকালে সফলতম নেতা। তাঁর সভাপতিত্বে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় ১৮টি লোকসভা আসনে জয়ী হয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফুল জেতে ৭৭টি আসনে। অথচ বাংলায় এখন রাজ্য বিজেপির সভাপতি বাছাই নিয়ে টানটান উত্তেজনার মধ্যে ৬১ বছর বয়স পর্যন্ত অকৃতদার সেই দিলীপ জীবনসঙ্গিনী বেছে নিলেন।

বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি বাছাই কিন্তু অনিশ্চিতই হয়ে আছে এখনও। একইভাবে ঝুলে আছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের সভাপতির নাম ঘোষণা। জেপি নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে আছেন দীর্ঘদিন। ভোটে জিতে নাড্ডা যখন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন, তখনই শোনা গিয়েছিল, সভাপতি বদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নতুন নাম ঘোষণা শীঘ্র।

কিন্তু সেই শুভস্য শীঘ্রম এখনও হয়নি। শোনা যায়, বিকল্প কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে এই বিলম্ব। কারণ, সভাপতি বাছলেই তো হবে না, নাড্ডার মতো তাঁর উত্তরসূরিকেও নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'র প্রিয় পাত্র হতে হবে। আবার সেই পছন্দে সায় থাকা চাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস)। বস্তুত সংঘের হাত ধরেই বারবার সাফল্য এসেছে বিজেপির দুয়ারে।

তবে মাঝে সংঘ-বিজেপি সম্পর্ক বেশ জটিল হয়ে গিয়েছিল বলে চর্চা আছে। সময়টা গত লোকসভা নির্বাচনের আগে। যে কারণে সেই ভোটের প্রচারে আরএসএসকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখা গিয়েছিল। ফলাফল অবশ্য প্রমাণ করেছিল, সম্পর্কে সব ঠিক নেই। যার খেসারত দিতে হয়েছিল বিজেপিকে। ছবিটা বদলাতে থাকে হরিয়ানা বিধানসভার গত নির্বাচন থেকে। প্রথমে হরিয়ানা, পরে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটে এনডিএ জোটের জয়জয়কারে ছিল সংঘেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এতে সহজে বোঝা যায়, বিজেপি সংঘের ওপর কতটা নির্ভরশীল। চর্চা আরও বাড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুদিন আগে নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে যাওয়ায়। প্রচার চলে সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি পদে তাঁর এবং শা'র পছন্দের প্রার্থীর নামে সংঘের সমর্থন আদায়ই ছিল উদ্দেশ্য। মোদির এই নাগপুর কতটা সফল হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। কেন না, সভাপতি বাছাই এখনও ঝুলে।

সম্ভাব্য পরবর্তী সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি হিসেবে অনেকের নাম শোনা যাচ্ছে। যেমন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভূপেন্দ্র যাদব, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, দলের সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসাল প্রমুখ। আরএসএস এই দীর্ঘসূত্রিতায় অধৈর্য এবং তিতিবিরক্ত বলে বিজেপির অন্দরে শোনা যায়।

আলোচনায় আছে যে, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘ সময় দিয়েছে বিজেপিকে। তার মধ্যে বিজেপি নতুন জাতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা না করলে সংঘ নাকি জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপি থেকে নিজেদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে নেবে। সেই কারণে নাকি গত ক'দিন ধরে মোদি-শা-নাড্ডাদের চরম ব্যস্ততা চলছে কখনও শা'র বাসভবনে, কখনও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে, কখনও নাড্ডার বাসভবনে দফায় দফায় বৈঠক করছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

নতুন সভাপতি বাছাইয়ের সঙ্গে মন্ত্রীসভার রদবদল এবং বাকি রাজ্যগুলির সভাপতি বদল নিয়েও নাকি বিস্তর চর্চা হয়েছে ওই বৈঠকগুলিতে। আলোচনা কতখানি ফলপ্রসূ, জানা যায়নি। তবে বিজেপি যদি সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণায় দেরি করে এবং আরএসএস জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে নিজেদের প্রতিনিধি সরিয়ে নেয়, তবে বিজেপি অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সংকটে পড়বে সন্দেহ নেই। দলের সর্বস্তরের নজর এখন তাই শীর্ষ নেতৃত্বের পদক্ষেপের দিকে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

এ অন্ধকার যে কিছুতেই আমাদের নয়

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্প্রীতির। যে নবাবের নামে জেলা, সেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙালি হিন্দুদের রাজস্ব বিভাগে নিতেন।

সৌরভ হোসেন

মুর্শিদাবাদে সম্প্রীতির অন্যতম সেরা চিহ্ন 'বেড়া উৎসব'। লালবাগ, হাজারদুয়ারির কাছে ভাগীরথী নদীর ওপর। - ফারুক আবদুল্লাহ

ওই তো ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার শব্দ কানে আসছে। তার উপর দিয়ে ধিক ধিক করে চলা ট্রেনের হুইসল জলের সেই সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে মিশে আউরিবাউরি হয়ে যাচ্ছে। যে হাওয়াতে এই আউরিবাউরি হচ্ছে সেই হাওয়াতেই ছড়াচ্ছে কথাটি। যে কথা এ মাটির কখনও আপন ছিল না। যে কথা জলের পাকচক্রের মতো কোথা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে।

এই সুন্দর পৃথিবীখানার সবচেয়ে ক্ষতি করেছে যে কথাটি, এ কথা সেই কথা। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে যে হিংসার জন্য, এ হল সেই হিংসা।

অথচ এ জেলার ইতিহাস বলে অন্য কথা। সে কথা নদী ও মাটির মতো পবিত্র। স্রোতের মতো বহমান। সেই পুণ্যভূমে এ হিংসা কোথা থেকে এল! এ মাটির মানুষগুলো বদলে গেল না, তাদের বদলে দেওয়া হল! হাওয়াতে যা ছড়াচ্ছে তাই কি সত্যি? না সে হাওয়ায় কোনও দুষ্টুচক্রী মিশিয়েছেন বিষ-বাষ্প? হাওয়ায় কান পাতার আগে একবার মাটিতে কান পাতি। যে মাটিতে এসব রটছে কিংবা ঘটছে, সে মাটির কথা একবার জানি।

মসলিন, হাতির দাঁতের খোদাই আর রেশম পণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ ছিল একসময়ের ধনী জনপদ। রবার্ট ক্লাইভ তো মুর্শিদাবাদ শহরকে লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী বলেছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রবার্ট ওরমে বলেছিলেন, আঠারো শতকের প্রথম এবং মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী শহর।

জৈন কবি নিহাল সিংহ লিখেছেন; 'বসতী কাসমবাজার, সৈদাবাদ খাগড়া সার/ রহতে লোক গুজরাতীক, টোপীবাল জেতী জাতীক।/ আরব আরমনী আংগরেজ, হবসী হুরমজী উলাংদেজ/ সীদী ফরাসীস আলেমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান/ শেঠী কুংপনী কী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোর।' অর্থাৎ কবি নিহাল বলেছেন, কাশিমবাজার, সৈয়দাবাদ, খাগড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মানুষের মধ্যে সুন্দর সহাবস্থান ছিল।

ইংরেজ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস মুর্শিদাবাদের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, "A variety of merchants of different nations and religions, such as Cashmeerians, Multanys, Patans, Sheikhs, Sunniasys, Paggayahs, Betteas and many others used to resort to Bengal. এসব সওদাগরদের অনেকেই মুর্শিদাবাদে তাঁদের বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। জগৎশেঠরা এসেছিলেন মাড়ওয়ারের নাগর থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে। মুর্শিদকুলির সঙ্গে এসেছিলেন মানিকচাঁদ। এবং মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হয়ে যান।

এরকম নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের এ জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের হাজার হাজার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যে নবাবের নামে মুর্শিদাবাদ জেলার নামকরণ সেই মুর্শিদকুলি বাঙালি হিন্দু ছাড়া আর কাউকে তাঁর রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত করতেন না। মুর্শিদকুলির সংস্কারের ফলে যে নতুন ব্যাংকার-ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। রিয়াজ-উস-সলাতিনের লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন, 'মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত বাংলার নবাবদের নীতি ছিল দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিজাতদের আমন্ত্রণ করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা।'

নবাবরা মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্যায়নের জন্য এ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাতে তাঁরা জাতি-ধর্ম দেখেননি। মানুষে মানুষের সেই সহাবস্থান আজও অটুট যে জেলায় সেখানে এই জাতিগত হিংসার ঘটনা কতটা সত্য? নাকি সে সত্যে জলই বেশি? ফায়দা কার? 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'-এর ভারতবর্ষে যে হিংসার রাজনীতি প্রতিনিয়ত মানুষের সহাবস্থানকে নষ্ট করছে, কোথাও হলেও কি সেই হিংসার রাজনীতি জড়িত? জেলার আনাচে-কানাচে কান পাতলে সেসব ফিশফিশ শোনা যাচ্ছে।

যে ভৌগোলিকগত অবস্থান এই ঐতিহাসিক জেলার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল, সেই ভৌগোলিকগত অবস্থানই এখন জেলার অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে।

১২৫.৩৫ কিমি আন্তর্জাতিক সীমান্ত আর পড়শি রাজ্যের অবস্থান, এ জেলার অভ্যন্তরে অপরাধ ঘটানোটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাঁটাতার মানুষের শরীরকে আটকে রাখতে পারে কিন্তু মনকে তো আর আটকে রাখতে পারে না। সেই মনই হল যত গণ্ডগোলের গোড়া। এই মনে হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারলেই বিভেদকামী মানুষের আনন্দ। যদিও সে খারাপ মানুষের সংখ্যা কম। কম হলে কী হল? যুগে যুগে খারাপ মানুষের সংখ্যা কমই থাকে, তবুও সে কম খারাপ মানুষ বৃহত্তর ভালো মানুষের সবচেয়ে খারাপটা করে দেয়। এই যে এখন যেমন শুধু এপার-ওপার নয়, এগাঁ ওগাঁ, এপাড়া ওপাড়ার মনে শুধু 'ওরা' 'আমরা'। এও তো সেসব খারাপ মানুষদেরই কু-কাজের ফল?

মুর্শিদাবাদের যে অংশে জাতিগত হিংসা ঘটেছে বলে যেটা শোনা যাচ্ছে, সে অংশটির একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড। আবার জায়গাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি ভারতকে যুক্ত করেছে। ফলে ভিনমানুষ আর বহিরাগত মানুষদের নিত্য আনাগোনা। এরকম জায়গাই হল যে কোনও অপরাধ ঘটানোর অনুকূল স্থান। ফলে 'বহিরাগত' কারণটা ফেলনা নয়। যে কথা এই এলাকার সাধারণ মানুষ বলছেন। যে মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করছেন। একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান করেন। এই সহবস্থানের সংস্কৃতি এই জেলার চিরায়ত সংস্কৃতি।

হিন্দু বন্ধু ইদের 'দাওয়াত'এ সেমাই খেতে যান মুসলমান বন্ধুর বাড়ি; মুসলমান বন্ধু পুজো দেখার আমন্ত্রণে নারকেল নাড়ু খেতে যান হিন্দু বন্ধুর বাড়ি। মুসলমানদের দরগাতে হিন্দুদের শিন্নি দেওয়া আর মহরমের সময় হিন্দু ভাটিয়ালি গায়কদের শোকগাথা গাওয়া তো শাশ্বত সম্প্রীতির উদাহরণ। এই দুই ধর্ম আর সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টা থেকেই সত্যপিরের মতো নতুন 'দেবতা'র জন্ম- যে 'দেবতা' হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উপাস্য। সম্প্রীতির এই দৃষ্টান্ত দেখা যায় বরানগরে, যেখানে মন্দির চত্বর আর মাস্তিরাম আওলিয়ার আখড়া রয়েছে সামনাসামনি। মুর্শিদাবাদের মানুষদের সম্প্রীতি আর সমন্বয়ের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল, 'বেরা উৎসব'। জলদেবতা 'খাজা খিজির'কে তুষ্ট করার জন্য এই বেরা ভাসান উৎসব পালন করা হয়। প্রত্যেক বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাগীরথীতে এলাহি আয়োজনে এই উৎসব পালন করেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ।

এই মানুষগুলোর ভিতরে যে বা যারা হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তারা সফল হবে না। মুর্শিদাবাদের মানুষই তাদের পরাস্ত করবেন। মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রামে গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে চেয়েছি, তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি কেমন? তাঁরা নির্দ্বিধায় বলেন, আমাদের কোনও ভেদাভেদ নেই। আমাদের সম্পর্ক ভাইয়ে-ভাইয়ের।

লালগোলার এক সীমান্তবর্তী গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারের কাছে জানতে চেয়েছি, 'ভয় লাগে না?' সে পরিবারের কর্তা হেসে বলেছেন, 'ভয় কীসের? আমরা সবাই এক। কোনওদিন সমস্যা তো হয়নি।' সেই মানুষটির হেসে বলা মুখটা আজ খুব মনে পড়ছে। আজ চারধারে যেটা ঘটছে বা রটছে সেটা শুনে নিশ্চয়ই তিনি লজ্জা পাচ্ছেন?

আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে দুশো সাতষট্টি বছর দশ মাস আগে পলাশীর যুদ্ধ জয় করে রবার্ট ক্লাইভ তিন হাজারেরও কম সৈন্য নিয়ে কাশিমবাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর তার অনেক অনেক গুণ বেশি মানুষ হাঁ করে সে যাওয়া দেখছেন। মুসলমান শাসক হেরেছেন আর খ্রিস্টান শাসক জিতেছেন বলে তাঁরা কেউ ঢিল মারেননি; আজও মুর্শিদাবাদের সেই মানুষ দাঙ্গাবাজদের লাগিয়ে দেওয়া হিংসাকে নীরবে এড়িয়ে যাবেন। সে হিংসাকে মনে স্থান দেবেন না। কোন শাসক ক্ষমতায় এলেন, কোন শাসক ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন, তাতে তাঁদের কিচ্ছুটি এসে যায় না। তাঁদের মনে বসত করছে 'সহাবস্থান'।

ওই তো ভাদ্র মাস আসছে। ভাগীরথীর তীরে শিগগিরই দেখতে পাব সে 'সহাবস্থান'। জলের ওপর ভাসবে হাজার হাজার আলো। সে আলো সম্প্রীতির, সৌভ্রাতৃত্বের। সে আলোতে ঘুচে যাবে বদনামের এই অন্ধকার।

(লেখক সাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার দস্তুরপাড়ার বাসিন্দা।)

আজ

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি কবি শঙ্খ ঘোষ।

২০১৩

'মানব কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

এখন সরকার বলছে, মন্দির-মসজিদ চালাবে। ট্রেনটা চালাক ভালো করে। কেন্দ্র ট্রেন বেচে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার ট্রাম বেচে দিচ্ছেন। আসলে তৃণমূল-বিজেপির স্ক্রিপ্ট এক। তা লেখা হয়েছে নাগপুরে। লিখে দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।

-মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

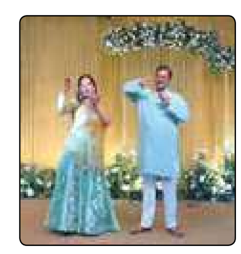

পরনে আকাশি পাঞ্জাবি, স্ত্রীর পরনে একই রঙের লেহেঙ্গা। পুষ্পা ২-এর 'অঙ্গারো কা অম্বর সা লাগতা' গানের তালে কোমর দুলিয়ে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে মঞ্চ মাতালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মেয়ের বিয়েতে তাঁর নাচের ভিডিওয় ঝড়।

ভাইরাল/২

আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মোটা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়া। এক বিড়ালছানা পা বাড়ায় তার দিকে। কাঁকড়া সটান কামড়ে ধরে পা। পা ছাড়াতে মুখ বাড়ালে বিড়ালের মুখেও কামড় বসায় কাঁকড়া। যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে থাকে বিড়ালটি।

জনমন জনমত

শালুগাড়ার রাস্তায় অবাধ বিচরণ গোরুর

আমি শালুগাড়ার কমলানগরে বসবাস করি। এখানে অনেক খাটাল আছে। এছাড়া স্থানীয় অনেকেই ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গবাদিপশু প্রতিপালন করেন। বেশিরভাগ খাটালেই যথেষ্ট যত্ন সহকারে গোরু ও মোষ প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু শালুগাড়ার রাস্তাঘাটে এমনকি হাইওয়েতেও অনেক গোরু ও ষাঁড়কে অবাধে বিচরণ ও শুয়ে থাকতে দেখা যায়। তার ওপর কখনো-কখনো দুই ষাঁড়ের লড়াই শিশু, মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে ভয়ংকর আতঙ্ক তৈরি করে।

অবুঝ গোরু বা ষাঁড় যখন অভুক্ত অবস্থায় শালুগাড়ার সোমবারের হাটে সবজিতে মুখ দেয় তখন তার ভাগ্যে জোটে লাঠির আঘাত বা তার শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয় সবজি ধোয়া নোংরা জল। এদের অবাধ বিচরণ বাজারে ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করে। এইসব গবাদিপশু বাসি পচা খাবার এমনকি প্লাস্টিকও খায়।

আমি প্রায় ৫৫-৬০ বছর আগে গুয়াহাটিতে দেখেছি এই ধরনের গোরুকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হত। গোরুর মালিক মুচলেকা লিখে জরিমানা দিয়ে নিয়ে যেত। শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকেও এমন ব্যবস্থা নিলে খুব ভালো হয়। বহু জায়গায় শুনেছি, এইসব খোঁয়াড়ে ষাঁড়ের প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা এড়াতে পুর কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

অসীমকুমার ভদ্র
শালুগাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্মৃতির ভেলায় প্রাণের এনবিএসটিসি

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এবার ৬৫ বছর পূর্তি। উত্তরবঙ্গের অনেকেরই নানা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে সংস্থার সঙ্গে।

সঞ্জয় ঘোষ

একটা সময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাই ছিল উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। আমাদের পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই এই সরকারি সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জন্ম ১৯৬০ সালে। সেই ষাটের দশক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সরকারি সংস্থা আমাদের এখনও পরিষেবা দিয়ে চলেছে।

এই সংস্থার সঙ্গে একসময় আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। সেই সময় তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (এখন উত্তর দিনাজপুর) রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের ট্রেনে যাতায়াত করার খুব একটা অভিজ্ঞতা ছিল না। আমাদের সকলেরই যে কোনও প্রয়োজনে কলকাতা-শিলিগুড়ি-মালদায় যাতায়াতের মাধ্যম বলতে এই পরিবহণ সংস্থাই ছিল বড় ভরসা। এই সময়কার বাসিন্দাদের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল এই পরিবহণ সংস্থার দৌলতেই।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই রাতে বাসে করে কলকাতা যাত্রা। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই আজ রায়গঞ্জের ছেলেমেয়েরা কেউ উকিল, ডাক্তার, প্রফেসর, বিজ্ঞানী, সরকারি-বেসরকারি চাকরি করছেন। সেই সঙ্গে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, কেউ খেলোয়াড় আবার কেউ কেউ অন্য কোনও পেশায় নিয়োজিত। অনেকে বিদেশেও বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত। আমাদের পিছিয়ে থাকা তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সবার সবকিছুই সম্ভব হয়েছে এই পরিবহণ সংস্থার হাত ধরে।

তখন এই সংস্থার কর্মীরাও ছিলেন খুব আন্তরিক। কলকাতা যাতায়াত খুব সহজ হয়ে উঠেছিল তাঁদেরই কল্যাণে। তাই এখনও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এখন অবশ্য নিগম) বাস দেখলেই অজান্তেই মাথা নত হয়ে আসে। এখন এনবিএসটিসি-র অবস্থা ভালো নয়। তবু আজ তাদের জন্য আমরা অনেকেই নিজের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছি।

তখন এক জেলা থেকে আর এক জেলা কিংবা বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করতে ভরসা বলতে ছিল সেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। একটা সময় রায়গঞ্জে এনবিএসটিসির বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন ছিল তখনকার সময়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। এই পুজোয় তাদের ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকর্ম মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে দেখত। এই পুজোর মডেল দেখার জন্য দুপুর হতে হতেই মানুষের ভিড়ে ভর্তি হয়ে যেত স্টেট ট্রান্সপোর্ট এলাকা। ভিড় চলত রাত অবধি। ইটাহার, মহারাজাহাট, কালিয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হত।

সেই সময় এই পরিবহণ সংস্থায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তখন রায়গঞ্জে একটা কথা খুব চালু ছিল, প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে তিনজন এই সংস্থার কর্মী। ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়। তারপর শুরু হয় সরাসরি বাসে করে কলকাতা যাত্রা। এই পরিষেবাই আমাদের পিছিয়ে থাকা জেলার বাসিন্দাদের কলকাতা চিনিয়েছে। কিছুদিন পরে আত্মপ্রকাশ করল মালদা থেকে শিয়ালদা গৌড় এক্সপ্রেস। এনবিএসটিসি-ও পিছিয়ে নেই। রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের বাসিন্দাদের গৌড় এক্সপ্রেসে কলকাতা পৌঁছানোর জন্য উপহার দিল গৌড় এক্সপ্রেস কানেক্টিং বাস। যা যাতায়াত করত মালদা-রায়গঞ্জ বা মালদা-বালুরঘাট।

আর একটা কথা না বললেই নয়। এনবিএসটিসি তখন রায়গঞ্জে একটি ফুটবল টিম তৈরি করে এবং তার ফলে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। আর এভাবেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা আমাদের জীবনের ভালোমন্দে জড়িয়ে।

(লেখক চিকিৎসক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে আরবের সম্পর্ক আছে ৪। চালানো হয়েছে বা নিয়ন্ত্রিত ৫। মহাভারতের যে খেলায় শকুনি পাণ্ডবদের হারিয়ে দেন ৭। পাখির কিচিরমিচির ৮। বশে, অধীনে ৯। জানলা, গবাক্ষ ১১। খড় বা বিচালির গাদা ১৩। যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে ১৪। দৈর্ঘ্য নয় শুধু প্রস্থ ১৫। আটকানো, ঠেকানো বা প্রতিহত করা।

উপর-নীচ : ১। উন্মুক্ত বা খোলা রয়েছে ২। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় পোয়াল ৩। ফন্দি বা অভিসন্ধি ৬। খুবই তীক্ষ্ণ বা ধারালো ৯। পরিচিত একটি সবজির নাম ১০। কমজোর বা পড়ে যেতে পারে ১১। এই ধাতু কঠিন নয়, তরল ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪১১৯

পাশাপাশি : ১। ছিনিমিনি ৩। কড়চা ৫। টনটনানি ৭। লকুচ ৯। আমলা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দিনকাল।

উপর-নীচ : ১। ছিটিয়াল ২। নিপাট ৩। কপট ৪। চালুনি ৬। কদম ৮। বাতাপি ১০। লালচাল ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হলদি।

বিন্দুবিসর্গ

ধৃত ৪

মুর্শিদাবাদে বাবা-ছেলে খুনে গ্রেপ্তার আরও এক। ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়করা মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

রেলের বিজ্ঞপ্তি

খড়্গপুরে রেলের জমি থেকে সমস্ত দলীয় কার্যালয় সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয় রেলের তরফে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে রেল এই নির্দেশ জানিয়েছে।

মমতাকে নিয়ে বই

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা 'দ্য মমতা ব্যানার্জি ওয়ে' প্রকাশিত হল এগরা কালচারাল কার্নিভালে। বইটির লেখক সৌরভ বিসাই।

ভাঙড়ে মিছিল

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ঘিরে ভাঙড়ে ঘটে যাওয়া অশান্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করল তৃণমূল।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর অনিশ্চিত, রাজ্য সভাপতি ঘোষণা অথই জলে

প্রায় ২০ দিন ছুটিতে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : কিছুতেই যেন ছন্দ ফিরে পাচ্ছে না বিজেপি। সম্প্রতি দিল্লির 'সুকান্ত সদন' থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভা ও সর্বশেষ কলেজ স্ট্রিটের মহামিছিলের মঞ্চে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ চেহারার ছবি দেখে কিছুটা আশা জাগছিল দলের কর্মীদের। কিন্তু আচমকাই আবার ছন্দপতন। চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত। বাংলা নববর্ষের পরেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। সেই ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে। সবমিলিয়ে রাজ্য বিজেপি কর্মীদের একাংশের মতে, ডামাডোল আর কাটছে না।

১৩ এপ্রিল কলেজ স্ট্রিটের মঞ্চ থেকে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পাশে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরে সুকান্তও জানিয়েছিলেন, চলতি মাসের শেষের দিকে রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরে এসে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গায় দলীয় সভাও করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে পিএমও থেকে রাজ্য বিজেপিকে ২৪ এপ্রিল সম্ভাব্য কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক ১২ এপ্রিল নদিয়া দক্ষিণের হবিবপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যায় রাজ্য নেতৃত্ব।

ঠিক ছিল, কল্যাণীতে সরকারি কর্মসূচি সেরে হবিবপুরে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। কিন্তু আচমকাই এদিন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর গোটা সফরটাই অনিশ্চিত বলে জানানো হয়েছে পিএমও থেকে। ফলে

> **ডামাডোল**
>
> ■ চলতি মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরও অনিশ্চিত
>
> ■ রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণাও এখন বিশবাঁও জলে
>
> ■ রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা
>
> ■ রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি

আবার ব্যাকফুটে বিজেপি। এরই সঙ্গে শনিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার কাঁথিতে তাঁর কর্মসূচির পর ১০ মে পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলিকে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন। সেই কারণেই আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকতে চান তিনি। শুভেন্দুর এই ঘোষণা দলীয় কর্মীদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে। ২১ এপ্রিল বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান কর্মসূচি আচমকা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে নৈতিকভাবে সবরকম সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। কথা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরেই রাজ্য নেতৃত্ব বৈঠকে বসে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এই ঘটনার পর বিজেপির সেই নবান্ন অভিযান কর্মসূচিও বিশবাঁও জলে। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কর্মসূচি ছেড়ে মালদা, মুর্শিদাবাদের ত্রাণকাজে শুভেন্দুর সর্বশক্তি নিয়োগ করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে দলে। দলের একাংশের মতে, হিন্দু ভোট একজোট করতে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় কমিশনগুলির ভূমিকা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়।

এদিনও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুর্শিদাবাদের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত দাবি করেছেন শুভেন্দু। বিজেপির এক রাজ্য নেতার মতে, মালদা, মুর্শিদাবাদের ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফেও কড়া মন্তব্য নেই। এই আবহে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে রাজ্য বিজেপি কর্মীরা কিছুটা আশার আলো দেখছিলেন। কিন্তু আচমকা সেই সফর বাতিল হওয়ায় রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতিগতি নিয়ে সংশয়ে বিজেপি।

গরম থেকে স্বস্তি পেতে। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

বক্তা না হয়েও 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : বক্তা তালিকায় নাম নেই। কিন্তু রবিবার সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশে চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। সভা শুরুর এক ঘণ্টা আগেও সভাস্থল পরিদর্শন ও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন মীনাক্ষী। সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখেন তিনি।

তবে শেষপর্যন্ত ষষ্ঠ বক্তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের ৩৫ মিনিটের বক্তব্য দিয়ে শেষ হয় ব্রিগেড সমাবেশ। মঞ্চের নীচেই রইলেন সিপিএমের অন্যতম চর্চিত মুখ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তবে শেষপর্যন্ত অধিকাংশ কর্মী-সমর্থকের মাঠে থাকার আগ্রহ জিইয়ে রইল মীনাক্ষীর কারণেই। কৃষক, শ্রমিক, খেতমজুর সংগঠনের ডাকা ব্রিগেডে নজর কাড়তে শেষমুহূর্তে মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন কি না তা নিয়ে অধীর অপেক্ষায় ছিল আমজনতা।

কিন্তু ওই সংগঠনগুলির পাঁচ বক্তা ও মহম্মদ সেলিমের বক্তব্যের মাধ্যমে '২৬-এর নির্বাচনের আগে ব্রিগেড শেষ করল সিপিএম। তবে সবসময় তাঁকে বক্তা হিসেবে

থাকতে হবে এমনটা তিনি মনে করেন না, দাবি মীনাক্ষীর। যে চারটি সংগঠনের ডাকে ব্রিগেডের আয়োজন করা হয়েছে, মীনাক্ষী তার অংশ নন। তিনি যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক। তাই তাঁর বক্তব্য রাখার কোনও প্রসঙ্গই ছিল না।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএমের এই ব্রিগেডে মহম্মদ সেলিম ছাড়া প্রথমসারির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে বক্তার তালিকায় রাখা হয়নি। তবে সিপিএমের 'ক্যাপ্টেন' আখ্যায়িত মীনাক্ষী বক্তব্য রাখেন কি না তা নিয়ে শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক। ফলে শেষপর্যন্ত বেশিরভাগ কর্মী-সমর্থকের মাঠে রাখা সম্ভব হয়েছে।

তখনও বক্তব্য রাখছেন মহম্মদ সেলিম। অথচ মঞ্চের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে একদল তরুণ ও মাঝবয়সিদের মধ্যে রীতিমতো চর্চা চলছে এরপর নিশ্চয়ই মীনাক্ষী বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তা হয়নি। ব্রিগেডের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার শেষমুহূর্তেও তিনি সভাস্থল পরিদর্শন করেন। এদিনও সকাল থেকেই মাঠে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মঞ্চে ওঠেননি। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্রের মতো সিপিএমের প্রথম সারির নেতারা ব্রিগেডে উপস্থিত থাকলেও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্পে তাঁদের বসে থাকতে দেখা যায়। মীনাক্ষীও মঞ্চের নীচেই ছিলেন। এদিন মীনাক্ষীর বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায়ও ব্রিগেডে আসেন। আর পাঁচজনের মতো কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় তিনিও ব্রিগেডমুখী হয়েছেন। তিনি বলেন, 'মীনাক্ষীর মঞ্চে থাকা, বক্তব্য রাখা, সমস্তটাই দলের সিদ্ধান্ত। দলের গঠনতন্ত্র যা বলবে তাই হবে।'

মঞ্চে নয়, সাধারণের মাঝে বিমান বসু। রবিবার ব্রিগেডে। ছবি : আবির চৌধুরী

বামেদের ব্রিগেডে যেন চৈত্র সেল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রাজ্যের জেলাগুলি থেকে কর্মী-সমর্থকরা রবিবার সকাল থেকেই ব্রিগেডে ভিড় জমাতে থাকেন। আর এই সুযোগেই পসরা সাজিয়ে বসলেন ব্যবসায়ীরা। মাঠের এক প্রান্তে গান, আবৃত্তি, নাচ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তখন মাঠে প্রবেশের রাস্তার দু'পাশেই চৈত্র সেলের মতো দেদার জিনিসপত্র বিকিয়েছে। ব্রিগেড দেখতে এসে আমজনতা রীতিমতো দামদর করে জিনিসও কিনল।

ব্রিগেডে প্রবেশের মুখে রকমারি পসরা নিয়ে বিক্রেতারা। রবিবার।

এবারের ব্রিগেড ছিল বর্ণময়। তপ্ত রোদে গাছের ছায়ায় বসে বক্তব্য শুনলেন বহু মানুষ। আবার এই গরমে ডিম-ভাতেরও আয়োজন ছিল। কেউ আবার সঙ্গে করে রুটি, মুড়ি, ওআরএসের জল, ছাতা, টুপি নিয়ে এসে মাঠের মাঝে বসে পড়েন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের নাচ হয়। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষক আন্দোলনের সময়ের বিখ্যাত গান 'পথে এবার নামো সাথী' ও 'উই শ্যাল ওভার কাম' গানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। মাঠের আরেক প্রান্তে দেদার দাম হাঁকিয়ে চলেছেন বিক্রেতারা। কী নেই তাঁদের পসরায়। ছোটদের জামা, প্যান্টের বেল্ট, লেডিজ ব্যাগ, সিপিএমের দলীয় টুপি ও দলীয় নেতাদের ছবি সহ নানা সামগ্রী সবই বিক্রি হয়েছে। সঙ্গে ঠান্ডা পানীয়, আইসক্রিম, ভেজ প্যাটিস। এক বিক্রেতা রতনলাল দাস বললেন, 'ব্রিগেডের মাঠে ভিড় হবে জানা কথা। তাই জিনিস নিয়ে এখানে বসেছি।' হুগলির এক সিপিএম কর্মী ছোটদের জামার দর করতে করতে বললেন, 'বক্তব্য দূর থেকেই তো শোনা যাচ্ছে। এর ফাঁকেই তাই মেয়ের জন্য জামা কিনে নিলাম।' শারীরিকভাবে সক্ষম হালিশহরের রবি দাস ব্রিগেডের আগেই হাজির হয়েছেন। তাঁর হুইলচেয়ারে বুদ্ধদেবের ছবিতে লেখা 'বুদ্ধদেব অমর রহে'।

চাকরিহারাদের নিয়ে স্পষ্ট বার্তা নেই সিপিএমের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : রবিবার বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ হল। মুখ্যমন্ত্রীর শালবনি সফরও হচ্ছে। তবে চাকরিহারাদের কোনও সুরাহা হল না। রবিবার 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর মুখ্য আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল প্রশ্ন তুললেন, 'বৈধভাবে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ব্যাপারে ব্রিগেডে বামেদের অবস্থান কী?'

ব্রিগেড মঞ্চ থেকে মহম্মদ সেলিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের বিরোধিতা করলেও বামেদের পদক্ষেপ সম্পর্কে কোনওরকম স্পষ্ট বার্তা দিলেন না। পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'-এর পূর্ব ঘোষিত নবান্ন অভিযানকে 'রাজনীতি' আখ্যা দিলেন। মঞ্চের তরফে শুভদীপ ভৌমিক উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সৌরভ আমাদের ন্যায্য দাবির মিছিলে এলেন না। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শালবনি যাচ্ছেন। অতএব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই রাজনীতিটা করছেন।'

আজ 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'-এর নেতৃত্বে এসএসসি ভবন অভিযান। মঞ্চের দাবি, যোগ্যদের তালিকা নিয়ে তবেই তাঁরা বাড়ি ফিরবেন। কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ একাধিক জেলা থেকে রবিবার এসএসসি ভবন অভিযানের জন্য একাধিক চাকরিহারা রওনা দিয়েছেন। এদিন রাত থেকেই ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে জমায়েত শুরু হয়ে গিয়েছে।

তাঁদের একটাই দাবি, 'এসএসসি ভবন অভিযান আমাদের কাছে পাখির চোখ।' ২২ লক্ষ ওএমআর শিট নিয়ে তবেই তাঁরা এসএসসি ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ তুলে নেবেন বলে জানিয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। কিছু চাকরিহারা হুংকার দিয়েছেন, 'দাবি আদায় না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব।'

বিএড প্রিয়সীর ভরসা ফুচকার স্টল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ছোট থেকেই শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভাগ্যের ফেরে হয়ে গেলেন ফুচকা বিক্রেতা। তবে কোনও কাজই ছোট নয় তাঁর কাছে। ২০২০ সালে বিএড পাশ করেছেন। এসএসসি বন্ধ থাকায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। টেট-এর আশায় ডিএলএড করছেন এখন। তবে ভবিষ্যৎ এখনও চোখের সামনে অস্পষ্ট। তাই 'সময় কারোর জন্য থেমে থাকে না' এই মন্ত্র নিয়েই রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে প্রিয়সী ঘোষ শুরু করেছেন 'বিএড ফুচকা দিদি'-র স্টল।

ছোটবেলা থেকে বাবাকে ছাড়াই বড় হয়েছেন তিনি। মায়ের সমর্থনে জীবনের বেশিরভাগ পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন স্টার মার্কস পেয়ে। মামার হাত ধরে পড়াশোনা শুরু হলেও ক্লাস এইটের পর নিজের উপার্জন দিয়েই উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন প্রিয়সী। একসময় পেটের তাগিদে নাচ শিখিয়েছেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর গান শিখে মাচা প্রোগ্রামও করেছেন। শনিবার রানাঘাট থেকে ফোনে প্রিয়সী বললেন, 'গানই আমাকে পরিচিতি দিয়েছে। তবে মরশুম ছাড়া প্রোগ্রামে ডাক পাই

না। ফলে আয়ের পরিমাণ খুবই কম। তাই ব্যবসার পথ বেছে নিয়েছি।' ২০১৬-র সম্পূর্ণ এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় আরও ভেঙে পড়েছেন প্রিয়সী। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যোগ্য-অযোগ্য বিচার করতে পারছে না। আমি যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগও পাইনি।'

বিএড পাশের পর একাধিক বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়সী। তবে অতি কম বেতনের প্রস্তাব ছিল সেখানে। সেই অর্থ দিয়ে অসম্ভব সংসারের দেখাশোনা। তাই বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পেশা তিনি বেছে নিতে পারেননি।

সব স্বপ্নপূরণ করতেই যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নববর্ষের দিন প্রিয়সী শুরু করেছেন তাঁর নিজস্ব ফুচকা ব্যবসা। তবে স্টলের নাম 'বিএড ফুচকা দিদি' কেন? উত্তরে প্রিয়সী বলেন, 'নিজের ডিগ্রিটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।'

ডোমজুড়ের 'রাশিয়ান চা দিদি'র মতো ট্রোল্ড হওয়ার ভয় নেই তাঁর। কোনও নেতিবাচক মন্তব্যকে তিনি জীবনে গুরুত্ব দেন না। প্রিয়সী জানিয়েছেন, ফুচকা স্টলের উদ্বোধনের দিন থেকেই ভিড় উপচে পড়ছে সেখানে। ফুচকা, আলু ফুরিয়ে গেলে ক্রেতাদের ফিরেও যেতে হচ্ছে। প্রিয়সী স্টলের গাড়ি নিয়ে রানাঘাট স্টেশনের সামনে পৌঁছোন বিকাল ৪টেয়। রাত ১০টা অবধি চলে বেচাকেনা। এমনকি বিক্রি বাড়ানোর জন্য ১০ টাকায় ৭টা ফুচকাও ক্রেতাদেরকে খাওয়াচ্ছেন তিনি। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ফুচকার দোকানের থেকে এখানের দাম অনেকটাই কম। চাকরির দুর্মূল্য বাজারে এই স্টলকেই জীবনতরী হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে তাঁকে।

দ্রুত টাকা খরচ না করলে জবাবদিহি

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : অর্থ দপ্তরের বরাদ্দ টাকা শুধু পেলেই হবে না। দ্রুত খরচ করতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না। এর জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকা ছেড়ে এখনই নবান্ন প্রশাসনের কড়া নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে সব দপ্তরের সচিবের কাছে। সরকারি কাজকর্মের প্রচলিত ধারায় যা রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ। কাজের মনিটরিংয়ের সঙ্গে কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতির কথাও সরকারি পোর্টালে আপলোড করার কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত টাকার সদ্ব্যবহার না করলে জবাবদিহির কোপে পড়ার আশঙ্কায় রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে নবান্নের বিভিন্ন দপ্তর।

রবিবার ছুটির দিনে নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আসলে এবার চলতি আর্থিক বছরের শুরু থেকেই

সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সিরিয়াস। সামনের বছরই বিধানসভা ভোট। তার মধ্যে চাকরি বাতিল, ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি জেলায় হলেও আন্দোলন হচ্ছে। বিরোধী দল এর সুযোগ নিয়ে রাজ্যজুড়েই প্রায় উসকানিমূলক প্রচারে নেমেছে। কিছুটা হলেও অস্থির পরিস্থিতি। সামাল দিতে ব্যতিব্যস্ত প্রশাসন। এই অস্থিরতা ও অশান্তির গেরোয় পড়ে রাজ্যের উন্নয়ন যেন ব্যাহত না হয়, তার জন্য দপ্তরগুলিকে সচেতন হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সেটাই চাইছেন। দপ্তরের বরাদ্দ টাকা যেন উন্নয়নমূলক কাজে এখনই লাগানো হয়। চাপে রাখতেই সম্ভবত দপ্তরগুলিকে জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে।

এদিন একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা কেউই জবাবদিহি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী যা চাইছেন, সেই অনুযায়ী তাঁরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন বাজেট বরাদ্দের প্রথম কিস্তির টাকায় নতুন প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজরে এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকভাতার মতো বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প। ভোটের আগে চমক দিতে মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়াতে পারেন। অন্য প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যাও বাড়াতে পারেন তিনি। এটা অর্থ দপ্তরের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ হলেও দপ্তরকে অর্থসংস্থানের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত মহিলারা

সুবিচার দিতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে হিংসার শিকার হওয়া মানুষদের নিরাপত্তা এবং সুবিচার দিতে ব্যর্থ রাজ্য প্রশাসন। রবিবার মালদা, মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার। রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই ধরনের নারকীয় ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করে দ্রুত আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক সরকার।'

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যপালের সফরের পর এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরাও সেখানে যান। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সামনে পেয়ে তাঁদের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মহিলারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে তাঁদের ওপর পৈশাচিক আক্রমণ করা হয়েছে। আশ্রয় নেওয়া মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের মেয়েদের ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগও করেছেন বলে জানিয়েছেন কমিশনের সদস্যরা। এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকার বলেন, 'নিরাপত্তা ও সুবিচার দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এটা এখনই করা উচিত।'

এদিন মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সফরকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে টিভি ক্যামেরার সামনে মহিলাদের চোখের জল ফেলিয়ে যে ছবি দেখানো হচ্ছে, সেটা পূর্বপরিকল্পিত।' যদিও জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রাহাতকার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এখানে কোনও রাজনীতি করতে আসিনি। আক্রান্তদের সাহস জোগানো ও তাঁদের সহমর্মিতা জানানোই কমিশনের সফরের উদ্দেশ্য।' ত্রাণশিবির পরিদর্শনের পর সেখানকার অব্যবস্থা নিয়েও সরব হয়েছে কমিশন।

পোস্টার বিতর্ক।। মনীষীদের মাঝখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর শহরের কালেক্টরেট মোড়ে জেলা শাসকের দপ্তরের বাইরে মেদিনীপুর পুরসভার তরফে এই পোস্টার টাঙানো হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফরের আগে এই পোস্টারে আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। ছবি ও তথ্য – চিত্ত মাহাতো

এসএসসি'র পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) নিয়োগের পরীক্ষায় আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করল। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি রুখতে আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করছে এসএসসি।

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আধার কার্ড ব্যবহার করে নিজেদের পরিচয়ের প্রমাণ নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থীরা সেই প্রমাণ দেওয়ার তিনটি বিকল্প পাবেন। প্রথমত, অনলাইনে প্রমাণ নিশ্চিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত, অফলাইনে আবেদনপত্র পূরণের সময় পরিচয়ের প্রমাণ দেওয়া যাবে। তৃতীয়ত, পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরিচয়ের প্রমাণ দিতে হবে। এসএসসি সূত্রে খবর, ভুয়ো পরীক্ষার্থীদের ধরতে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের ঘটনার পর ভুয়ো পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আর যাতে না বাড়ে, সেই লক্ষ্য নিয়েই এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় নতুন পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হেল্পলাইন চালু

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : গরমকালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে জলসংকট রুখতে সেখানকার জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এলাকার জলসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে- ৮৯০২০২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬। জল সরবরাহে কোথাও বিঘ্ন ঘটলে এই নম্বরগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপ করে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তরবারি হামলা কিশোরের

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : বছর ষোলোর কিশোরের ভয়ে তটস্থ খাস মুম্বইয়ের ভাণ্ডুপ। শনিবার বিকেল ৩টে নাগাদ তরবারি হাতে হঠাৎই সরকারি বাসের ওপর চড়াও হয় সে। বাস থামিয়ে চালককে অকথ্য গালিগালাজ করে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তরবারি দিয়ে বাসের সামনের কাচ ভাঙছে ওই কিশোর। তাকে গ্রেপ্তার করে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিশোর বলেছে, কাকা তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলে সে মেজাজ হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ, বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে।

বিমানকে ধাক্কা টেম্পোর

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল : কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্ডিগোর বিমানকে ধাক্কা দেয় একটি টেম্পো। শুক্রবারের বেঙ্গালুরুর এই ঘটনায় আহত টেম্পোচালক। বিমানবন্দরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয়

সবরকম সুরক্ষা নেওয়া হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা তাঁদের অগ্রাধিকার। ইন্ডিগো জানিয়েছে, ইঞ্জিন মেরামতের জন্য বিমানটি সেখানে দাঁড় করানো ছিল। কর্মীদের নামানোর সময় টেম্পোচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটির ওপরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও কাচ ভেঙে গিয়েছে।

নিখোঁজ স্ত্রী তাজমহলে

আলিগড়, ২০ এপ্রিল : তিনদিন ধরে নিখোঁজ স্ত্রী। খোঁজাখুঁজিতেও খবর না মেলায় শুক্রবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন শাকির। কিন্তু হঠাৎই আত্মীয়ের পাঠানো ভিডিওতে আবিষ্কার হয় প্রেমিকের সঙ্গে তাজমহল ঘুরছেন স্ত্রী অঞ্জুম। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের। জানা গিয়েছে, পারিবারিক অনুষ্ঠানের কারণে শাকির বাড়ি ছিলেন না। ফিরে দেখেন ঘর তালাবন্ধ। স্ত্রী ও সন্তানরা নেই। প্রেমিককে শনাক্ত করেছেন শাকির। দুজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা ওমর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শনিবার রাতে দিল্লি যাওয়ার জন্য চেপে ছিলেন ইন্ডিগোর বিমানে। কিন্তু মাঝ আকাশে তিন ঘণ্টা কাটানোর পর বিমান জয়পুরের দিকে ঘুরে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ওমর। ছবি সহ নিজের

অভিজ্ঞতা এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে ওমর বলেছেন, 'জম্মু ছেড়ে যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা হয়ে যায়। দিল্লি বিমানবন্দর যা দেখাল, আমি আর মেজাজে নেই। রাত ১টায় আমি বিমানের সিঁড়িতে। এখন বুক ভরে নিচ্ছি তাজা বাতাস। জানি না কখন রওনা হব।' কেন এমন ঘটল তা নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দর কিংবা ইন্ডিগোর কারোর তরফেই কোনও বিবৃতি মেলেনি। চলতি সপ্তাহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২নং টার্মিনালে বিমান চলাচল বন্ধ। শ্রীনগরে প্রতিকূল আবহাওয়া বিমান চলাচলে প্রভাব ফেলেছে।

অ্যাসিড হামলা

শাহজাহানপুর, ২০ এপ্রিল : পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর অ্যাসিড হামলা। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের টিকরি গ্রামের। অভিযুক্ত পলাতক। গুরুতর আহত রামগুনি (৩৯) ও দুই মেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছেলে অন্যত্র থাকায় বেঁচে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সন্তানদের নিয়ে মদ্যপ স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন রামগুনি। শুক্রবার রাতে পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও মেয়েদের দিকে অ্যাসিড ছোড়েন রামগোপাল। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

টানা বৃষ্টি ও হড়পায় ভূমিধসে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের একাংশ। রবিবার রামবানে।

বৃষ্টি-হড়পায় বিপর্যস্ত কাশ্মীর, মৃত ৫

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল : বৃষ্টি, হড়পা, ভূমিধসে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশ। শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে রামবানে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩ জনের। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা এবং ২টি শিশু। এর ফলে গত ৪৮ ঘণ্টায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টির জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫। নিখোঁজ ১। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু গ্রাম। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনা, পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিভিন্ন জায়গা থেকে শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। হড়পা বিধ্বস্ত এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, টানা বৃষ্টির কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে কয়েকদিন সময় লাগতে পারে। ধসের কারণে জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি আটকে রয়েছে। বহু পর্যটক নানা জায়গায় আটকে পড়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রামবান জেলা। সেখানে চন্দ্রভাগা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় একাধিক গ্রাম ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি না

উদ্ধার শতাধিক

হওয়া পর্যন্ত পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির ফলে রামবান অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা এবং সব ধরনের ত্রাণ সাহায্য করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ তাঁরা যেন আতঙ্কিত না হন। আমরা সবাই একসঙ্গে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে উঠব।'

পাকিস্তানে আক্রান্ত হিন্দু মন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে। এবার ভারতের আর এক পড়শি দেশ পাকিস্তানে আক্রান্ত হলেন পাক কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু মন্ত্রী খেলদাস কোহিস্তানি। তিনি প্রথম নির্বাচিত হিন্দু এমপি।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সিন্ধু প্রদেশের খাট্টা জেলায় খেলদাস কোহিস্তানির কনভয় নিশানা করে আলু ও টমেটো ছোড়া হয়েছে। মন্ত্রীর কোনও ক্ষতি হয়নি। শাহবাজ শরিফ সরকারেরই মন্ত্রী খেলদাস। পাকিস্তানে বহুদিন থেকেই হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অত্যাচার চলছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগও রয়েছে। নওয়াজ গোষ্ঠীর খেলদাস আক্রান্ত হওয়ায় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোহিস্তানি আক্রান্ত হওয়ার মূলে শাহবাজ সরকারের একটি সেচপ্রকল্প। গ্রিন পাকিস্তান প্রকল্পে পাক পঞ্জাবে ছ'টি সেচ খাল তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। বাধা দিয়েছেন অধিবাসীরা। বক্তব্য, সেচপ্রকল্প হলে সিন্ধু উপত্যকায় নদীগুলিতে জল থাকবে না।

উদ্ধব-রাজের সন্ধি প্রস্তাব ঘিরে ধন্দ

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : ২০০৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ওইদিন শিবাজি পার্ক জিমখানায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শিবসেনা ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো রাজ ঠাকরে। কোনওমতে কান্না চেপে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমার অতি বড় শত্রুকেও যেন এই দিনটি দেখতে না হয়। আমি শুধু সম্মান চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তার বদলে পেয়েছিলাম একরাশ অপমান এবং অসম্মান।' ওই সাংবাদিক সম্মেলনের তিন মাসের মধ্যে এমএনএস গঠন করেছিলেন রাজ। ওইদিনই 'মাতুশ্রী'-তে পৃথক একটি সাংবাদিক বৈঠকে বালাসাহেব-পুত্র উদ্ধব ঠাকরে বলেছিলেন, 'ভুল বোঝাবুঝির কারণেই রাজ ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা গত কয়েকদিন ধরে মতবিরোধ মেটানোর চেষ্টা করছিলাম। বালাসাহেব ঠাকরের সঙ্গে উনি দেখাও করেন। তারপরও রাজ অনড় মনোভাব দেখিয়েছেন।'

২০১২ সালে মৃত্যুর আগে দলীয় মুখপত্র 'সামনা'য় একটি সাক্ষাৎকারে শিবসেনা সুপ্রিমো বলেছিলেন, আমি কালো চশমা পরে থাকলেও মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র নই। আমি রাজের থেকে এমনটা আশা করিনি। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে রাজ এমনটা করতে পারে। সে যা চেয়েছিল আমি ও উদ্ধব তাতে রাজি ছিলাম। কিন্তু কোন গুরুর পাল্লায় পড়ে ওর মন বিষিয়ে গেল, সেটা বলতে পারব না।' প্রিয় ভাইপোকে উদ্ধবের সঙ্গে বসে মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন কাকা। বালাসাহেবের মৃত্যুর পর রাজের হাউহাউ করে কাঁদার দৃশ্য মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি গোটা দেশ দেখেছিল। সেইসময় জল্পনা ছড়িয়েছিল, বালাসাহেবের

রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল নাকি পারিবারিক বন্ধন

> রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।
>
> **সঞ্জয় রাউত**

অবর্তমানে দুই ভাই আবার একজোট হবেন। কিন্তু তা হয়নি।

শনিবার রাজ-উদ্ধবের সন্ধির প্রস্তাব কতটা মনের তাগিদ আর কতটাই বা রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত রবিবার বলেন, 'রাজ ও উদ্ধব দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক জোট নেই। শুধু আবেগসমৃদ্ধ কথাবার্তা চলছে এখন। আমরা বহু বছর একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ভাঙেনি। যা হবে দুই ভাই সিদ্ধান্ত নেবেন।' অপরদিকে একনাথ শিন্ডেগোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় নিরুপমের কটাক্ষ, 'দুটি শূন্য এক হলেও শূন্যই থাকবে। দুই ভাইয়ের পুনর্মিলনে নির্বাচনি সাফল্য মিলবে না।' উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও এই সন্ধি প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। এই প্রশ্নে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের কাজকর্ম নিয়ে বরং কথা বলা হোক।

তবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'ওঁরা যদি ফের এক হন তাহলে আমরা তো খুশিই হব। ওঁদের মতবিরোধ যদি মিটে যায় তাহলে সেটা ভালো ব্যাপার।' রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলেও বলেন, 'উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে হাত মেলাবেন কি না সেটা রাজ ঠাকরের ব্যাপার। বিজেপির এতে কোনও আপত্তি নেই।' অপরদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হর্ষবর্ধন সপকালও দুই ভাইয়ের সন্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপি যে মহারাষ্ট্রের ভাষা, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, সেটা রাজ ঠাকরে মেনে নিয়েছেন বলেও জানান তিনি।

স্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে থানায় স্বামী

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল : কথা কাটাকাটি, ঝগড়া। গার্হস্থ্য হিংসা প্রায় রোজকার সঙ্গী ছিল অসমের চিরাং জেলার এক দম্পতির। অভিযোগ, শনিবার রাতে ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে রাগের মাথায় স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলেন বছর ষাটের বিতিশ হাজং। তিনি স্ত্রীর কাটা মুণ্ডু সাইকেলে চাপিয়ে উত্তর বল্লামগুড়ি ফাঁড়িতে আত্মসমর্পণ করেছেন। চিরাংয়ের অতিরিক্ত এসপি রশ্মিরেখা সামা জানিয়েছেন, বিতিশ হাজং পুলিশ হেপাজতে। নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে। ফাঁড়ির সিসিটিভির ফুটেজে সাইকেলের কেরিয়ারে রক্ত লেগে থাকা দেখা গিয়েছে। এক পড়শি জানিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া রোজ হত। দিনমজুর বিতিশ শনিবার কাজ থেকে ফেরার পর অন্য দিনের মতো স্ত্রী বজন্তির সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীর গলায় কোপ বসান।

দলিত নির্যাতন রাজস্থানে

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : মুখে সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বললেও দলিত নির্যাতনে লাগাম টানা হচ্ছে না বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার ১৯ বছরের এক দলিত তরুণকে মারধর, যৌন নির্যাতন এবং গায়ে প্রস্রাব করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, সিকারের ফতেপুরে ৮ এপ্রিল ওই দলিত তরুণকে দু'জন ব্যক্তি ব্যাপক মারধর করে। তার গায়ে প্রস্রাব করে এবং যৌন নির্যাতন করে। ঘটনার আটদিন পর ওই তরুণের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও এসসি, এসটি প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিজ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ডিএসপি অরবিন্দ কুমার বলেন, 'আমরা এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছি। নির্যাতিত তরুণের মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। তার বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

রাজ্যের বিজেপি সরকারের তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেস। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, 'ওই তরুণ এই ঘটনায় এতটাই ধাক্কা পেয়েছে যে ৮ দিন ধরে অভিযোগও জানাতে পারেনি।' বিরোধী দলনেতা তিকারাম জুলি বলেন, 'এটাই আজকের রাজস্থানের বাস্তবতা। একজন দলিত তরুণকে অপহরণ, মারধর, যৌন নির্যাতন, গায়ে প্রস্রাব করা এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়। এটা লজ্জাজনক বাস্তবতা।'

আমেরিকায় রাহুল

দু'দিনের সফরে বস্টন সফরে গেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার তাঁকে বস্টন লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বাগত জানান ওভারসিজ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্যাম পিত্রোদা। ছিলেন কংগ্রেসের প্রবাসী ভারতীয় শাখার নেতা-কর্মীরাও। সোম ও মঙ্গলবার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন রাহুল। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। সেপ্টেম্বরে তিনদিনের মার্কিন সফরে গিয়েছিলেন।

নিশিকান্তর মন্তব্য থেকে দূরত্ব বাড়ালেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে নিয়ে দলীয় সাংসদ নিশিকান্ত দুবে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তার থেকে দূরত্ব বাড়াল বিজেপি। নিশিকান্তের পাশাপাশি আরও এক বিজেপি সাংসদ দীনেশ শর্মাও সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাফ কথা, 'ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' নাড্ডার কথায়, 'বিজেপি এই সমস্ত কথাবার্তাকে খারিজ করে দিচ্ছে। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।'

দেশে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের জন্য প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না দায়ী বলে শনিবার মন্তব্য করেছিলেন নিশিকান্ত দুবে। রাষ্ট্রপতিকে তিনমাসের মধ্যে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি দিয়েছে, তারও সমালোচনা করেন গোড্ডার সাংসদ। ওই মন্তব্য নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে বিরোধী শিবিরে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অনস তনবীর তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটারমানিকে চিঠি লিখেছেন। ওই আইনজীবী ওয়াকফ মামলায় একজন মামলাকারীর কৌঁসুলি। তাঁর সাফ কথা, 'নিশিকান্ত দুবে লজ্জাজনক মন্তব্য করে শীর্ষ আদালতের মর্যাদায় আঘাত করেছেন। উনি যা বলেছেন সেটা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং উসকানিমূলক।'

তবে দল দূরত্ব বাড়ালেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না নিশিকান্তের। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ওই বিতর্কিত আইনের মাধ্যমে মুসলিমদের জমি দখল করতে চায়।

> ওই দুই সাংসদ যা বলেছেন, সেটা ওঁদের ব্যক্তিগত মত। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি আদালতকে সম্মান করে। সর্বোচ্চ আদালত সহ দেশের সমস্ত আদালত গণতন্ত্রের অভিন্ন অঙ্গ তথা সংবিধানকে রক্ষা করার মূল আধার।
>
> **জেপি নাড্ডা**

তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল করে দেবে বলে আমি আশা করি।' কুরেশির ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'কুরেশি নির্বাচন কমিশনার নন, উনি একজন মুসলিম কমিশনার। উনি সিইসি থাকাকালীন সাঁওতাল পরগনায় সর্বাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ভোটার পরিচয়পত্র দিয়ে তাদের বৈধ ভোটার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।' ২০১০ সালের ৩০ জুলাই থেকে ২০১২ সালের ১০ জুন পর্যন্ত সিইসি পদে ছিলেন কুরেশি।

পুতিনকে নিয়ে প্রশ্ন জেলেনস্কির

কিভ ও মস্কো, ২০ এপ্রিল : ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযান ৩০ ঘণ্টা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিন থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, রবিবার মাঝরাত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যুদ্ধ। কিন্তু এদিন দুপুরেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেন, পুতিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা শুধুই কথার কথা।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন ফ্রন্টে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রুশ সেনা। কিভ, খারকিভেও বোমাবর্ষণ করেছে তারা। কিভে ক্রমাগত বেজেছে বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন। একটি পোস্টে জেলেনস্কি জানান, সকাল ৬টার মধ্যে ইউক্রেনীয় এলাকায় রাশিয়ার গোলাবর্ষণের ৫৯টি ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রুশ সেনার ৫টি বড় হামলা প্রতিহত করেছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। জেলেনস্কির অভিযোগ, যুদ্ধবিরতির আড়ালে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ওপর বড়সড়ো হামলার ছক কষেছিল পুতিনের সেনারা। ইস্টার সানডের সকালে কয়েকটি এলাকায় তাঁরা ইউক্রেনীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর ইউক্রেনের বাহিনীর প্রতিরোধ শিথিল হবে বলে আশা করেছিল রাশিয়া। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের কমান্ডার-ইন-চিফ ওলেক্সান্ডার সিরস্কি বলেন, 'শনিবার মাঝরাত থেকে রাশিয়ার সেনারা ৩৮৭ বার গোলাবর্ষণ করেছে। ১৯টি হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। হামলায় রাশিয়ার তরফে ২৯০ বার ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।' কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। কিন্তু ফলপ্রসূ না হওয়ায় শান্তি আলোচনা থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

'আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়'

লখনউ, ২০ এপ্রিল : স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করলেন আরও একজন 'পুরুষ'। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার হোটেলের ঘর থেকে বৃহস্পতিবার মোহিত যাদবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আত্মঘাতী হওয়ার ঠিক আগে নিজের মোবাইলে একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন মোহিত। সেখান থেকে মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছে। আদতে অরাইয়ার বাসিন্দা মোহিত পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এটাওয়ায় এক সিমেন্ট সংস্থায় কাজ করতেন। ভিডিওবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, স্ত্রী প্রিয়া এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর ওপর মানসিক নির্যাতন করতেন। খুনের হুমকি দিতেন। ক্রমাগত চাপের মুখে আইনের সাহায্য না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

ইঞ্জিনিয়ার মোহিত যাদব। -ফাইল চিত্র

মোহিতের কথায়, 'যদি মৃত্যুর পরেও ন্যায়বিচার না পাই, তাহলে আমার ছাই যেন ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ভিডিওর কথা যখন আমার বাড়ির লোকের কাছে পৌঁছোবে, ততক্ষণে আমি এই জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব। যদি পুরুষদের জন্য আইন থাকত, তাহলে আমাকে এই রাস্তায় হাঁটতে হত না। আমার পক্ষে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না।' পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৬ থেকে মোহিত ও প্রিয়ার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০২৩-এ তাঁরা বিয়ে করেন। চলতি বছরের শুরুতে বিহারের একটি সংস্থায় কাজ পান প্রিয়া। সেইসময় তিনি দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কিন্তু প্রিয়ার মা তাঁর গর্ভপাত করান। সম্পত্তি প্রিয়ার নামে লিখে দেওয়ার জন্য মোহিতকে চাপ দিচ্ছিলেন তিনি। প্রিয়ার বাবাও জামাইয়ের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ভিডিওতে মোহিতকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'স্ত্রীকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। না দিলে ফাঁসিয়ে দেওয়া হত। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন প্রিয়ার বাবা।' স্ত্রীর ভাই তাঁকে খুনের হুমকি দিচ্ছিলেন বলেও শেষবার্তায় জানিয়েছেন মোহিত। এটাওয়ার পুলিশ সুপার অভয়নাথ ত্রিপাঠী জানান, বুধবার হোটেলে ঘর ভাড়া নেন মোহিত। বৃহস্পতিবার সকালে সাড়া না পেয়ে হোটেলকর্মীরা দরজা খুলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

ট্রাম্প বিরোধিতায় উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল : সরকারি কর্মী ছাঁটাই, প্রশাসনিক খরচে রাশ, জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পে কাটছাঁট, পারস্পরিক শুল্কনীতি, বাণিজ্য যুদ্ধ, রাশিয়া ঘনিষ্ঠতা...। একের পর এক পদক্ষেপে 'নতুন আমেরিকা' গড়ার স্বপ্ন ফেরি করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তাঁর সেই স্বপ্ন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে মার্কিনদের বড় অংশের মধ্যে। রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে শনিবার পথে নেমেছিলেন তাঁরা। বিক্ষোভের নাম দেওয়া হয়েছিল '৫০৫০১'। অর্থাৎ, ৫০ রাজ্য, ৫০ বিক্ষোভ কর্মসূচি, কিন্তু এক আন্দোলন।

ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক সহ সব বড় শহরে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। হোয়াইট হাউসের বাইরেও

প্রতিবাদীদের বড়সড়ো জমায়েত নজর কেড়েছে। বহু জায়গায় এলন মাস্কের মালিকানাধীন টেসলার শোরুমের বাইরেও বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবাদীদের হাতে ছিল 'নো কিংস' (কোনও রাজা নেই) লেখা পোস্টার। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে এই লেখা আমেরিকার সর্বত্র নজরে আসত। আড়াইশো বছর পর সেই শব্দবন্ধই ট্রাম্প বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

মার্কিন সরকারের নীতি বদলের পাশাপাশি ট্রাম্পকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবিও করেছেন আন্দোলনকারীরা। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গত ৪ মাসে হওয়া একাধিক সমীক্ষায় ট্রাম্পের জনসমর্থনে ভাটার টান লক্ষ করা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ট্রাম্পের প্রথম ৪ মাসের শাসনকে সমর্থন করছেন ৪৩ শতাংশ মানুষ। তাঁর আর্থিক পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন জানিয়েছেন মাত্র ৩৭ শতাংশ মার্কিন। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে শপথগ্রহণের সময় ৪৭ শতাংশ মানুষ ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন। ১৯৫২-২০২০ পর্যন্ত আমেরিকায় যতজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁদের কারও মেয়াদের প্রথম ৪ মাসে জনসমর্থন ট্রাম্পের মতো এতটা কম ছিল না।

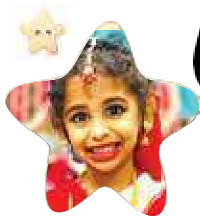

ছোট্ট তারা

সেন্ট মাইকেলস স্কুলের এলকেজির ছাত্রী আরাধ্যা সিংহ রায় নাচে পারদর্শী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সকলের মন জয় করেছে সে।

রিকশাচালকের গলায় কোপ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : চাঞ্চল্যকর ঘটনা শহর শিলিগুড়িতে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে রিকশাচালককে কোপ মারা হল রবিবার। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় পড়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তারপর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিন দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির শক্তিগড় এবং বলাকা মোড়ের মাঝে কাঁঠালতলা এলাকায়।

চিকিৎসাধীন

জানা যাচ্ছে, জখম রিকশাচালকের নাম রতন বর্মন। তিনি এনজেপি থানা এলাকার বাসিন্দা। এদিন তাঁকে রাস্তায় পড়ে কাতরাতে দেখেন স্থানীয়রা। তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে তাঁরা রতনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা এখনও জানা যায়নি। স্থানীয়রাও কিছু দেখেননি বলে জানা যাচ্ছে।

খবর পেয়ে হাসপাতালে যান রতনের জামাই অজয় বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘কী কারণে শ্বশুরমশাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হল এখনও জানি না।’ এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। রতন বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোনা ফিরে পেলেন তরুণী

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : হারিয়ে যাওয়া ৫৫ গ্রাম সোনা ফিরে পেয়ে আবেগে ভাসলেন এক তরুণী। চুরি যাওয়া সেই সোনা রবিবার প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডের বাসিন্দা লাবণি দেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন থানার আইসি বাসুদেব সরকার। গত বছরের অগাস্ট মাসে এক কর্মীকে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন লাবণি। বাড়ি ফিরে দেখেন, সেই কর্মী নেই। এরপর চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৃত বাবার আলমারি খোলার সময় লাবণির নজরে আসে, ভেতরে গয়না নেই।

১ মার্চ তিনি প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে সেই কর্মী সোনু বাল্মীকিকে পাকড়াও করে। এরপর তদন্ত করে সোনা ব্যবসায়ী মনোজ দত্তকে পাকড়াও করে। মনোজের কাছে সোনু ওই সোনা বিক্রি করেছিল। মনোজের থেকে গলানো অবস্থায় সেই ৫৫ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়। রবিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে সেই সোনা লাবণির হাতে তুলে দেন থানার আইসি। লাবণি বলেন, ‘সোনা ফিরে পাওয়ায় মা-বাবার কিছু স্মৃতি নিজের কাছে রেখে দিতে পারব।’

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ৪৩টি মোবাইল উদ্ধার করে রবিবার প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাসে বিভিন্ন সময় একাধিক মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত করে মোবাইলগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার পরামর্শ দিয়েছেন মোবাইল হারিয়ে গেলে, চুরি বা ছিনতাই হলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরি করতে হবে। পাশাপাশি কেউ যদি রাস্তায় কোনও মোবাইল পেয়ে থাকেন তাহলে থানায় এসে জমা দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন বাসুদেব। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পেয়ে খুশি প্রকৃত মালিকরা।

‘চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি কোথায় ঘোড়সওয়ার...’

রবিবার গুলমায় সূত্রধরের তোলা ছবি।

মেয়রকে কটাক্ষ বিধায়কের, এল পালটা তোপ

‘জনসংযোগের নামে নাটক’

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই শিলিগুড়িতে তৃণমূল এবং বিজেপির দুই সম্ভাব্য প্রার্থীর আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। রবিবার মেয়র গৌতম দেবের পাড়ায় গিয়ে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেছেন, ‘মেয়র জনসংযোগের নামে নাটক করছেন।’

বিধান মার্কেটে ডালা বসানো নিয়ে মেয়রের ক্ষোভ প্রসঙ্গে শংকরের মন্তব্য, ‘গৌতম এই শহরের মানুষ। তিনি দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার। রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কি জানেন না যে বিধান মার্কেটে ডালা বসিয়ে কত টাকা তোলাবাজি হয়? এখন সেখানে জনসংযোগ করতে গিয়ে ডালা বসানো দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এসব নাটক মানুষ সব বোঝেন।’ সদিচ্ছা থাকলে মেয়র এতদিনে ডালাপ্রথা তুলে দিতে পারতেন বলেও মন্তব্য করেন শংকর।

গৌতমের পালটা বক্তব্য, ‘শংকর তো কলকাতায় বসে থাকেন। মাঝেমধ্যে এখানে এসে একদিন ফেসবুক লাইভ করে আমার বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তা বলে আবার চলে যান। ওঁর খোঁজ নেওয়া উচিত যে বিধান মার্কেটে ওঁর দলের কে বা কারা ডালা বসাচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করতে চাই না।’

শংকর এর আগেও মেয়রের ‘মানুষের কাছে চলো’ কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছিলেন। এবার কটাক্ষের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক। শহরের উন্নয়নে মেয়র পুরোপুরি ব্যর্থ, শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত বলেও কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন শংকর।

মেয়র নিজেকে নিয়মিত জনসংযোগে ব্যস্ত রেখেছেন। শনিবার ‘মানুষের কাছে চলো’ কর্মসূচি নিয়ে পুরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েছিলেন তিনি। এই ওয়ার্ডটি বিজেপির দখলে রয়েছে। জনসংযোগ করতে গিয়ে মেয়র বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রাস্তায় ডালা বসিয়ে ব্যবসা এবং এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ শুনে ক্ষোভ উগরে দেন। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মেয়র।

এরপরেই রবিবার সকালে শংকর দলের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে মেয়রের বাড়ির এলাকা অর্থাৎ ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে যান। কলেজপাড়া, বাঘা যতীন পার্ক ঘুরে দেখেন। তারপর বিধায়ক বলেন, ‘মেয়র এই শহরের মানুষ। অথচ তিনি নাকি বিধান মার্কেটে ডালা বসানো নিয়ে কিছু জানেন না। এটা বিশ্বাসযোগ্য? এসব নাটক মানুষ বিশ্বাস করবেন?’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে শংকর আরও বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীও মাঝেমধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুলের মাত্রাতিরিক্ত খরচ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। পরে দেখা যায় পার্টি ফান্ডে টাকা দিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়িতেও গৌতম দেবের উষ্মা প্রকাশের পিছনে তেমন কিছু কারণ নেই তো।’

শংকরের কথায় বিশেষ আমল না দিয়ে মেয়র বলেছেন, ‘আমি মানুষের কাছে গিয়ে সমস্ত অভাব অভিযোগ শুনে উন্নয়ন করায় বিশ্বাসী। সেই চেষ্টা সবসময় চালিয়ে যাচ্ছি। শহরে অবৈধ নির্মাণ, ফুটপাথ দখলের বিরুদ্ধে নিয়মিত ব্যবস্থা নিচ্ছি। আগামীতেও নেব। বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেও মানুষ যাতে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারেন, সেই কাজ আমাদের করতে হবে।’

এই আকচা-আকচির মাঝেই উঠে আসে নির্বাচনের প্রসঙ্গ। বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। শিলিগুড়ি বিধানসভায় বিজেপি যে প্রার্থী বদল করছে না, এটা দলের তরফে ইতিমধ্যেই বিধায়ককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে গৌতম। তিনি ময়দানে নেমে পড়েছেন। ফলে এবার শিলিগুড়িতে গৌতম এবং শংকরের মধ্যেই যে মূল লড়াইটা হবে, এটা পরিষ্কার। সেটা বুঝতে পেরেই শংকর এখন থেকে গৌতমকে বিঁধতে পিছপা হচ্ছেন না।

দুই নেতার বাগযুদ্ধ

গৌতম এই শহরের মানুষ। তিনি দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার। রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কি জানেন না যে বিধান মার্কেটে ডালা বসিয়ে কত টাকা তোলাবাজি হয়? এখন সেখানে জনসংযোগ করতে গিয়ে ডালা বসানো দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এসব নাটক মানুষ সব বোঝেন।

– শংকর ঘোষ

শংকর তো কলকাতায় বসে থাকেন। মাঝেমধ্যে এখানে এসে একদিন ফেসবুক লাইভ করে আমার বিরুদ্ধে কিছু কথাবার্তা বলে আবার চলে যান। ওঁর খোঁজ নেওয়া উচিত যে বিধান মার্কেটে ওঁর দলের কে বা কারা ডালা বসাচ্ছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করতে চাই না।

– গৌতম দেব

নির্মীয়মাণ ফোর লেনের মাঝে দোকান

খাপরাইলে নিয়মভঙ্গের ছবি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : মাটিগাড়ায় চলছে ফোর লেনের কাজ। এরই মাঝে মূল রাস্তার ধারে গজিয়ে উঠেছে দোকান, হোটেল। আর সেই দোকান, হোটেল ঘিরেই বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কারণ দোকান, হোটেলগুলো যেভাবে গজিয়ে উঠেছে, তার পেছনদিক দিয়েও ফোন লেনের কাজ চলছে।

অভিযোগ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মদতেই ওখানে দোকান, হোটেল গজিয়ে উঠেছে। যদিও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওই দোকান, হোটেলের মালিকরা। গোটা বিষয়টিতে প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিষয়টি ইতিমধ্যেই তাদের নজরে এসেছে বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক অওধ সিংহল। তিনি বলেন, ‘ওঁরা একেবারে ফোর লেনের মাঝখানে বসেছেন। ওখানে দোকান বসানোর তো কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা ব্যবসায়ীদের বলেছি ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য। পুলিশ-প্রশাসনকেও বিষয়টা দেখার জন্য বলা আছে।’

মূলত খাপরাইল মোড়ের কাছে দার্জিলিং মোড় যাওয়ার রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের দোকান, হোটেল গজিয়ে উঠেছে। বাঁশ পুঁতে ত্রিপল টাঙিয়ে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। রাস্তার যে লেনের ধারে এই দোকান, হোটেলগুলি রয়েছে, সেই লেন দিয়ে খাপরাইলের দিকে গাড়ি, বাইক যাতায়াত করে। রাস্তার একেবারে ধারে একটি দোকান তৈরি হয়েছে। জাতীয় সড়কের এত কাছে দোকান তৈরি করেছেন, ভয় লাগছে না? প্রশ্নের জবাবে ওই দোকানের মালিক অবশ্য দাবি করেন, ‘যথেষ্ট দূরেই দোকান করা হয়েছে।’

কোনও গাড়ি সামান্য নিয়ন্ত্রণ হারালে বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে যায় কি না? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেননি ওই দোকানদার। তাঁর বক্তব্য, ‘সরকার বললে আমরা সরে যাব।’ তবে ওই দোকানদার কিছু কথা বললেও বাকিরা কোনও ধরনের মন্তব্য করতে নারাজ।

এদিকে যেভাবে বাঁশের খুঁটি পুঁতে একের পর এক ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান, হোটেল তৈরি হয়েছে, তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খাপরাইলের বাসিন্দা মনোতোষ দাস বললেন, ‘প্রশাসনের উচিত এই ব্যাপারগুলো দেখা। হোটেল, দোকানে থাকা ত্রিপলগুলো উড়তে থাকে। এদিক দিয়ে যেতেই এখন ভয় লাগে।’

ফোর লেনের কাজের মাঝেই

খাপরাইলে নির্মীয়মাণ ফোর লেনের মাঝে গজিয়ে উঠেছে দোকান।

ওঁরা একেবারে ফোর লেনের মাঝখানে বসেছেন। ওখানে দোকান বসানোর তো কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা ব্যবসায়ীদের বলেছি ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য। পুলিশ-প্রশাসনকেও বিষয়টা দেখার জন্য বলা আছে।

অওধ সিংহল, *মহকুমা শাসক*

জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। বসে যাচ্ছে একের পর এক দোকান। এ প্রসঙ্গে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ব্যবসা করে আসছেন, তাঁদের রুজিরুটির জন্য আমরা পুনর্বাসনের দাবি করে আসছি। তবে এই সুযোগে নতুন কেউ বসে যাবে, সেটা আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। প্রশাসন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব এই ব্যাপারটা দেখার জন্য।’

পরিস্থিতির আদৌ কোনও পরিবর্তন হয় কি না সেদিকে নজর থাকবে সকলের।

সামান্য বৃষ্টিতেই সুকনা ও চম্পাসারির মাঝে সংযোগকারী সেতুর অবস্থা বেহাল। ছবি : সূত্রধর

বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে ঘোগোমালি হাইস্কুলে। রবিবার তারই অঙ্গ হিসেবে ইন্টার স্কুল বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এই স্কুলে। এই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। তিনটি বিভাগে ছশোর বেশি পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। জুনিয়ার গ্রুপে অংশগ্রহণকারীরা সংখ্যায় চারশোরও বেশি ছিল। সেরা তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের শেষ দিন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপ সাহা বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতা সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ। প্রচুর প্রতিযোগী এসেছিল।’

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে রবিবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ‘বয়েজ ৯১’ নামক সংগঠনের তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে স্কুলের প্রাক্তনীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও এগিয়ে আসেন। তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবির থেকে মোট ৬৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। উদ্যোক্তাদের তরফে ধীমান চক্রবর্তী জানান, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : এসএসসি নিয়োগে দুর্নীতি ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির প্রতিবাদে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রবিবার বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটি শহরের বাঘা যতীন পার্কের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুশান্ত বসাক, যুব সভাপতি মনোতোষ পাসোয়ান প্রমুখ।

গর্তে ভরেছে রাস্তা

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : কখনও ভেঙে যাচ্ছে গাড়ির স্পিয়ার বল। আবার কখনও গর্ত এড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যেই পড়ে যাচ্ছেন বাইকচালক। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের রায় কলোনি হয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সংযোগকারী রাস্তার পরিস্থিতি এখন এমনই। দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ভুক্তভোগী এলাকার বাসিন্দাদের। ক্ষুব্ধ গাড়ির চালকরাও। তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বার আশ্বাস, ‘দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।’

রায় কলোনি হয়ে ডন বস্কো রোডের সংযোগকারী এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ এলাকার এই মূল রাস্তাটি বড় বড় গর্তে ভরে গিয়েছে। সম্প্রতি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গর্তে পড়ে একটি পণ্যবাহী গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এটা অবশ্য রোজকার দৃশ্য। এলাকার বাসিন্দা বীরেন দাসের কথায়, ‘এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।’

৪২ নম্বর ওয়ার্ড

রায় কলোনিতে বেহাল রাস্তার কারণে গাড়ি বিকল।

এই পরিস্থিতিতে রাস্তা সংস্কারে কেউ এগিয়ে না আসায় শেষে স্থানীয় বাসিন্দারাই ইট দিয়ে গর্তগুলো বোজানোর চেষ্টা করেন। তবে তাতে খুব একটা কাজ হয়নি বলে জানান এলাকার বাসিন্দা অশোক রায়। তাঁর কথায়, ‘বিভিন্ন সময় আমরা ইটের টুকরো দিয়ে গর্তগুলো বোজানোর চেষ্টা করেছি। তবে তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না। এরকম চলতে থাকলে সামনের বর্ষায় পরিস্থিতি যে কী হবে, তা ভেবেই ভয় হয়।’ এবিষয়ে মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বার বক্তব্য, ‘রাস্তাটি সংস্কারের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।’

তবে মেয়র পারিষদ যাই বলুন না কেন তাতে মন ভিজছে না স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সময় শুধু রাস্তাটি সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস পাই। কিন্তু কাজ হয় কোথায়? এই পরিস্থিতিতে বর্ষার আগেই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

চোরাই ত্রিপল বেচতে গিয়ে ধৃত

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : নেশার খরচ জোটাতে গিয়ে চোর চুরি করে বসল পঞ্চায়েত দপ্তরের ত্রিপল। তারপর তা বিক্রি করতে গিয়ে সটান শ্রীঘরে। ধৃতের নাম মহম্মদ করিম। সে শালবাড়ির নয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার সূত্রপাত চলতি মাসের ১৬ তারিখ। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের জানলা খোলা ছিল। সেই সুযোগে করিম একে একে দশটি সরকারি ত্রিপল চুরি করে বলে অভিযোগ। অফিস খোলার পর বিষয়টা নজরে আসতেই শুরু হয়ে যায় হইচই। ওই দিনই মাটিগাড়া থানায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নামে পুলিশ।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর বোঝা যায় চুরি করিমই করেছে।

এরপর শনিবার সন্ধ্যায় ছয়টি ত্রিপল নিয়ে মাটিগাড়া বাজার এলাকায় বিক্রি করতে আসতেই হাতেনাতে পাকড়াও হয় করিম। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশের খাতায় আগে থেকেই দাগি অপরাধী হিসেবে নাম আছে তার। করিমের বিরুদ্ধে এর আগেও ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া থেকে শুরু করে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে।

মাটিগাড়া থানায় ত্রিপল সহ ধৃত।

অন্যদিকে, চলতি মাসেরই ৪ তারিখ প্রধাননগরে একটি কাপড়ের দোকানে রাতের বেলা এসি-র তামার তার চুরির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় শনিবার রাতে পুলিশ বিশাল রাউত নামের এক দুষ্কৃতীকে দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হরিনাথ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। হরিনাথ পেশায় কাবাড়ি ব্যবসায়ী। বিশাল ওই তামার তার শিবনগর কলোনির বাসিন্দা ওই হরিনাথকে বিক্রি করেছিল। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পথে সিগারেট নামিয়ে ব্যবসা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২০ এপ্রিল : দেখতে হুবহু একইরকম। কারও সন্দেহ হওয়ার জো নেই। সেই সুযোগে এদেশের বাজারে দেদারে বিকোচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভুটানে বিক্রির জন্য পাঠানো সিগারেট। এতে ধূমপায়ী বা বেশিরভাগ খুচরো বিক্রেতার তেমন কোনও লাভ হচ্ছে না।

তবে মোটা অঙ্কের মুনাফা গুনছেন একশ্রেণির স্টকিস্ট এবং পাইকারি ব্যবসায়ী। আর এক ধাক্কায় প্রচুর পরিমাণ ভুটানি সিগারেট বাজারে এলে দিশেহারা হতে হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা নির্দিষ্ট কর মিটিয়ে এদেশের সিগারেট মজুত করছেন। ভুটান সংলগ্ন হাসিমারা, জয়গাঁ, বীরপাড়া থেকে ধূপগুড়ি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এই কারবার।

এদেশের সরকার এবং ক্রেতাদের ফাঁকি দেওয়ার এই ব্যবসা শুরু হয় ভুটানের মাটি থেকেই। সেখানে বসেই বিরাট অঙ্কের সিগারেটের অর্ডার দেওয়া হয় ভারতের সংস্থাগুলোর কাছে। ভুটানের বাজারে বিক্রি হবে বলে এদেশের প্রযোজ্য কর তাতে বলবৎ হয় না। সিগারেটের ওপর এদেশে জিএসটি সহ পঞ্চাশ শতাংশের বেশি কর প্রযোজ্য থাকলেও সেসব কার্যকর হয় না। ভুটানের নাম করলেও শেষপর্যন্ত সেই সিগারেট অবশ্য ভুটানের মাটিতে পৌঁছায় না। দু'দেশের সীমান্তের কাছাকাছি সুবিধাজনক কোনও জায়গায় গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে ওদেশের মাটিতে সিগারেটের ওপর যে কর প্রযোজ্য, সেটাও আর দিতে হয় না। দুই দেশের সরকার প্রাপ্য কর বাবদ মোটা টাকা না পেলেও সিগারেট পেয়ে যায় চক্রের পান্ডারা। আর এই কারবার যাতে ধরা না পড়ে, সেজন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে মাসোহারার ব্যবস্থা করা থাকে। এভাবে একেক প্যাকেট সিগারেটে ১০-১৫ টাকা মুনাফা করে। কার্টনের পর কার্টন সিগারেটের ক্ষেত্রে এই টাকার অঙ্কটা তো বিশাল।

> খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা বা ধরা যাবে না। ফারাক শুধু পাইকারি দামে। এদেশের হিসেবে আমরা এক প্যাকেটে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা মুনাফা করি। আর ভুটানের সিগারেট বেচলে লাভ হয় অন্তত ১০ টাকা। ভুটানের সিগারেট যারা পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে পারছি না।
>
> **পাইকারি সিগারেট ব্যবসায়ী**

আর এরফলে সবার অজান্তেই ডুয়ার্সের বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে ভুটানে বিক্রি হওয়া সিগারেট। এই চক্রের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত ধূপগুড়ির এক পাইকারি সিগারেট ব্যবসায়ীর কথায়, 'খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা বা ধরা যাবে না। ফারাক শুধু পাইকারি দামে। এদেশের হিসেবে আমরা এক প্যাকেটে পঞ্চাশ পয়সা থেকে এক টাকা মুনাফা করি। আর ভুটানের সিগারেট বেচলে লাভ হয় অন্তত ১০ টাকা। ভুটানের সিগারেট যারা পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে পারছি না।'

খালি চোখে দেখে বোঝার বা প্রমাণ করার উপায় নেই যে সিগারেট এদেশের না ভুটানের। এসব ক্ষেত্রে লেনদেন হয় পুরোপুরি নগদে। দীর্ঘদিন পাইকারি সিগারেট ব্যবসায় জড়িত এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কথায়, 'মার্কেটে মারাত্মক সস্তায় বিক্রি শুরু হলে টের পাই ভুটানের উদ্দেশে পাঠানো সিগারেট স্থানীয় বাজারে ঢুকেছে। এই চক্র খুবই সংগঠিত। তাই কখন, কার মাধ্যমে বাজারে তা আসবে আগেভাগে টের পাওয়া মুশকিল।'

এই কারবার নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ সেভাবে মুখ খুলতে চান না। আর খোলাবাজারে এর প্রভাব পড়ে না বলে এনিয়ে সেভাবে শোরগোলও হয় না। অভিযোগ হয় না বলে পুলিশও মাথা ঘামায় না। এসবের সুযোগে ভুটানে যাওয়ার পথে রওনা দিয়ে বহালতবিয়তে এদেশে ঢুকে পড়ে কার্টনের পর কার্টন সিগারেট।

বাংলাদেশে ফেরার পথে গ্রেপ্তার পাঁচ

অনুপ্রবেশের পর ৮ মাস শ্রমিকের কাজ বিহারে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : প্রতিবেশী দেশে কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসতেই অনুপ্রবেশকারীদের হিড়িক লেগেছে বাংলাদেশে ফেরার। আর নিজের দেশে ফিরতে গিয়েই উত্তর দিনাজপুরে ভারতের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। শনিবার সন্ধ্যায় এমনই পাঁচজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতেনাতে ধরলেন কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা।

উল্লেখ্য, কালিয়াগঞ্জের দক্ষিণে অনন্তপুর এবং পূর্বে রাধিকাপুরের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কাঁটাতার যুক্ত ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে রাধিকাপুরের বাসিন্দারা ভয়ে ভয়ে জানালেন, গত বছর অগাস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হতেই প্রাণের ভয়ে প্রচুর মানুষ চোরাগোপ্তায় কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। সেই সময় শুধুমাত্র রাধিকাপুর এলাকার বর্ডার দিয়েই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়েন। তারপর থেকে ভারতে বসে নজর রাখছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর।শনিবার ধৃত ৫ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা বিহারে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। বাংলাদেশ ফেরার পথে তাঁদের চকসিবানন্দ এলাকায় কর্তব্যরত বিএসএফ আটক করে। রাতেই ধৃতদের কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন বিএসএফ কর্তারা।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পরিবারও রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে, তাঁরা বিহারে শ্রমিকের কাজ করতে আট মাস আগে ভারতে ঢুকেছিলেন চোরাপথে।'

কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম চিত্র দেবশর্মা (৩৯)। এছাড়াও ধরা পড়েছেন চিত্রের স্ত্রী নমিতা বালা (৩৩) এবং চিত্রের ছেলে দিপু দেবশর্মা (১৮)। প্রত্যেকেরই বাড়ি দিনাজপুর জেলার বোঁচাগঞ্জ এলাকায়। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিনাজপুর জেলার চাপাডাঙ্গির বাসিন্দা আশানন্দ রায় (৩০) এবং বিরোল এলাকার বিনয় রায়কে (১৮)। রবিবার সকালে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রাধিকাপুরের এক বিজেপি নেতা বলেন, 'গত বছর অগাস্ট মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতেই প্রায় ৫০ হাজার মানুষ বাঁচার তাগিদে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে এপাড়ে এসেছিলেন। সে সময় ভারতের বেশ কিছু দালাল লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন।'

কালিয়াগঞ্জের বিজেপি নেতা উত্তম রায়ের মন্তব্য, 'সেই সময় প্রচুর বাংলাদেশি প্রাণের ভয়ে এপারে এসেছিলেন। আজও দু'একজন করে অনুপ্রবেশ করছে।' বিএসএফ তাহলে কি করছে? জবাবে উত্তমের জবাব, 'চোখে পড়লে বিএসএফ ধরছে।'

তালা ভেঙে

প্রথম পাতার পর

আমাদের মতো বিরোধী দলের কাউন্সিলারদের তো আর সেই ক্ষমতা নেই। অন্তত ওয়ার্ড কমিটি কিংবা কাউন্সিলার, সেটা করতে পারেন না বলেই জানি। এধরনের সমস্যায় খুব বেশি হলে পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে পারে। তারপর হয় পুলিশ, না হয় আদালত বিষয়টা দেখবে।' আর সিপিএম নেতা তথা কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আসলে এই প্রশাসনে গুন্ডাগিরি, মস্তানি, আইন না মানাটাই নিয়ম। সেটাই এখানে হয়েছে।'

টোটোন সরকারের দাবি, 'পাতিকলোনির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সিংহ রায়ের দোকানে গত ২৮ বছর ধরে আমি ভাড়া রয়েছি। বছরখানেক আগে আমাকে বাড়ির মালিক দোকান ছাড়তে বলেন। এত বছর ফার্নিচারের দোকান থাকায় আমি পাঁচ-ছয় বছর সময় চেয়ে নিই। তবে কাউন্সিলার আমাকে এক বছরের সময় দেন। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিই, এত কম সময়ে আমার সরে যাওয়াটা সম্ভব হবে না।' সম্প্রতি বাড়ির মালিক ওই দোকানের বিদ্যুতের লাইনও কেটে দেন। টোটোন বলেন, 'বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়ায় আমি দোকানের সামগ্রী আমার পরিচিত একজনের দোকানে অস্থায়ীভাবে সরিয়ে নিই। পাতিকলোনির এই দোকানের জায়গাটা তারপর শাটার দিয়ে রেখেছিলাম।'

তার মধ্যেই এদিন কাউন্সিলার তাঁর দলবল নিয়ে দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে থাকা সামগ্রী বাইরে নিয়ে আসেন।

কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'আমি কারও জায়গা কাউকে দখল করে রাখতে দেব না। ওই ভাড়াটিয়ার দুটো দোকান রয়েছে। তারপরেও এই বাড়ি মালিকের দোকান দখল করে রেখেছেন। বাড়ির মালিক অসুস্থ। বাড়ির মালিক চাইছিলেন, ভাড়া সরিয়ে ওই দোকানে নিজে কিছু করবেন। আমাকে এব্যাপারে চিঠিও দেন তিনি। তারপরই আমি দুই পক্ষকে বসিয়ে ভাড়াটিয়াকে এক বছর তিন মাস সময় দিই। সেই সময় পার হয়ে গিয়েছে। অথচ ওই ভাড়াটিয়াকে দোকান ছাড়তে বললে, তিনি দোকান ছাড়বেন না বলছেন। এরপর ওয়ার্ড কমিটিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাড়াটিয়াকে ডেকে দোকানের সব সামগ্রী বের করে বাড়িতে দিয়ে আসা হয়েছে। সব ভিডিওগ্রাফিও করে রাখা আছে।' সব মিলিয়ে, গোটা ঘটনায় বিতর্কের মুখে স্থানীয় কাউন্সিলার।

ধৃত তরুণ

প্রথম পাতার পর

সামনের গাড়িতে জিয়াউল ছিল। পথে কালাগছ বাজারের মোড় থেকে জিয়াউলকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে।' কোথাকার পুলিশ, কী কারণেই বা তাকে ধরেছে এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানতে পারেননি বলে দাবি রোহিতের। তবে জিয়াউলকে তাঁরা আগে থেকে চিনতেন। রোহিত আরও বলেন, 'জিয়াউল আগে এলাকায় অনেকদিন কাজ করেছিল। এবার প্রায় ১০ বছর পর দু'দিন আগে এসে কাজ খুঁজছিল। পুরোনো পরিচিতির সুবাদে তাকে কাজে নেওয়া হয়েছিল।'

জাত বড়, চাপা পড়ছে ভাতের লড়াই

প্রথম পাতার পর

কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তৎকালীন রাজ্য সরকারও অনেকটাই নিস্পৃহ ছিল কোচবিহারের উদ্বাস্তু স্রোত নিয়ে।

১৯৫০-এর শেষেই এই অঞ্চলে এক মন চালের দাম পৌঁছোয় ৭০-৮০ টাকায়। দেখা দেয় তীব্র খাদ্যসংকট। প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে ১৯ এপ্রিল, ১৯৫১ খাদ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবিতে সাগরদিঘির পাড়ে অনশন আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল জেলাজুড়ে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ২১ এপ্রিল খাদ্যের দাবিতে জেলা শাসকের অফিসের দিকে এগোতে থাকে ভুখা মানুষের মিছিল। সেই মিছিলের শুরুতেই ছিলেন জেনকিন্স স্কুল, মিশনারি বা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল ও সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলন থামাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে প্রাণ হারান সাত বছরের এক শিশু ও দুই তরুণী সহ পাঁচজন : বকুল তালুকদার (৭), কবিতা বসু (২৫), বন্দনা তালুকদার (১৬), সতীশ দেবনাথ (১৫) ও বাদল বিশ্বাস (২০)। আহত হয়েছিলেন আরও ৪১ জন।

'পাঁচ শহীদের তাজা খুনে লাল সাগর-দীঘির জল/ তখন তোমার দুচোখে আগুন কিন্তু অচঞ্চল/ সেদিন বুঝেছি তোমার বুকে কি শাণিত অঙ্গীকার/ অভিনন্দন তোমাকে, কোচবিহার।' কোন এক নাম না জানা কবির কবিতায় এইভাবে ধরা পড়েছিল সেদিনের রক্তঝরা দিনের কথা। বিগত ৭৪ বছরে জাতিসত্তার প্রশ্নে বহুবার উত্তাল হয়েছে কোচবিহার। যদিও রুটিরুজির লড়াই আর সেভাবে গড়ে উঠতে দেখেনি ওই এলাকার মানুষ। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষের জীবন-জীবিকার সামগ্রিক মান অনেকটাই বেড়েছে এই জেলায় বা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র উত্তরবঙ্গে। কিন্তু সেই উন্নয়ন কি এতটাই বেশি যে, সেদিনের 'দুচোখে আগুন' আর 'শাণিত অঙ্গীকার' একেবারে শান্ত সমাহিত হয়ে গিয়েছে? প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গেলে কিন্তু এক অন্য বাস্তব আমাদের চোখে পড়বে। সেদিন খাদ্যের জন্য গুলি খেয়েছিল নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসারের মানুষজন। আজ খাদ্যের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করতে করতে কুড়িতলা থেকে পড়ে মারা যাচ্ছে উত্তরের তরুণরা। সময় বদলেছে, বদলেছে খাদ্যের চাহিদার ধরন আর খাদ্যের জন্য মরণ।

উত্তরের অর্থকরী ফসল পাট বা তামাক চাষ গত সাত দশকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকে গোটা উত্তরবঙ্গের একটা অন্যতম কর্মসংস্থানের জায়গা ছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, যার স্থায়ী কর্মীসংখ্যা এখন তার অনুমোদিত পদের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। চা শিল্পের অবস্থা ডুবন্ত নৌকার মতো। উত্তরের পর্যটনশিল্পের মুনাফা লুটে নিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বিনিয়োগকারীরা। দিশা দেখানোর মতো এমন কোনও শিল্প এখনও উত্তরে গড়ে ওঠেনি। এই সবের পরিণাম কোচবিহার থেকে মালদার অসংখ্য তরুণ-তরুণীর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে জীবন নির্বাহের লড়াই।

প্রশ্ন এখানেই, এতসবের পরেও শুধুমাত্র জাতপাতের প্রশ্নের বাইরে উত্তরবঙ্গজুড়ে জীবন-জীবিকার আন্দোলন কোথায়?

কোচবিহারে ১৯৫১-র খাদ্য আন্দোলনের উপর যেমন গুলি চলেছিল, ১৯৫৫-তে তো ঠিক তেমনি গুলি চলেছিল মার্গারেট হোপ চা বাগানে। ভারতবর্ষ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছিল। তখনই উত্তরবঙ্গের এইসব অঞ্চল থেকেই তো প্রথম প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল দেশ। সমতলের কোচবিহারের মতো উত্তরের পাহাড়েও গত ৭০ বছরে জাতিসত্তার বাইরে সিকিভাগও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের প্রশ্নে আন্দোলন আমরা দেখিনি। আমাদের দুর্ভাগ্য, নকশাল, তেভাগা আন্দোলন গোটা বাংলার উত্তরভূমিকে একসঙ্গে আলোড়িত করতে পারেনি।

কোচবিহার হোক বা দার্জিলিং, বা তরাই ডুয়ার্সের চা বাগানের আদিবাসীরা, জাতিসত্তার আন্দোলনকে হয়তো সামাজিক বঞ্চনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বঞ্চনা মেটানোরও আন্দোলন ভেবে এসেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পরিচিতিসত্তার আন্দোলনগুলোর পেছনে সেরকমভাবে কোনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা বা দাবিসনদ আন্দোলনকারীরা এখনও অবধি তুলে ধরতে পারেননি। আসলে প্রায়োজনটাও হয়নি। জাতপাতের অঙ্কের বিভাজন রাজনৈতিক সমীকরণে লাভ দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে। উত্তরের রাজবংশী বা আদিবাসীরা দীর্ঘদিন বামেদের ভরসাযোগ্য ভোটব্যাংক ছিল। কামতাপুরি বা গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সেই ভোটব্যাংকে চিড় ধরায়। যার সুফল তৃণমূল কংগ্রেস নিয়েছিল ২০১১ বা তার পরবর্তী কিছু সময়।

খুব দ্রুত সেই রাজনৈতিক সমীকরণেও বদল আসছে। গত কয়েক বছরে আরএসএস চা বাগান এলাকা থেকে আদিবাসী জনসমাজে নিবিড় যোগসূত্র সংগঠিত করেছে। প্যান-হিন্দু আইডেন্টিটি একসূত্রে গেঁথেছে গোর্খা, রাজবংশী-কামতাপুরি আর চা বাগানের আদিবাসীদের।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু মানুষরা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে গোটা উত্তরজুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটার রাশও একেবারেই আলগা হয়ে গিয়েছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের উত্তরাধিকার কার্যত হারিয়ে গিয়েছে। একটা সামগ্রিক সহাবস্থানের ভূখণ্ড এখন প্রকৃত অর্থেই খণ্ড খণ্ড জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। উত্তরের যুবসমাজ এখন পরিযায়ী শ্রমিক। দিল্লির ইটভাটা বা কেরলের বহুতলেই তাদের জীবন-জীবিকার মূল লড়াই। তাই তাদের ব্যবহার করে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা লুটছে কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সেই নেতাদের উপর ভাতের লড়াইয়ের কোনও চাপ কোনও জনগোষ্ঠী থেকেই আসছে না।

চিতাবাঘের আতঙ্ক ভান্ডিগুড়িতে

বাইসনের আক্রমণে বৃদ্ধার মৃত্যু

সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল : রায়পুর ও ভান্ডিগুড়ি। পাশাপাশি দুটো চা বাগান এখন বুনোর আতঙ্কে কাঁপছে। রায়পুর বাগানে রবিবার সকাল থেকে দুটি বাইসন দাপিয়ে বেড়ায়। বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার। আহত হয়েছেন তিনজন। আর ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে শনিবার চিতাবাঘের হামলায় এক চা শ্রমিক জখম হয়েছিলেন। বন দপ্তর চিতাবাঘ ধরতে ৬০ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতলেও চিতাবাঘ ধরা পড়েনি। চা শ্রমিকরা ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছেন। তাঁদের ভয় আরও বাড়িয়েছে পাশের রায়পুর চা বাগানে বাইসনের হানার ঘটনা।

ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে শ্রমিক ও চৌকিদার বাজি-পটকা ফাটাচ্ছেন।

এদিন বাইসনের হামলায় মৃতের নাম দেউমণি চিকবড়াইক (৮০)। তাঁর বাড়ি রায়পুর চা বাগানের ভগৎ লাইন এলাকায়। এছাড়া সাজন নায়েক, গোলক মণ্ডল এবং গোবিন্দ বিশ্বাস জখম হয়েছেন। সাজন রায়পুর চা বাগানের ভগৎ লাইনের বাসিন্দা। গোলক এবং গোবিন্দ রংধামালি বাজার সংলগ্ন চেরাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। আহতরা বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, ঘুমপাড়ানি গুলি গায়ে লাগার পর একটি বাইসনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকটি বাইসনকে এদিন রাত পর্যন্ত জঙ্গলে ফেরানোর তোড়জোড় চলছে।

এদিন দুটি বাইসন প্রথমে ভগৎ লাইনে ঢোকে। পরে সেখান থেকে একটি বাইসন রংধামালি বাজার সংলগ্ন চেরাবাড়ি এলাকায় চলে যায়। লোকালয়ে বাইসনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের বনাধিকারিক এম রাজা। বাইসন দুটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে সুকনা রেঞ্জ, গরুমারা ডিভিশন এবং জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। প্রায় ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় বনকর্মীরা বাইসন দুটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করেন। বনাধিকারিক এম রাজা বলেন, 'আমরা বাইসন দুটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করতে পেরেছি।'

সকাল ৭টা নাগাদ বাড়ির কলপাড়ে বসে বাসন ধুচ্ছিলেন দেউমণি। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইসনের হামলার শিকার হন। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার পুত্রবধূ জোশিলা চিকবড়াইক বলেন, 'প্রতিবেশীদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে বুঝতে পারি বাইসন ঢুকেছে গ্রামে। সেই সময় আমার ছেলে ঘরে ছিল না। ওকে খুঁজতে আমি বেরিয়ে যাই। ফিরে এসে দেখি শাশুড়ি মা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।'

> **ভয়ে কাঁটা**
>
> - রবিবার সকালে রায়পুর চা বাগানে বাইসনের হানায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়
> - শনিবার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় এক চা শ্রমিক জখম হন
> - পরপর দু'দিন বুনোদের আক্রমণে তটস্থ হয়ে রয়েছেন বাগানের শ্রমিকরা

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটি বাইসন ভগৎ লাইন এলাকাতেই তাণ্ডব চালিয়ে বেড়ায় বেলা ১টা পর্যন্ত। ওই বাইসনের হামলার শিকার হন ভগৎ লাইনের বাসিন্দা সাজন নায়েক। অপর বাইসনটি চলে যায় রংধামালি বাজার সংলগ্ন চেরাবাড়ি এলাকায়। সেখানে গোবিন্দ এবং গোলক বাইসনের আক্রমণের শিকার হন। গোবিন্দ বলেন, 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। বাইরে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে দাঁড়াতেই বাইসনটি আমাকে ধাক্কা মারে।'

রংধামালি এলাকায় বাইসনটির তাণ্ডবের জন্য কিছুক্ষণ জলপাইগুড়ি-বেলাকোবা রাজ্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন বনকর্মীরা।

এ তো গেল বাইসনের কথা। ওদিকে, চিতাবাঘের আতঙ্কে ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা রবিবার ৬০ নম্বর সেকশনে পাতা তোলা বন্ধ রেখেছিলেন। রবিবার পাশের রায়পুর চা বাগানে বাইসন ঢুকে পড়ার ঘটনার খবরে নজর রেখেছিলেন তাঁরাও। তাঁদের বাগানে চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত আতঙ্কের রেশ কাটবে না বলে শ্রমিকরা সাফ জানিয়েছেন। যদিও বাগানের অন্যান্য সেকশনে বাজি-পটকা ফাটিয়ে পাতা তোলার কাজ হয়েছে।

বাগানের এক শ্রমিক কুবল মণ্ডল বলেন, 'পেতে রাখা খাঁচায় রাতে ছাগলের টোপ দিয়ে যান বনকর্মীরা। ফের সকালে ছাগল নিয়ে যান। কিন্তু খাঁচাকে গাছপালা দিয়ে না ঢাকলে চিতাবাঘ খাঁচামুখী হবে না।'

এদিকে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও এম রাজা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'চিতাবাঘ চা গাছের ঠান্ডা পরিবেশে প্রসব করতে আসে। আমরা শনিবারের ঘটনার পর খাঁচা বসিয়েছি। বাজি-পটকা দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের। বনকর্মীরা নজর রেখেছেন।'

নর্দমা পরিষ্কারের সূচনায় হাসির রোল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ এপ্রিল : দুপুরের চড়া রোডে তখন হাঁসফাঁস অবস্থা। কোচবিহার মিনিবাস স্ট্যান্ড চৌপথির ব্যস্ততম মোড়ে তখন বেশ ভিড়। মোড়ের একদিকের জটলায় চোখ আটকাচ্ছে পথচারীদেরও। সেখানে ফুলের থালা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলার শম্পা ভট্টাচার্য। পাশেই নারকেল হাতে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ছুটির দিন হচ্ছেটা কী? জটলার সামনে যেতেই বোঝা গেল, ওই চত্বরে আবর্জনায় পরিপূর্ণ নর্দমা পরিষ্কার করা হবে। আর সেই কাজের সূচনা করতেই ফুল, নারকেল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন পুরকর্তারা। ঘোষকের কথা শেষ হতেই নারকেল ফাটিয়ে চারিদিকে জল ছিটিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গেই ফুল ছেটানো শুরু করলেন শম্পা। তারপরই কোদাল, বেলচা হাতে নর্দমায় নেমে পড়লেন জনাকয়েক সাফাইকর্মী।

বড় কোনও প্রকল্প নয়, ভবন নয়, হবে নর্দমা সাফাই। আর তারজন্য সূচনা অনুষ্ঠানের কথা শুনে হতবাক সাধারণ নাগরিক থেকে বিশিষ্টজনেরা। সব দেখেশুনে জটলার পেছনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিলেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতে কানাঘুঁষো শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরেও। দলের কাউন্সিলার ভূষণ সিং রাখঢাক না রেখেই বলেন, '৪৫ বছর ধরে পুর প্রতিনিধি রয়েছি। পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। আজ পর্যন্ত কোনওদিন দেখিনি নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনা হয়। উনি কেন এমন করছেন সেটা উনিই বলতে পারবেন।' যে যাই কটাক্ষ করুন না কেন নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনাতে দোষ দেখছেন না পুর চেয়ারম্যান। তাঁর সাফ কথা, 'জনগণকে জানাতে হবে তো কী কাজ করছি। বিষয়গুলি প্রচারে আনতে হবে। তাই সূচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। তাতে হইচই করার কিছু নেই।'

নর্দমা সাফাইয়ের কাজের সূচনা করছেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মিনিবাস স্ট্যান্ড চৌপথি নয়, একই স্টাইলে এদিন ব্যাংচাতরা রোডে নিউ সিনেমা সংলগ্ন একটি নর্দমা পরিষ্কারের কাজের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। পুরকর্তারা জানিয়েছেন, দুটি নর্দমা পরিষ্কারের জন্য ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে পুর বোর্ড।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২০ এপ্রিল : উদ্ধার হল প্রচুর বিদেশি মদ। রবিবার সকালে জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি থেকে ১৩১.৩৪ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গাড়িটিকে আটক করার পাশাপাশি চালক বিকাশ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত মাধেপুরা জেলার পুরেনি বাজার এলাকার বাসিন্দা। কিশনগঞ্জ আদালতের বিচারক তাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কোচাধামন থানার আইসি রণজয় কুমার জানান, এই মদ উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের মাধেপুরায় পাচার করা হচ্ছিল।

লড়াইয়ের ডাকে

প্রথম পাতার পর

সিপিএমের হিন্দুদের ধন্যবাদ, তারা ব্রিগেড থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।' তাঁর তোপ, 'সেলিম মমতার দালাল, মমতার এজেন্ট। মমতার কাছ থেকে মাসোহারা পান। চিটফান্ডের সবথেকে বড় বেনিফিশিয়ারি উনি। '৮৪ সালে কলকাতায় ওঁর নির্বাচনে সব খরচ দিয়েছিল ওই চিটফান্ড সংস্থা।'

তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা সিপিএমের ব্রিগেডে যাবেন, বড় বড় কথা বলবেন, তাঁদের ৯৯ শতাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, দিচ্ছেন। মঞ্চ সিপিএমের, ভোটার বিজেপির। মনে হচ্ছে, এটা যেন হাঁসজারুর ব্রিগেড।' কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ও আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী শুধু ব্রিগেড সমাবেশের সাফল্য কামনা করে বিবৃতি দেন। সেলিম অবশ্য দাবি করেন, 'এই ব্রিগেড কাঁপন ধরাবে।'

সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহুর মুখে ছিল সিপিএমের চিরাচরিত বক্তব্যের চর্বিতচর্বণ। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি শ্রমিক, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মেহনতি মানুষের জীবনে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মুর্শিদাবাদ, সামশেরগঞ্জে দাঙ্গা পরিস্থিতি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য ভেঙে ফেলেছে। রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলছে।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাতে সবাই পান, তার জন্য আন্দোলনের কথা বলেন প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সরদার। বন্যা অবশ্য বলেন, 'লক্ষ্মীদের সম্মান থাকে না, তাদের আবার ভাণ্ডার কী? মেয়েদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, তারপর টাকা ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

ভিডিও

প্রথম পাতার পর

আর ফালাকাটায় সেই দুজন এসেছিলেন ইদের আগে ভিক্ষা করে কিছু উপার্জনের আশায়। স্থানীয় পুলিশও এমন ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

ক্যুইন্ট জানিয়েছে, এই সত্য খুঁজে বের করতে তারা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে। প্রথমে ভিডিওটিকে একাধিক স্ক্রিনশটে ভেঙে নিয়েছে। তারপর সেই ছবিগুলি ধরে ধরে গুগলে গিয়ে 'রিভার্স ইমেজ সার্চ' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। আর তার ফলে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসেই এই ভিডিও ফেসবুকে একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। সেসব পোস্টেই জানানো হয়েছিল যে, তাঁরা বিহারের বাসিন্দা, ফেজ টুপি পরে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন ইত্যাদি। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের যুগে ভুয়ো খবর, ভুয়ো ছবি বা ভুয়ো তথ্য প্রচারের প্রবণতা নতুন কিছু নয়। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতেই মোথাবাড়ির যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসময় তো বাংলাদেশের গতবছরের অশান্তির সময়কার ছবিও পোস্ট করে মোথাবাড়ির ঘটনা বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষা ফিনিশার রাসেলের

নাইটদের পথে কাঁটা সেই বাটলার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : আকাশ কখনও মেঘলা। কখনও রৌদ্র করোজ্বল।

যোগফল ভ্যাপসা গরম। বাড়তি ঘাম। তার মধ্যেই সময়ের আগে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ। নেটে দুইজনের একান্ত অনুশীলন। জুটিতে টানা বোলিং। জস বাটলারদের বিরুদ্ধে স্পেশাল কোনও স্ট্র্যাটেজিতে শান দেওয়ার প্রয়াস? অনেকটা সেরকমই।

শুধু বাটলারই কেন, প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্সের টপ থ্রি স্পিনটা বেশ ভালো খেলে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিল ভালো শুরু করে দিচ্ছেন। বাটলার সেখানে চেনা ফিনিশারের ভূমিকায়। তবে নাইট বোলিং বনাম গুজরাট ব্যাটিং, এরকম ভাবনার মধ্যে সোমবারের দ্বৈরথকে আটকে রাখলেও ভুল হবে।

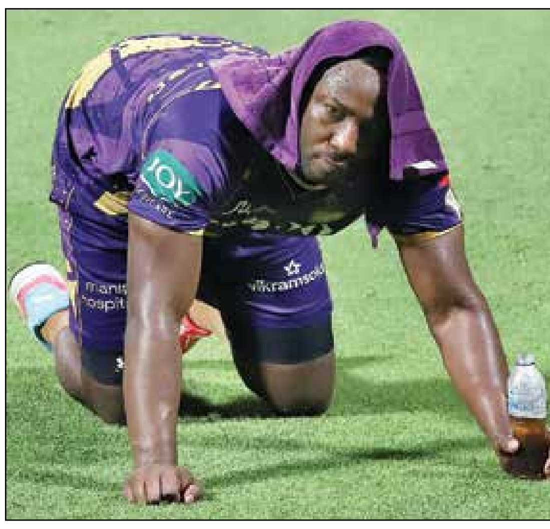

ব্যাটিংয়ে টানা অফফর্ম চিন্তায় রাখছে আন্দ্রে রাসেলকেও।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সৌজন্যে আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন গুজরাটে বোলিং কম্বিনেশন। স্পিন-পেসের দুরন্ত সংমিশ্রণ। মহম্মদ সিরাজ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন চলতি আইপিএলকে। দীর্ঘদিন পর টানা ক্রিকেটের স্বাদ চুটিয়ে নিচ্ছেন বর্তমানে পার্পল ক্যাপের মালিক প্রসিধ কৃষ্ণা। ইশান্ত শর্মার বুড়ো হাড়ে ভেলকিতে চমক জারি।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে নাইটদের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রোর গলাতেও যে পেস আক্রমণ নিয়ে সমীহের সুর। অথচ, কিছুটা অবাক করেই বাইশ গজে সবুজের সমারোহ। ইডেনে এখনও পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে দুইটিতে হার নাইটদের। জয় শুধু সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে। সেই পিচে আগামীকাল লিগ-টপার গুজরাটের টক্কর। তবে সেদিন ছিল ন্যাড়া উইকেট, এদিন সেখানে ঘাস।

বল ব্যাটে আসবে, শট খেলে ব্যাটাররা যেমন মজা পাবেন, তেমনই সুবিধা পাবেন বোলাররা। স্পোর্টিং উইকেটের হাতছানি? প্রশ্ন নাইটরা কী করবে? পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুল্লানপুরের মন্থর পিচেও বেলাইন হয়েছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের দল। একশো পেরোতে পারেনি। এদিনের অনুশীলনে পেস ব্রিগেডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। বিশ্রামে আন্দ্রে রাসেলও। হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, রাসেলরা নামবেন পুরোদস্তুর এনার্জি নিয়ে। বাস্তব হল, পিচ বা এনার্জি নয়, সমস্যা আরও গভীরে।

কলকাতায় পা রাখার আগে শনিবারই দিল্লির বিরুদ্ধে দুরন্ত ৯৭-এ নাইট বোলারদের রক্তচাপ বাড়িয়ে রেখেছেন বাটলার। আর ইডেন মানেই বাটলারি রাজের লম্বা তালিকা। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল ইডেনে নিজের শেষ ম্যাচেই বাটলারের দুরন্ত শতরানে কম পড়ে গিয়েছিল নাইটদের ২২৩ স্কোর। আগামীকাল ফের বাটলার প্রাচীরে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা। নাইট সংসারে সেখানে ফিনিশারের দেখা নেই। আন্দ্রে রাসেল ক্রমশ অতীতের ছায়া। রিঙ্কু সিংও ফিকে। আগামীকাল?

আজ প্ল্যান ‘বি’ হিসেবে নাইটদের অনুশীলনে বেশ কিছু ইঙ্গিত মিলল। রোভমান পাওয়েল দীর্ঘসময় ব্যাটিং সারলেন। রহমানুল্লাহ গুরবাজের দিকেও বাড়তি নজর চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের। মণীশ পান্ডে লম্বা সময় কাটান নেটে। ত্রয়ীর মধ্যে কাউকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। ইডেনের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে স্পিন বোলিং কোচ কার্ল সেই সম্ভাবনার দরজা খোলা রাখলেন।

রাসেলরা না এলেও, যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের নিয়ে নেট সেশনে ইনটেন্ট প্র্যাকটিস নাইটদের। এরমাঝে রিঙ্কু, ভেঙ্কটেশ আইয়ারের হালকা চোট চিন্তায় ফেললেও স্বস্তির খবর মারাত্মক কিছু নয়। দুইজনের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাগিদ গুজরাট শিবিরেরও। শনিবার দুপুরে আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলে আজ কলকাতায় পা রাখে।

ক্লান্তি ঝেড়ে রাতের দিকে রশিদ খানরা হাজির অনুশীলনে! ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস। ৮-৯ জনকে নিয়েই ইডেনে হাজির আশিস নেহেরা। চেনা বিন্দাস মেজাজে। প্র্যাকটিসের মাঝে মইন আলির সঙ্গে আড্ডাও মারলেন। আশিস নেহেরার এই ‘কেয়ার ফ্রি’ অ্যাটিটিউডই গুজরাটের বড় ইউএসপি-বলছিলেন দলের ‘ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট’ বিক্রম সোলাঙ্কি। দাবি, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা সহ গোটা দলের পিছনেই নাকি আশু-ভাইয়ের হাত!

চাপকে সরিয়ে নিজেকে মেলে ধরো-অঘোষিত কোচিং মন্ত্র নেহেরার। শুভমান, সুদর্শনদের মধ্যে যা ভালোমতোই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সব ভালোর মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা এখনও পর্যন্ত রশিদের (৭ ম্যাচে ৪ উইকেট) স্পিন অস্ত্র কাজ না করা। তবে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর প্রতি ম্যাচেই চমকে দিচ্ছেন। রশিদের ঘাটতি ঢাকছেন। বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণ বনাম রশিদ-সাই কিশোর-জমাটি স্পিন যুদ্ধের হাতছানি।

ব্যাট-বলে চেনা অঙ্ক সবসময় অবশ্য মেলে না। বাটলার, গিল, নারায়ণ, কুইন্টন ডি ককদের ভিড়ে অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর মতো কেউ নায়ক হয়ে যেতেই পারেন। এদিন অনুশীলনে শুরুতেই ব্যাট হাতে নেটে ঢুকলেন। লম্বা সেশন। আগামী লক্ষ্য থাকবে ইনিংসটাকেও দীর্ঘ করার।

৭ ম্যাচে তিনটি জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা দাঁড়িয়ে ষষ্ঠ স্থানে। গুজরাট সেখানে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে (১০ পয়েন্ট)। আগামীকাল গুজরাটকে মগডাল থেকে কি টেনে নামাতে পারবে শাহরুখ খান ব্রিগেড? একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে আগামীকাল নন্দনকাননে গুজরাট-নাইট দ্বৈরথ।

জস দ্য বসকে থামাতে প্রস্তুতি বরুণদের

অনুশীলন সেরে ফিরছেন বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণরা। - ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় বিকেল চারটে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে তখন ক্রিকেটপ্রেমীদের তুলনায় ভিড় বেশি ব্রিগেডের জনতার।

লাল পতাকায় মোড়া বিস্তর বাস থমকে দাঁড়িয়ে ইডেন গার্ডেন্সের আশপাশে। এমন সময় আচমকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্টিকার দেওয়া একটি গাড়ি এসে থামল মূল প্রবেশদ্বারের সামনে। আর সেই গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে ইডেনের সাজঘরের দিকে সেঁধিয়ে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণ। সঙ্গে দলের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুনীল-বরুণ হাজির হয়ে গেলেন ইডেনের বাইশ গজের দিকে। এক ঝলক দেখে নিলেন কাল সন্ধ্যার গুজরাট ম্যাচের বাইশ গজ। ৩ এপ্রিল এই পিচেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়েছিল কেকেআর। সেই একই পিচে কাল শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। যদিও হায়দরাবাদ ম্যাচের পিচ ছিল শুকনো, ঘাসহীন। তুলনায় কাল সন্ধ্যার ম্যাচের পিচে ঘাস রয়েছে ভালোরকম।

কেকেআর বনাম গুজরাট ম্যাচের পিচ দেখার পরই সুনীল-বরুণ ঢুকে গেলেন নেটে। স্পিন বোলিং কোচ ক্রো-র সঙ্গে পরামর্শ করে শুরু করলেন বোলিং। একটি বিশেষ লংথে টানা বোলিং করে গেলেন তাঁরা। সন্ধ্যার দিকে দুই নাইট স্পিনারের এমন বোলিংয়ের রহস্য ফাঁসও হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্বপ্নের ফর্মে থাকা গুজরাটের জস বাটলার, শেরফানে রাদারফোর্ড, শুভমান গিলদের তাণ্ডব থামানোর লক্ষ্যে বিশেষ লেংথে বোলিং অনুশীলন করে গেলেন তাঁরা। গতরাতে ঘরের মাঠে তাণ্ডব চালিয়ে দিল্লিকে উড়িয়ে দেওয়ার পর গুজরাট এখন লিগ টেবিলের শীর্ষে। দলের আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

> পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।
>
> **সিএবি কর্তা**

এমন দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে নামার আগে রীতিমতো বেকায়দায় কেকেআর। যার মূল রয়েছে একাধিক সমস্যা। এক, আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে থ্রো ডাউন নেওয়ার সময় আচমকা লাফিয়ে ওঠা বলে পাঁজরে চোট পেলেন রিঙ্কু সিং। চোট গুরুতর নয় বলে কেকেআরের তরফে দাবি করা হলেও পরে রিঙ্কুকে আর ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। দুই, ভেঙ্কটেশ আইয়ারও আজ নেটে ব্যাটিং চর্চার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের ধারে হাঁটুতে আইস প্যাক লাগিয়ে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। তিন, বৈভব অরোরা গতরাতের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর হাতে লেগেছিল। সেই চোট নিয়ে জল্পনা চলছে প্রবলভাবে। নাইটদের সংসারে রকমারি সমস্যার শেষ এখানেই নয়। রয়েছে আরও। সৌজন্যে ইডেনের ঘাস থাকা বাইশ গজ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যেভাবে আচমকা ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় ও সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে যেভাবে কথা বলছিলেন, তার মধ্যে আর যাই হোক না কেন পিচ নিয়ে সন্তুষ্টির ইঙ্গিত ছিল না। রাতের ইডেনে দাঁড়িয়ে সিএবি-র এক কর্তা বলছিলেন, ‘পিচ নিয়ে কেকেআর এবার একটু বেশিই লাফালাফি করছে। আগে ওরা নিজেদের দলের ব্যাটিং ও কম্বিনেশন ঠিক করুক। তারপর পিচ নিয়ে নাটক করবে।’ পিচ নিয়ে কেকেআর আদতে ঠিক কী চাইছে, সেটা বোঝা ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সৌজন্যে দলের স্পিন বোলিং কোচ ক্রো। যিনি আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে পিচ নিয়ে বলেছেন, ‘যে পিচে কাল গুজরাট ম্যাচ খেলব আমরা, সেই পিচে সানরাইজার্স ম্যাচ খেলেছিলাম। তাই পিচ নিয়ে কিছুটা ধারণা রয়েছে আমাদের। কিন্তু বল ঘুরবে কিনা, বলা কঠিন। তবে স্পিন বনাম স্পিন দুর্দান্ত একটা যুদ্ধ হতে চলেছে কাল।’

স্পিন বনাম স্পিন যুদ্ধে বরুণ-সুনীলদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য গুজরাট শিবিরে রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, রশিদ খানরাও। ফলে স্পিন সহায়ক উইকেটের চাহিদা কাল নাইটদের জন্য বুমেরাং হলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

খাসির মাংস, পিৎজা ছেড়ে আইপিএলে বৈভব

অভিষেকে ৩৪ রান করেও চোখে জল ১৪ বছরের বৈভবের।

জয়পুর, ২০ এপ্রিল : নিঃসন্দেহে স্মরণীয় অভিষেক।

ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু। আর আউট হওয়ার পর বাইশগজ ভিজল তারই চোখের জলে।

আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলে ছয় মারার নজির অনেক রয়েছে। তবে বৈভব সূর্যবংশীর বয়স সবে ১৪। সেখানেই তার কৃতিত্ব। বিহার থেকে উঠে আসা বৈভবই এখন আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার। শনিবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ‘ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার’ হিসেবে ওপেন করতে নামে বৈভব। প্রথম বলেই যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছক্কা হাঁকাল, কে বলবে আইপিএলে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছে কৈশোরে পা দেওয়া বৈভব। দিনের শেষে রাজস্থান জিততে পারেনি। বৈভব অর্ধশতরানও ছুঁতে পারেনি। ২০ বলে ৩৪ রান করে ফিরতে হয়। তবুও তার নামই চর্চায়। ক্রিকেট দুনিয়া ছাড়িয়ে এখন বৈভবের উপস্থিতি বিশ্বের দরবারে।

কৈশোরের সারল্য তার চোখে-মুখে জ্বলজ্বল করছে। যে বয়সে বাকিরা প্রিয় খাবার বাছতে শেখে, সেই বয়সে পছন্দের পিৎজা, খাসির মাংস ছাড়তে হয়েছে। পরিবর্তে বৈভব বেছে নিয়েছে ক্রিকেটকে। সেই স্বাদই তার কাছে সেরা। বিহার থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারের কোচ মণীশ ওঝা বলেছেন, ‘খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। যা ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।’ মণীশ মনে করছেন লম্বা রেসের ঘোড়া হতে পারে বৈভব। বলেছেন, ‘ও খুব সাহসী ব্যাটার। রাহুল দ্রাবিড় স্যর আগেই জানিয়ে দেন লখনউ ম্যাচে ওর অভিষেক হবে। শুক্রবার অনুশীলনের পরই বৈভব আমাকে তা জানায়। আমি ঠান্ডা মাথায় খেলার পরামর্শ দিই। ও বলেছিল, সুযোগ পেলেই ছয় মারবে।’ সেই সুযোগ বৈভবের সামনে চলে আসে প্রথম বলেই। সঙ্গে বলেছেন, ‘ওর বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। সেখান থেকে পাটনার দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। তা অতিক্রম করে অনুশীলনে আসত। তারপর কঠোর পরিশ্রম। এটাই ওকে অনেকদূর নিয়ে যাবে।’

> খাসির মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বৈভব। প্রিয় পিৎজাও এখন আর ওর খাদ্যতালিকায় নেই। যা ওর পছন্দের খাবার ছিল। আসলে বয়সটা খুব কম তো।
>
> **মণীশ ওঝা**
> *বৈভব সূর্যবংশীর কোচ*

প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে আইপিএল শুরু বৈভব সূর্যবংশীর। জয়পুরে শনিবার।

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস সেরা সময়ের যুবরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন বৈভব সূর্যবংশীকে। মণীশও তাঁর সঙ্গে সহমত। বলেছেন, ‘ওর মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের মতো আগ্রাসী মনোভাব রয়েছে। সাহসীও। তবে রাহুল দ্রাবিড় ওর চোখে ভগবান। তবে ও খুব আবেগপ্রবণও।’ সেজন্যই বোধহয় আউট হওয়ার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। বৈভবের খেলা দেখে মুগ্ধ গুগল সিইও সুন্দর পিচাইও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘আইপিএলে অষ্টম শ্রেণির এক কিশোরের খেলা দেখব বলে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। কী দুর্দান্ত অভিষেকই না ঘটালো।’

শুভমান-প্রসিধকে নিয়ে আতঙ্কে নাইটরা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : যাত্রাপথেও ছুটি নেই!

গত সন্ধ্যাতেই ঘরের মাঠ আহমেদাবাদে ম্যাচ খেলেছে গুজরাট টাইটান্স। দিল্লি ক্যাপিটালসকে উড়িয়ে দিয়ে লিগ টেবিলের মগডালে বসে পড়েছেন শুভমান গিলরা।

আহমেদাবাদ থেকে আজ বিকেলেই কলকাতায় পৌঁছেছে গুজরাট। টানা ম্যাচ, দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ধকল সামলেও সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলনে হাজির রশিদ খান, জস বাটলাররা। নিশ্চিতভাবেই চমকপ্রদ ঘটনা। সাধারণত আইপিএলে এমনটা দেখা যায় না।

কিন্তু শুভমানরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। মানসিকভাবে অনেক বেশি তাজা ও ফুরফুরে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আরও চমকপ্রদ তথ্য। সূত্রের খবর, ইডেন গার্ডেন্সের পিচ নিয়ে চলতি মরশুমে বিস্তর বিতর্কের পর কলকাতায় পৌঁছে বাইশ গজ চাক্ষুস করার জন্যই হাজির হয়েছিলেন রশিদ-বাটলাররা। ঘটনার শেষ এখানেই নয়। বলা যেতে পারে, ‘গুপ্তচরের’ ভূমিকা পালনে রশিদ-বাটলাররা হাজির হয়েছিলেন আজ। ইডেনের পিচ দেখে দলের আগামীর পরিকল্পনার রসদ তাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন অধিনায়ক শুভমানের কানে। সেই শুভমান, যিনি ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত নাইট সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ইডেনের পিচকে হাতের তালুর মতো চেনেন গুজরাট অধিনায়ক।

একা শুভমান নন, প্রসিধ কৃষ্ণাও আগামীকাল সন্ধ্যার কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টর হতেই পারেন। প্রসিধও দীর্ঘসময় খেলেছেন কেকেআরে। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রসিধও দারুণ ছন্দে। গতকালই দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার ইডেনে হাজির হওয়ার পর বাটলার-রশিদদের থেকে পিচে ঘাস থাকার খবর শুনে নিশ্চিতভাবেই প্রসিধও উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। ৭ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়ে প্রসিধ এখন বোলারদের তালিকায় সবার আগে। প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করার তাগিদটা শুভমানের পাশে প্রসিধের মধ্যেও দেখা যাবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত কারণে দিন কয়েক আগে দেশে ফেরা কাগিসো রাবাদাও গুজরাটের সংসারে ফিরে এসেছেন। ইডেনের পিচ রাবাদার জন্যও ‘হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড’ হতেই পারে আগামীকাল। শুভমান-প্রসিধ, দুই প্রাক্তন নাইট আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেনে নাইটদের জন্য ‘কাঁটা’ হিসেবে হাজির হলে আজিঙ্কা রাহানের সংসারে প্লে-অফ স্বপ্ন প্রবলভাবে ধাক্কা খাবে।

গুজরাট টাইটান্স কোচ আশিস নেহেরার সঙ্গে আলিঙ্গনে মইন। - ডি মণ্ডল

সিরাজের জন্যও চলতি আইপিএল নিশ্চিতভাবেই স্মরণীয় হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়ার পর সিরাজকে নতুনভাবে দেখছে দুনিয়া। ৭ ম্যাচে ১১ উইকেট যার প্রমাণ। কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের প্রত্যাবর্তন? সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি বলছিলেন কোচ আশিস নেহেরার কথা। নেহেরাই সিরাজকে আগামীর নয়া দিশা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। সোলাঙ্কির কথায়, ‘সিরাজ অত্যন্ত প্রতিভাবান। নেহারাও ওর সঙ্গে দারুণ কাজ করছে। সিরাজের ছন্দ আমাদের দলের জন্যও দারুণ ব্যাপার।’ সিরাজের পাশে ক্রিকেট সমাজে আলোচনা চলছে গুজরাট অধিনায়ক শুভমানকে নিয়েও। গুজরাটের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের কথায়, ‘শুভমান দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যদিও এখনও ওর অনেক পথ চলার বাকি। শুভমানের সবচেয়ে বড় গুণ হল, দলের সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে।’

প্রাক্তন নাইট প্রসিধ-শুভমানরা আগামীকাল কাঁটা হিসেবে নাইটদের সামনে প্রাচীর তৈরি করলে কিন্তু ফের করব, লড়ব, হারব পরিস্থিতি উদয় হবে।

লেওয়ানডস্কির চোটে চিন্তায় বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২০ এপ্রিল : উচ্ছ্বাস, উদ্বেগ একইসঙ্গে বার্সেলোনা শিবিরে।

সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পরও ৪-৩ ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়। লা লিগা খেতাব জয়ের দৌড়ে আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গেল বার্সা। এই জয় নিঃসন্দেহে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে। এই ম্যাচেই গুরুতর চোট পেয়েছেন বার্সার পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এর জেরে মরশুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

লা লিগায় এখনও ছয় ম্যাচ বাকি। আগামী শনিবার কোপা ডেল রে-এর ফাইনাল। সেখানে কাতালান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর আবার মে মাসের প্রথম সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল। এরইমধ্যে লেওয়ানডস্কির চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বার্সা কোচ ফ্লিককে। শোনা যাচ্ছে, অন্ততপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে পোলিশ স্ট্রাইকারকে। ফ্লিক যদিও নিশ্চিতভাবে কিছু জানাতে পারেননি। বলেছেন, ‘লেওয়ানডস্কির চোটের জায়গায় এমআরআই হবে। রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’ তবে মঙ্গলবার মায়োরকার বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে লেভা (লেওয়ানডস্কি) যে থাকছেন না, তা কার্যত নিশ্চিত।

জোড়া গোল করা রাফিনহার কোলে উঠে পড়েছেন গাভি।

স্টেডিয়াম থেকে মুছছে আজ্জুর নাম

হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল : আবারও বিতর্কে প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ আজহারউদ্দিন। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে তাঁর নাম মুছতে চলেছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। প্রতিবাদে আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

২০১৯ সালে হায়দরাবাদ স্টেডিয়ামের নর্থ প্যাভিলিয়ন আজহারউদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়। তার আগে ওই স্ট্যান্ড প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণের নামে ছিল। এই নামকরণের সময় আজহার নিজেই হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে লক্ষ্মণের নাম সরিয়ে এই নাম পরিবর্তন করেছিলেন।

আজহারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল হায়দরাবাদের লর্ডস ক্রিকেট ক্লাব। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার এথিক্স অফিসার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি ঈশ্বরাইয়া স্টেডিয়ামের নর্থ স্ট্যান্ড থেকে আজহারের নাম সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি হায়দরাবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নর্থ স্ট্যান্ডের টিকিটেও আজহারের নাম থাকবে না।

আদালতে যাচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজহার। তিনি বলেছেন, ‘আমি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাব। এইভাবে একজন প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের নাম মুছে ফেলাটা খুব দুঃখজনক বিষয়।’ তিনি দাবি করেন, এথিক্স অফিসারের এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অবৈধ। আজহার বলেছেন, ‘সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, এথিক্স অফিসারের মেয়াদ এক বছর থাকে। বর্তমান অফিসারের মেয়াদ চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও উনি কীভাবে এই নির্দেশ দেন। পুরো বিষয়টি অবৈধ।’

লক্ষ্মণের নাম সরানো হয়নি বলেও দাবি করেছেন আজহার। তিনি বলেছেন, ‘আমি বোকা নই, লক্ষ্মণের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নাম সরিয়ে দেব। নর্থ স্ট্যান্ডে লক্ষ্মণের নাম রয়েছে। যে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে।’

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

Sucharita (Maa), Manoj (Baba) : Happy 20th Marriage Anniversary to both of you. Wish you a happy, healthy, successful married life. Samonnoy (Son), Laku, Jalpaiguri.

এক ম্যাচ জিতলেই লিগ লিভারপুলের

লন্ডন, ২০ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব আর লিভারপুলের মধ্যে ব্যবধান এখন ৩ পয়েন্টের। আগামী রবিবার ঘরের মাঠে টটেনহাম হটস্পারকে হারালেই ২০২০ সালের পর ইপিএল খেতাব ঘরে তুলবে রেডস শিবির। এদিন লিভারপুল ১-০ গোলে লেস্টার সিটিকে হারিয়েছে। ৩৩ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট লিভারপুলের। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল (৩৩ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট) বাকি পাঁচ ম্যাচ জিতলে সর্বাধিক ৮১ পয়েন্ট পেতে পারে। ফলে আর একটা জয় লিভারপুলের খেতাব নিশ্চিত করবে। এদিন ৭৬ মিনিটে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের গোলে ৩ পয়েন্ট ঘরে তোলে লিভারপুল।

খেতাবের আশা ক্ষীণ হলেও সহজ জয় পেল আর্সেনাল। তারা ৪-০ গোলে দুর্বল ইপসউইচ টাউনকে উড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন আগেই রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছে

হার ম্যাঞ্চেস্টারের, জিতল আর্সেনালও

আর্সেনাল। ফলে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকে রবিবার ইপসউইচের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ১৪ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ২৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ৩২ মিনিটে ইপসউইচ ডিফেন্ডার লেইফ ডেভিস লাল কার্ড দেখায় আরও সুবিধা পেয়ে যায় মিকেল আর্তেতার দল। ৬৯ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ট্রোসার্ড। ৮৮ মিনিটে ইপসউইচের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ইথান এনওয়ানেরি।

এদিকে, ফুলহামের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও শেষমুহূর্তে জয় পেয়েছে চেলসি। ২৮ মিনিটে অ্যালেক্স লোবির গোলে এগিয়ে যায় ফুলহাম। ৮৩ মিনিটে 'দ্য ব্লুজ'-কে সমতায় ফেরান টাইরিন জর্জ। সংযোজিত সময়ে গোল করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন পেদ্রো নেটো। এই জয়ের সুবাদে ৩৩ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে উঠে এল এনজো মারেস্কার দল। আপাতত তাদের লক্ষ্য, প্রথম পাঁচটি দলের মধ্যে লিগ শেষ করে আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা।

তবে পরাজিত হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ঘরের মাঠে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে রুবেন অ্যামোরিমের দল। ৭৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেছেন পাবলো সারাবিয়া। এই মুহূর্তে ৩৩ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে চতুর্দশ স্থানে রয়েছেন হ্যারি ম্যাগুয়েরেরা।

ওয়াংখেড়েতে রো-হিট

চেন্নাই সুপার কিংস-১৭৬/৫
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৭৭/১

অর্ধশতরানের পথে রোহিত শর্মা। সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে জুটি গড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে এনে দিলেন বদলার জয়।

মুম্বই, ২০ এপ্রিল : 'মুম্বই চা রাজা, কব বাজেগা বাজা'। টানা ব্যর্থতায় রোহিত শর্মাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারও। বীরেন্দ্র শেহবাগের পরামর্শ ছিল, এবার ব্যাট-প্যাড তুলে রাখার সময়

অভিষেকে উজ্জ্বল আয়ুষ

হয়েছে। ঘরে-বাইরে সমালোচনার মাত্রা বাড়লেও নিজের ওপর বিশ্বাস হারাননি রোহিত। ৩৩৯ দিন পর আইপিএলের মঞ্চে অর্ধশতরান করে তিনি বলে দিলেন, 'নিজের ওপর বিশ্বাস হারানো সহজ। যা তৈরি হলে একসঙ্গে অনেক কিছু করার চেষ্টা শুরু হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা আমাকে এটা শিখিয়েছে। তাই কখনও নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি। জানতাম রান পাব। তাই চালিয়ে খেলব ঠিক করেছিলাম।'

আজ অবশ্য তাঁর বলারই দিন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে তাঁর ৪৫ বলে অপরাজিত ৭৬ রান পুরোনো দিনের স্মৃতি উসকে দেওয়ার সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৯ উইকেটে জয়ও এনে দিয়েছে। চার ছক্কায় ৩৩ বলে রোহিত চলতি আইপিএলে প্রথম অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করার দিনে পাশে পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদবকে (৩০ বলে অপরাজিত ৬৮)। দুইজনে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৪ বলে ১১৪ রান তুলে মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের প্লে-অফে যাওয়ার রাস্তা আরও সংকুচিত করে দেন। মুম্বই ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৭৭ রান তুলে নেয়।

শুরুটা অবশ্য হয়েছিল ১৭ বছরের আয়ুষ মাত্রেকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন বোনায়। শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীর পর রবিবার চেন্নাইয়ের আয়ুষ (১৫ বলে ৩২)। সপ্তাহ শেষের দুইদিন দুই টিনএজারের আইপিএল অভিষেকে টাটকা বাতাস ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। বৈভব শুরু করেছিলেন ছক্কা হাঁকিয়ে। এদিন আয়ুষ দ্বিতীয় বলেই বাউন্ডারি মারলেন। প্রথম চার বলে আয়ুষ হাঁকালেন এক বাউন্ডারি ছাড়াও জোড়া ছক্কা। আয়ুষ যখন দীপক চাহারের (৩২/১) বলে মিচেল স্যান্টনারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরছেন, তখন পিঠ চাপড়ে দেন সূর্যকুমারও। পরের ওভারেই আর এক তরুণ শাইক রশিদকে (১৯) বোকা বানিয়ে স্টাম্পড আউট করেন স্যান্টনার (১৪/১)।

এরপরই আঁটোসাঁটো বোলিংয়ে জাঁকিয়ে বসেন জসপ্রীত বুমরাহ (২৫/২), হার্দিক পান্ডিয়ারা (১৩/০)। ৮-১১ এই চার ওভারে একটাও বাউন্ডারি আসেনি চেন্নাইয়ের ইনিংসে। চতুর্থ উইকেটে ৫০ বলে ৭৯ রানের জুটিতে শিবম দুবে (৩২ বলে ৫০) ও রবীন্দ্র জাদেজা (৩৫ বলে অপরাজিত ৫৩) ম্যাচ থেকে হারিয়ে যেতে না দিলেও ইয়োলো আর্মির বড় রানের আশা শেষ করে দেন। লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ধোনি ৪ রানে বুমরাহর বলে তিলক ভার্মার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। শেষপর্যন্ত ১৭৬/৫ স্কোর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় চেন্নাইকে। যা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রো-হিট ফেরার দিনে যথেষ্ট হয়নি।

বিরাট নজিরে বদলা আরসিবি-র

পাঞ্জাব কিংস
১৫৭/৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-১৫৯/৩

আইপিএলে ৬৭ নম্বর অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। মুল্লানপুরে।

মুল্লানপুর, ২০ এপ্রিল : দুই ম্যাচের সিরিজ। আইপিএলের ক্রীড়াসূচি সামনে আসার পর একদিনের ব্যবধানে পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জোড়া দ্বৈরথকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছিল। শুক্রবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম টক্করে ৯৫ রানে আটকে গিয়ে আরসিবি একরাশ লজ্জা উপহার দিয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে রবিবার বিরাট কোহলির নজিরে বদলা নিল বেঙ্গালুরু। ডেভিড ওয়ার্নারকে টপকে আইপিলে সর্বাধিক অর্ধশতরানের মালিক হয়ে গেলেন বিরাট (৫৪ বলে অপরাজিত ৭৩)। পাঞ্জাবকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে চলতি টুর্নামেন্টে টানা পাঁচটি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেল রজত পাতিদার ব্রিগেড।

চিন্নাস্বামীতে হারের হ্যাটট্রিক। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে উলোটপুরান। রবিবারও মুল্লানপুরে যার অন্যথা হল না। পাওয়ার প্লে-তে প্রভসিমরান সিংয়ের (১৭ বলে ৩৩) দাপটে ৬২ রান তুলে বড় স্কোরের মঞ্চ তৈরি করেছিল পাঞ্জাব। কিন্তু স্পিনাররা আসরে নামতেই ম্যাচে ফেরে আরসিবি। ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৫/২) প্রভসিমরানকে তুলে নেন। ব্যর্থ হন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৬) ও নেহাল ওয়াধেরা (৫)। বড় রান পাননি জোশ ইনগ্লিসও (১৭ বলে ২৯)। শশাঙ্ক সিংকে (অপরাজিত ৩১) নিয়ে মার্কো জানসেন (অপরাজিত ২৫) খেলা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর কুমার (২৬/০), সুযশ শর্মাদের (২৬/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে পাঞ্জাব ইনিংস কখনোই কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি। পাঞ্জাব আটকে যায় ১৫৭/৬ স্কোরে।

শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থ বলে ফিল সল্টকে ফিরিয়েছিলেন অর্শদীপ সিং (২৬/১)। এদিনও অর্শদীপ রিপিট টেলিকাস্ট দেখান। প্রথম ওভারে সল্টকে (১) হারালেও বিরাট স্পেশালে জয়ের রাস্তায় হাঁটতে সমস্যা হয়নি আরসিবি-র। প্রথম ২০ বলে বিরাটের ব্যাট থেকে এল চারটি চার। সবকয়টাই পাওয়ার প্লে-র মধ্যে। পরের ২৪ বলে শুধুমাত্র স্ট্রাইক রোটেটে মনোযোগ দিলেন বিরাট। অ্যাঙ্কর রোলে থাকা বিরাটকে যোগ্য সংগত করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৩৫ বলে ৬১)। তাঁদের ৬৯ বলে ১০৩ রানের পার্টনারশিপ আরসিবি-র জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। ৪২ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করার পর জিতেশ শর্মাকে (অপরাজিত ১১) নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন কোহলি। ৭ বল হাতে রেখে বেঙ্গালুরু ১৮.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়।

স্টেডিয়াম থেকে মুছছে আজ্জুর নাম

- খবর এগারোর পাতায়

বেঙ্গালুরুতে গলফে ট্রফি জয় পারমিতার

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন শিলিগুড়ির ৫৫ বছরের পারমিতা মুখোপাধ্যায়। সেখানে তিনি অবশ্য শিলিগুড়ি বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও দলের নয়, প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বেঙ্গালুরুর প্রেস্টিজ অগাস্টা গলফ ক্লাবের। অ্যামেচারদের প্রতিযোগিতা হলেও ট্রফি জয়ের রাস্তা সহজ ছিল না বলেই জানিয়েছেন পারমিতা। বলেছেন, 'খুব কঠিন টুর্নামেন্ট ছিল। প্রতি রাউন্ডে ১৮টি করে হোল, সবমিলিয়ে তিনদিনে ৫৪টি হোলকে টার্গেট করতে হয়েছে। এজন্য প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টা করে হাঁটতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০ জন প্রতিযোগী এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিকটতম প্রতিযোগীর সঙ্গে ২০ স্ট্রোকের ব্যবধান রেখে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

একটা সময় টেবিল টেনিসে সাব-জুনিয়ারে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে পারমিতা দেশে এক নম্বর ছিলেন। ১৫ বছর আগে সৌদি আরবের রিয়াধে থাকার সময় তাঁর গলফে আসা। পেশাগত জীবনে তিনি শিক্ষিকা হলেও খেলাটির প্রতি ভালোবাসা থেকেই পারমিতা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁর কথায়, 'আগামী শনিবার শ্রীলঙ্কায় একটি টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছি। সেখানে আমি বেঙ্গালুরুর প্রতিনিধিত্ব করব। এখন পর্যন্ত সাতটি অ্যামেচার গলফ টুর্নামেন্টে আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।'

মে মাসের শুরুতেই তিনি ফিরছেন শৈশবের শহর শিলিগুড়িতে। তার আগে দেশে অ্যামেচার মহিলাদের মধ্যে এক নম্বর গলফার পারমিতার লক্ষ্য ট্রফি জয়ের সংখ্যা আটে নিয়ে যাওয়া।

বেঙ্গালুরুর কর্ণাটক গলফ ক্লাবে মহিলাদের সর্বভারতীয় অ্যামেচার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ির পারমিতা মুখোপাধ্যায়।

মরশুম শেষ ইস্টবেঙ্গলের

কেরালা ব্লাস্টার্স-২
(জেমিনেজ-পেনাল্টি ও নোয়া)
ইস্টবেঙ্গল-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ এপ্রিল : সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে হেরে বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। আরও বিশদে বলা ভালো, একা নোয়া সাদাউই শেষ করে দিলেন কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে উপস্থিত সাড়ে চার হাজার দর্শকের সিংহভাগ লাল-হলুদ সমর্থকদের যাবতীয় স্বপ্ন। গতবার তবু সুপার কাপটা দিয়েছিলেন কার্লোস কোয়াদ্রাত। এবার সেটাও এল না। অস্কার ব্রুজোঁকেও বুঝতে হবে, সমর্থকরা ট্রফি চান। উজ্জীবিত করার জন্য শুধু স্তোকবাক্য নয়।

মাত্র দেড় মিনিটের মাথায় মাত্র একটা টোকায় গোলমুখ খুলে ফেলে তখনই যেন ম্যাচের ভাগ্য লিখে দেন নোয়া। অসহায় প্রভসুখান সিং গিল তখন দ্বিতীয় পোস্টে দাঁড়িয়ে। সারা কলিঙ্গ স্টেডিয়াম অবাক হয়ে দেখল, জেসুস জিমেনেজ বলটা বাইরে মারলেন। এদিন কেরালা ব্লাস্টার্সের পরিকল্পনাই ছিল, ডিফেন্স বা মাঝমাঠ থেকে উঁচু করে ডানদিকে নোয়াকে উদ্দেশ্য করে বল তুলে দেওয়া। প্রতিটি বলেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করলেন এই মরোক্কান। প্রথমার্ধেই অন্তত তিনবার তিনি বক্সের মধ্যে একেবারে থালায় করে রসগোল্লার মতো বল সাজিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবারই বল বাইরে মারেন জিমেনেজ। ৩৯ মিনিটে নোয়াই ফের পেনাল্টি আদায় করে দিলেন, গোল হল ৪১ মিনিটে। নোয়া বক্সে ঢুকে পড়লে আনোয়ার আলি সরাসরি তাঁর পায়ে মারেন। রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ সামনেই ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে অ্যাড্রিয়ান লুনা নয়, পেনাল্টি মারতে এলেন জিমেনেজ। মজার কথা হল, তাঁর প্রথম শট গিল আটকে দিলেও তিনি আগে বেরিয়ে আসায় ফের নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় অবশেষে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন জিমেনেজ। লুনা ফুটবলার ডেভিড কাটালার প্রথম ম্যাচ কেরালার কোচ হিসাবে। দলটাকে এই ক'দিনে দারুণ জায়গায় নিয়ে যেতে না পারলেও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হল।

বল কাড়তে ব্যর্থ আনোয়ার আলি। ভুবনেশ্বরের মাঠে ধরাশায়ী ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম ম্যাচেই বিদায় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের

এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একশোতম ম্যাচ খেলার বিশেষ জার্সি হাতে নিয়ে যতটা উজ্জ্বল লাগছিল নাওরেম মহেশ সিংকে খেলায় ততটা লাগলে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হত। জিকসন সিংও তথৈবচ। আক্রমণ সচল রাখতে যতটা প্রয়োগ দরকার, সেটা পারেননি মেসি বাউলি-রিচার্ড সেলিসরা। তবে বিষ্ণুকে নিয়ে এবারের দলবদলের বাজার সরগরম হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। গতির সঙ্গে আছে একরোখা মনোভাব। সুযোগ তৈরির সঙ্গে নিজেদের অর্ধে নেমে এসে আক্রমণ রুখতেও দেখা গেছে তাঁকে। ৪৩ মিনিটে তাঁর শট বার ছুঁয়ে যায়। প্রথমার্ধে একবার ছাড়া নজরে পড়েননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। একবারই তাঁর বাড়ানো বল থেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সেলিস। এই দুইজন অঙ্গভঙ্গি করার থেকে খেলায় মন দিলে দলের উপকার। পরে সাউল ক্রেসপো-ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের নামিয়েও লাভ হয়নি। ম্যাচের পর ব্রুজোঁর বক্তব্য, 'অত্যন্ত হতাশ। এটা আমাদের খেলা নয়। দ্বিতীয় গোল হওয়ার পর ছেলেরা হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব দেখিয়েছে। খেলাটা যে ৯০ মিনিটের সেটা ওরা ভুলে গিয়েছিল।'

এদিন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে খেললেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চোট পেয়ে তাঁর বসে যাওয়ার পর ফ্রেডি নেমে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়াতেই দ্বিতীয় গোল কেরালার। ৬৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণু, নাওরেম মহেশ সিংদের একে একে কাটিয়ে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের দর্শনীয় শটে ২-০ করে জয় নিশ্চিত করে ফেলেন। গিল নড়ার সুযোগ পাননি। সেল্টা ভিগোর প্রাক্তন

আবার পরবর্তী মরশুমের জন্য অপেক্ষা শুরু হল লাল-হলুদ সমর্থকদের। বছরের পর বছর যায় বদলায় না তাঁদের দুর্ভাগ্য। হেলদোল থাকে না কোচ-ফুটবলারদের। সঙ্গে বহালতবিয়তে থেকে যান কর্তারাও।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ (নীশু), আনোয়ার, হেক্টর, নুঙ্গা (সৌভিক), বিষ্ণু, মহেশ, জিকসন (সাউল), সেলিস (নন্দ), মেসি বাউলি (ডেভিড) ও দিয়ামান্তাকোস।

NOTICE

Notice is hereby given to all the plot owners of Uttorayon Township that Election for formation of the next EC Body for session 2025-2027 will be held at yoga centre in Central Park on 04th May 2025 (Sunday) from 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
All the plot owners are requested to participate in the election.

Regards,
(KK Singh)
President

সভাপতি সলিল, সচিব রানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সভাপতি ও সচিব পদে থেকে গেলেন সলিল বর্ধন এবং রানা দে সরকার। কার্যনির্বাহী সভাপতি পদে এসেছেন প্রবীর মণ্ডল। তিন সহ সভাপতি মানবেন্দ্র ঘোষ, রবি বাগা ও রমেশ বর্মনকে করা হয়েছে। সহকারী সচিব প্রসেনজিৎ ঘোষ ও কমল দাস। কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে দেবরাজ চৌধুরী এবং ষষ্ঠী বিশ্বাস। রবিবার আধঘণ্টা ধরে চলা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দুই বছরের জন্য পদাধিকারীদের বেছে নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন মাদারিহাট-এর এক বাসিন্দা

23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81L 36277 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য শব্দ ফুরিয়ে গেছে। অর্থ যে কোনো ব্যক্তির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা ব্যক্তির অবস্থা নির্ধারণ করে। মাত্র কিঞ্চিত পরিমাণ অর্থ খরচ করেই একজন কোটিপতি হওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, মাদারিহাট - এর একজন বাসিন্দা আয়েশা খাতুন - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস দাগাপুর মর্নিং ক্লাবের। ছবি : সূত্রধর

চ্যাম্পিয়ন দাগাপুর মর্নিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের গণেশচন্দ্র সেন ও পলানচন্দ্র পোদ্দার ট্রফি ১২ দলীয় প্রবীণদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দাগাপুর মর্নিং ক্লাব। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ি ভেটেরান্সকে। সেমিফাইনালে দাগাপুর মর্নিং জিতেছে প্রধাননগর ভেটেরান্সের বিরুদ্ধে। ডুয়ার্স রাইনোকে হারিয়ে দেয় জলপাইগুড়ি। প্রতিযোগিতায় দাগাপুরের গ্যাল সিং সর্বাধিক গোলস্কোরারের পুরস্কার পেয়েছেন। সেরা গোলরক্ষক কালিম্পং ভেটেরান্সের মনোজ রাই। সেরা ডিফেন্ডার জলপাইগুড়ির বাউলু ওরাওঁ। ডুয়ার্স রাইনো ফেয়ার প্লে ট্রফি পায়। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল ট্রফি ছাড়াও যথাক্রমে ১৫ এবং ১০ হাজার টাকা পেয়েছে। আয়োজকদের তরফে উত্তরবঙ্গের ছয় প্রাক্তন ফুটবলার রতন ঘোষ, শংকর সিনহা, তপেশ দাস, কেশব প্রধান, মহেন্দ্র সুব্বা ও লক্ষ্মণ ছেত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আয়োজকদের তরফে শিলিগুড়ি মহিলা সমাজ, গৌতম সেন, বিক্রম পাল ও মহম্মদ আকিমকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ভেটেরান্স প্লেয়ার্সের কৌস্তুভ সিনহা প্রমুখ।

রানার্স ট্রফি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি।

রানার্স পুরনিগমের অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল : গোয়ালপোখরে আয়োজিত নন্দঝাড় ফুটবল উৎসবে পুরনগমের ফুটবল অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১০ দল রানার্স হয়েছে। ফাইনালে তারা ০-১ গোলে মালদার কাছে হেরে যায়। ফাইনালে ওঠার পথে নন্দঝাড় ও বিধাননগরকে হারিয়েছে তারা। প্রতিযোগিতার সেরা আহান রায় ও সেরা গোলরক্ষক শুভম সাহা – দুইজনেই পুরনিগমের অ্যাকাডেমির। গত বছর নভেম্বর মাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে পুরনগম অ্যাকাডেমি। ছয় মাসের মধ্যে অ্যাকাডেমির ছেলেদের সাফল্যে তারাও আনন্দিত।